প্রজাপতিঋষিরুপরিষ্টাজ্জ্যোতিস্ত্রিষ্টুপ্‌-ছন্দ উপস্থরূপঃ কামোদেবতা জ্ঞাতিকর্ম্মণি কন্যায়া উপস্থ প্লাবনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অগ্নিং ক্রব্যাদমকৃণ্বন্ গুহানাঃ স্ত্রীণামুপস্থমৃষযঃ পুরাণা স্তেনাজ্যমকৃণ্বং ত্রৈশৃঙ্গং ত্বাষ্ট্রং ত্বযি তদ্দধাতু স্বাহা।

'অগ্নিং' 'ক্রব্যাদং' মাংসভক্ষং মাংসাশনং 'অকৃণ্বন্' কৃতবন্তঃ। কে 'ঋষযঃ' বশিষ্ঠাদ্যাঃ কিদৃশাঃ 'স্ত্রীণাং' 'উপস্থং' 'গুহানাঃ'। উপগূহমানাঃ। তেন 'আজ্যং' শুক্রং অকৃণ্বন্' কৃতবন্তঃ ত্রিশৃঙ্গস্যেদং ত্রৈশৃঙ্গং' ত্বষ্টুরিদং 'ত্বাষ্ট্রং' হে কন্যে 'ত্বযি' 'তৎ' রেতঃ 'দধাতু' স্থাপযতু।

পুরাতন ঋষিরা অগ্নিকে মাংসাশী করিয়াছেন; সেই হেতু তাঁহারা স্ত্রীদিগের উপস্থ আলিঙ্গন করত রেতোরূপ আজ্য উৎপন্ন করিয়াছেন; ত্রিশৃঙ্গ ত্বষ্টা তোমাতে তাহা সংস্থাপন করুন।

বন্ধু।

তুমি হে পরম বন্ধু ত্রিজগতপতি।
তুমি হে করুণাসিন্ধু অগতির গতি॥
তোমার সমান কেবা আছে হিতকারী।
সম্পদে সহায় তুমি বিপদে কাণ্ডারি॥
কে আছে সুহৃদ আর তোমার সমান।
আপনা হইতে কর কল্যাণ বিধান॥
তুমি চির সখা তব অকৃত্রিম প্রীতি।
তোমার প্রীতির কভু নাহিক বিকৃতি॥
কত সুখ লাভ করি তোমার প্রীতিতে।
কত যে তোমার দয়া না পারি কহিতে॥
তোমার অপ্রিয় কার্য্য করি শত শত।
তোমার নিয়ম ভঙ্গ করিতেছি কত॥
তথাপি সে অপরাধে ক্ষমা করিতেছ।
সুপথে যাবার জন্য সুশিক্ষা দিতেছ॥
সঙ্গে সঙ্গে আছ সদা রক্ষার কারণে।
সদসৎ জ্ঞান দান কর থাকি মনে॥
যখন যন্ত্রণানলে দগ্ধ করে প্রাণ।
নিবারণ কর করি কৃপাবারি দান॥
যখন জগতীতলে হই নিরুপায়।
তখন দেখিতে পাই তোমাকে সহায়॥
এমন সুহৃদ আর পাইব কোথায়।
তোমাকে ছাড়িয়া আর যাইব কোথায়॥
কার কাছে জুড়াইব তাপিত জীবন।
মন জেনে তোমা বিনে কে তুষিবে মন॥

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল চৌতাল।

গাও হে তাঁহার নাম রচিত যাঁর বিশ্বধাম, দয়ার যাঁর নাহি বিরাম, ঝরে অবিরত ধারে।

জ্যোতি যাঁর গগনে গগনে, কীর্ত্তি ভাতি অতুল ভুবনে, যাঁর প্রীতি পুষ্পিত বনে, কুসুমিত নব রাগে।

যাঁর নাম পরশরতন, অসাধু-হৃদয়-তাপহ-রণ, প্রসাদ যাঁর শান্তিরূপ, ভকত-হৃদয়ে জাগে।

অন্তহীন নির্ব্বিকার, মহিমা যাঁর হয় অপার, যাঁর শক্তি বর্ণিবারে বুদ্ধি বচন হারে।

রাগিণী টোড়ি—তাল চৌতাল।

দীননাথ প্রেম সুধা দেও হৃদে ঢালিয়ে। তপ্ত হৃদয় শান্ত হবে রাখে কে নিবারিয়ে।

তব প্রেমনীরে আহা শুষ্ক তরু মুঞ্জরে; উৎস যত উৎসারিত মরু ভূমি প্রস্তরে।

অমৃতধার মুক্তি জনন সেই প্রেম জানিয়ে, যাচি নাথ বিন্দু তার পাপদগ্ধ অন্তরে।

সংসার ঘোর ছাড়ি আর বিপদ জাল কাটিয়ে, জুড়াব প্রাণ, পরম সখা, তোমার প্রেম গাইয়ে।

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে।

কি ভয় সংসার-শোক ঘোর বিপদ-শাসনে।

অরুণ উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগত ছাড়িয়ে।

তেমনি দেব তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে।

ভকত-হৃদয় বীত-শোক মোহ পাপ মোচনে।

তোমার করুণা তোমার প্রেম হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে।
উথলে হৃদয় নয়নবারি রাখে কে নিবারিয়ে।
জয় করুণাময় জয় করুণাময় তোমার গুণ গাইয়ে।
যায় যদি যাক প্রাণ তোমার কর্ম্ম সাধনে।

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৯০ শকের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	৪৩৬॥/ ০
পুস্তকালয়	৬৩।৵ ১৫
যন্ত্রালয়	১১২।৶ ০
ডাক মাসুল	৬৬৸৶ ১০
অনিরূপিত	৫ ৴৹ ১৫
দান .. .	৩৪
গচ্ছিত	১৪৪
	৮৬২৸৴৹ ০

ব্যয়

মাসিক বেতন ..	১৪৪
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	১৬৬।/ ৫
পুস্তকালয় ..	৫৭ ৶ ০
যন্ত্রালয়	৮৬
ডাক মাসুল	৪৩৸/ ০
আলোক	২১
অনিরূপিত	২০ / ০
গচ্ছিত	৮৩৸ ৫
	৬২২ ৴৹ ১০
আয়	৮৬২৸৴৹ ০
পূর্ব্বকার স্থিত ..	১০৫।৶ ০
	৯৬৮।/ ০
ব্যয়	৬২২ ৴৹ ১০
স্থিত	৩৪৬ ৴৹ ১০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

১৭৯০ শকের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন ঘোষ	৬। ০
" হরচন্দ্র রায়	১
" কালীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ..	১
" কার্ত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১॥ ০
" কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী	৪
" অমৃতলাল গুপ্ত	১
	১৪৸ ০

শুভকর্ম্ম জন্য দান।

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ ..	১
শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী	১
দানাধারে প্রাপ্ত	৪৸ ৫
	২১॥ ৫

ব্যয়

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুর চৈত্র ও বৈশাখ মাসের বেতন	২০

ধন আদায় কমিসন।

শ্রীযুক্ত উদয় চাঁদ দাস	১॥৵০
	২১॥/০
আয়	২১॥ ৫
পূর্ব্বকার স্থিত . ..	২৪৪/১০
	২৬৫॥৴৹১৫
ব্যয়	২১॥৴৹০
.. ..	২৪৪/১৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক।

অনুষ্ঠান-পদ্ধতি	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম খণ্ড (টীকা ও বাঙ্গলা তাৎপর্য্য সহিত)	॥০
ঐ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (লাল কাল অক্ষরে)	১॥০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) ..	।০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
ঐ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	৶০
ঐ ঐ তাৎপর্য্য সহিত ..	॥০
হিন্দি ব্রাহ্মধর্ম্ম—দেবনাগর অক্ষরে ..	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ	॥০
ঐ ঐ দ্বিতীয় প্রকরণ	॥০
মাঘোৎসব	১
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৴০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৶০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৶০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা	॥০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ..	।৶০
তত্ত্ববিদ্যা প্রথম খণ্ড	১
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	।৶০
ঐ তৃতীয় খণ্ড	।৶০
ঐ তিন খণ্ড একত্র বাঁধান ..	১॥০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা—প্রথম ভাগ ..	১
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	১
আত্মোৎকর্ষ বিধান	১।৶০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৶০
ব্রহ্মোপাসনা	৴০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	৴০
ব্রহ্ম-স্তোত্র	৴১০
প্রার্থনা এবং সঙ্গীত	৴০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	১০
ধর্ম্ম-শিক্ষা	৶০
পৌত্তলিক প্রবোধ	।০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ দেবনাগর অক্ষরে	৶০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	৶০
ত্রিসন্ধ্যাস্তোত্র	৶০
ধর্ম্ম চর্চ্চা	।০
প্রবচন সংগ্রহ	৴১০
সংগীত মুক্তাবলী	।০
সুভাব সঙ্গীত	।০
প্রশ্ন মঞ্জরী	॥০
উদ্বোধনাঞ্জলি	৴০
গৃহ কর্ম্ম	৶০
স্তোত্রমালা	।০
ধর্ম্ম দীক্ষা	৴০
ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা ১৭৮৭ শকের একত্র বাঁধান	৸০
ঐ ঐ ১৭৮৬। ৮৭ শকের	৸০
ঐ ঐ ১৭৮৮ শকের ..	১॥০
দীপ্ত-শিরার অভিষেক	।১০
ব্রহ্মসাধন	৴১০
ব্রাহ্ম ব্যবহার	৴০
দুর্গোৎসব	৴০
বর্ণমালা—প্রথম সংখ্যা	।১০
ঐ দ্বিতীয় সংখ্যা	৴০

	Rs.	As
Defence of Brahmoism and the Brahmo Somaj	4	
Selections from Vaidanta	2	
Hindoo Theism.	1	
Theists Prayer Book	1	
Signs of the Times	1	
Vaidantic Doctrines Vindicated ..	2	
Doctrine of Christian Ressurrection	2	
Lectures on Patholgy of Fever..................	1	4

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৫। কলিযুগাব্দ ৪৯৬৯। ২১ আষাঢ় শনি বার।

সপ্তম কল্প
দ্বিতীয় ভাগ।
শ্রাবণ ১৭৯০ শক।

৩০৪ সংখ্যা।   ব্রাহ্মসম্বৎ ৩৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্দ্দশানুবাকে নবমং সূক্তং।

গোতম ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ অগ্নীষোমৌ দেবতা।

১০৯৫

৭। অগ্নীষোমা হবিষঃ প্রস্থিতস্য বীতং হর্য্যতং বৃষণা জুষেথাং। সুশর্ম্মাণা স্ববসা হি ভূতমথা ধত্তং যজমানায় শং যোঃ।

৭। হে 'অগ্নীষোমৌ' 'প্রস্থিতস্য' হোমার্থং আহবনীয় সমীপং প্রাপ্তং 'হবিষঃ' ইদং হবিঃ 'বীতং' ভক্ষয়তং তদনন্তরং চ 'হর্য্যতং' অস্মান্ কাময়েথাং। হে 'বৃষণা' কামানাং বর্ষিতারৌ 'জুষেথাং' অস্মদীয়ং পরিচরণং সেবেথাং। তদনন্তরং 'সুশর্ম্মাণা' শোভন সুখৌ 'স্ববসা' 'হি' শোভন রক্ষণৌ চ 'ভূতং' অস্মাকং ভবতং। হবির্দত্তবতে 'যজমানায়' 'শং' শমনীয়ানাং রোগাণাং শমনং 'যোঃ' পৃথক কর্ত্তব্যানাং ভয়ানাং যাবনং পৃথক্করণং চ 'ধত্তং' বিধত্তং কুরুতং উক্তঞ্চ যাস্কেন শমনং চ রোগাণাং যাবনঞ্চ ভয়ানাং।

৭। হে অগ্নি ও সোম! তোমরা হোমার্থ আনীত এই হবি ভক্ষণ তৎপরে আমাদিগের উপর কৃপা বিতরণ কর। হে কামদ! তোমরা আমাদিগের দ্বারা সেবিত হও এবং আমাদিগকে শোভন সুখ প্রদান পূর্ব্বক রক্ষা কর। অনন্তর যজমানের রোগ শান্তি ও ভয় দূরীভূত করিয়া দেও।

জগতীচ্ছন্দঃ।

১০৯৬

৮। যো অগ্নীষোমা হবিষা সপর্য্যাদ্দেবদ্রীচা মনসা যো ঘৃতেন। তস্য ব্রতং রক্ষতং পাতমংহসো বিশে জনায় মহি শর্ম্ম যচ্ছতং।

৮। 'যঃ' যজমানঃ 'অগ্নীষোমৌ' 'দেবদ্রীচা' দেবাঞ্চতা দেবতাপরায়ণেন শ্রদ্ধাযুক্তেন 'মনসা' অন্তঃকরণেন যুক্তঃসন্ 'হবিষা' চরুপুরোডাশাদিনা 'সপর্য্যাৎ' সপর্য্যতি পরিচরতি। 'যঃ' চ যজমানঃ 'ঘৃতেন' আজ্যেন অগ্নীষোমৌ পরিচরতি 'তস্য' যজমানস্য 'ব্রতং' কর্ম্ম 'রক্ষতং' 'অংহসঃ' পাপাৎ তং চ যজমানং 'পাতং' রক্ষতং। 'বিশে' যাগেষু প্রবিশতে তস্মৈ জনায় যজমানায় 'মহি' মহৎ প্রভূতং 'শর্ম্ম' সুখং 'যচ্ছতং' দত্তং।

৮। হে অগ্নি ও সোম! যে যজমান শ্রদ্ধাযুক্ত মনে ঘৃত ও হবি দ্বারা তোমাদিগকে পরিচর্য্যা করিতেছে, তোমরা তাহার ব্রত ও তাহাকে রক্ষা কর এবং সেই যাগদীক্ষিত যজমানকে প্রচুর সুখ প্রদান কর।

গায়ত্রীচ্ছন্দঃ।

১০৯৭

৯। অগ্নীষোমা সবেদসা সহূতী বনতং গিরঃ। সং দেবত্রা বভূবথুঃ।

৯। হে 'অগ্নীষোমৌ' যুবাং 'সবেদসা' সমানেনৈকেন বেদসা হবির্লক্ষণেন ধনেন যুক্তৌ 'সহূতী' সমানাহ্বানৌ চ সন্তৌ 'গিরঃ' অস্মদীয়াঃ স্তুতীঃ 'বনতং' সংভজেথাং। 'দেবত্রা' দেবেষু সর্ব্বেষু 'যৌ' যুবাং 'সম্বভূবথুঃ' সংভূতৌ সংভাবিতৌ প্রশস্তৌ স্থঃ। রাজানৌ বা এতৌ দেবানাং যদগ্নীষোমাবিতি শ্রুতেঃ।

৯। হে অগ্নি ও সোম। তোমরা এক রূপ ধনযুক্ত ও এক রূপ আহ্বানে আহূত হইয়া আমাদিগের স্তুতি বাক্য শ্রবণ কর। তোমরা দেবগণের মধ্যে প্রধান।

১০৯৮

১০। অগ্নীষোমাবনেন বাং যো বাং ঘৃতেন দাশতি। তস্মৈ দীদয়তং বৃহৎ।

১০। হে 'অগ্নীষোমৌ' 'বাং' যুবয়োঃ সম্বন্ধী 'যঃ' যজমানঃ 'অনেন' 'ঘৃতেন' উৎপবনাদিভিঃ সংস্কৃতেন আজ্যেন যুক্তং হবিঃ 'বাং' যুবাভ্যাং 'দাশতি' প্রযচ্ছতি। 'তস্মৈ' যজমানায় 'বৃহৎ' প্রভূতং ধনং 'দীদয়তং' প্রকাশয়তং প্রযচ্ছতমিত্যর্থঃ।

১০। হে অগ্নি ও সোম! যে যজমান তোমাদিগকে এই ঘৃতের সহিত হবি প্রদান করে, তোমরা তাহাকে প্রভূত ধন দেও।

১০৯৯

১১। অগ্নীষোমাবিমানি নো যুবং হব্যা জুজোষতং। আ যাতমুপ নঃ সচা।

১১। হে 'অগ্নীষোমৌ' 'যুবং' যুবাং 'নঃ' অস্মদীয়ানি 'ইমানি' 'হব্যা' হবীংষি 'জুজোষতং' সেবেথাং তদর্থং 'নঃ' অস্মান 'সচা' সহ যুবাং 'উপাযাতং' উপাগচ্ছতং।

১১। হে অগ্নি ও সোম! তোমরা আমাদিগের এই হবি ভক্ষণ কর এবং উভয়ে মিলিত হইয়া আমাদিগের নিকট আগমন কর।

১০১০০

ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ।

১২। অগ্নীষোমা পিপৃতমর্বতো ন আ প্যায়ন্তামুস্রিয়া হব্যসূদঃ। অস্মে বলানি মঘবৎসু ধত্তং কৃণুতং নো অধ্বরং শ্রুষ্টিমন্তং।১।৬।২৯।

১২। হে 'অগ্নীষোমৌ' 'নঃ' অস্মাকং 'অর্ব্বতঃ' অশ্বান্ 'পিপৃতং' পালয়তং 'হব্যসূদঃ' ক্ষীরাদিহবিষঃ উৎপাদয়িত্র্যঃ 'উস্রিয়াঃ' অস্মদীয়া গাবঃ চ 'আপ্যায়তাং' আপ্যায়িতাঃ প্রবৃদ্ধাঃ সন্তু। 'মঘবৎসু' হবির্লক্ষণ ধনযুক্তেষু 'অস্মে' অস্মাসু 'বলানি' 'ধত্তং' স্থাপয়তং। তথা 'নঃ' অস্মাকং 'অধ্বরং' যাগং 'শ্রুষ্টিমন্তং' ধনযুক্তং 'কৃণুতং' কুরুতং।১।৬।২৯।

১২। হে অগ্নি ও সোম! তোমরা আমাদিগের অশ্ব সকল পালন কর এবং আমাদিগের দুগ্ধদাত্রী ধেনু সকলকে আপ্যায়িত কর, আমরা হবির্লক্ষণ অন্নযুক্ত, তোমরা আমাদিগের বলাধান করিয়া দেও এবং আমাদিগকে যজ্ঞে ধন দেও।১।৬।২৯।

ইতি প্রথমমণ্ডলে চতুর্দ্দশোঽনুবাকঃ।

শ্যাম-বাজার পঞ্চম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১৭৯০ শক। ২০শে বৈশাখ। শুক্রবার।

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

বিষয়ের শত সহস্র আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হওয়া, ইন্দ্রিয়-সুখের অযুত অগণ্য প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া ভূমানন্দ সম্ভোগের জন্য অটল ভাবে ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত হওয়া কেবল মনুষ্যেরই সাধ্য। পৃথিবীর এই ক্ষুদ্র কীটকেই স্বর্গের সোপানে আরোহণ করিবার—সংসারের অতি গভীর পঙ্কিল-হ্রদ হইতে উত্থিত হইয়া

দেব-দুর্লভ ব্রহ্মানন্দ রসে নিমগ্ন হইবার যে শক্তি, করুণা-নিধান পরমেশ্বর কৃপা করিয়া তাহার হৃদয়-ভূমিতে নিহিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি পক্ষিশরীরে পক্ষ সংযুক্ত করিয়া যেমন তাহাকে পৃথিবীর অন্ন-জলে পোষণ করিয়া দৃষ্টি-বহির্ভূত আকাশ-পথে উড্ডীন হইবার ক্ষমতা দিয়াছেন, তেমনি তিনি মনুষ্যের আত্মাকে ধর্ম্ম-ভূষণে-বিভূষিত করিয়া অনন্ত-উন্নতি বর্ত্মে বিচরণ করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন। পক্ষী যদি ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি পিঞ্জর-বদ্ধ থাকে, পক্ষ-পুট-সঞ্চালন করিবার অবকাশ না পায়, তাহা হইলে যেমন আকাশ-পরি ভ্রমণের সামর্থ্য লাভ করিয়াও সে তাহাতে বঞ্চিত হয়, তেমনি মনুষ্য অনন্ত কালাবধি দেবলোক—ব্রহ্ম লোকে বিচরণ করিবার অধিকারী হইয়াও যদি হৃদয়-নিহিত ধর্ম্ম-ভাব সকলকে প্রদীপ্ত ও প্রস্ফুটিত না করে, এখানে থাকিয়াই যদি ঈশ্বরের সহিত যোগ-নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা ও যত্ন না পায়, তাহা হইলে সে আপনার দোষেই ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হয়, ব্রহ্মলোক হইতে বহু দূরে অবস্থিতি করে। পক্ষীর যেমন পক্ষ-পুট সঞ্চালন অভ্যাসই আকাশ-ভ্রমণের এক মাত্র উপায়, তেমনি ধর্ম্ম-ভাব-সকল উদ্দীপ্ত করাই মনুষ্যের আত্মোন্নতির এক মাত্র সাধন। উপাসনাতে—সেই এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনাতেই আত্মার সমুদায় ধর্ম্ম-ভাব প্রস্ফুটিত হয়। আত্মা, সকল বন্ধন-মুক্ত হইয়া ক্রমে উন্নতির সোপানে উত্থিত হইবার সামর্থ্য লাভ করে। পক্ষী যেমন চির-দিন পিঞ্জর-বদ্ধ থাকিলে শ্রীহীন হইয়া যায়, তাহার স্বাভাবিক উদ্যম ও স্ফূর্ত্তি সকলই বিলুপ্ত হয়, মনুষ্য যদি সেই রূপ ধর্ম্মালোচনা ও ঈশ্বর-চিন্তা হইতে বিরত হইয়া দিন-যামিনী কেবল সংসার-পাশে—বিষয়-জালে আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহারও সেই রূপ দেব-ভাব সকল ক্রমে ক্রমে প্রভা-হীন হইয়া পড়ে; তাহার আত্মার জ্যোতিও অল্পে অল্পে ক্ষীণপ্রভ হইয়া যায়। তখন আর পশু ও মনুষ্যে কোন প্রভেদই থাকে না। ইতর জন্তুগণের ন্যায় আহার বিহার, বেস বিন্যাসই তাহার সর্ব্বস্ব হয়।

আশ্চর্য্য! আমরা এখানে বিষয় বিভব, মান সম্ভ্রম উপার্জ্জনের জন্যই দিবারাত্র বিব্রত রহিয়াছি, শরীর আয়ুঃ ক্ষয় করিতেছি, কিন্তু এদিকে যে আমরা দেব-দুর্লভ লব্ধ-অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি, তাহার প্রতি আমারদিগের কাহারও দৃষ্টি নাই। আমরা বাহিরে অচির অস্থায়ী বিষয়-বিস্তারের চেষ্টা পাইতেছি, রজত-কাঞ্চন সংরক্ষণের নিমিত্ত নানা সদুপায় কল্পনা করিতেছি কিন্তু অন্তরে যে লব্ধ-ধন অপহৃত হইতেছে—ব্যবহার দোষে যে সঞ্চিত সম্পদ ক্ষয় হইতেছে, একবার তাহার আলোচনা করি না। যে ধন বিনিময় দ্বারা এখানে চারি দিনের জন্যও পরিশুদ্ধ সুখ লব্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহারই জন্য সমুদায় জীবন নিঃশেষিত করিতেছি, কিন্তু যাহার প্রভাবে আমরা চিরকাল—অনন্ত জীবন ঈশ্বরের পবিত্র সংসর্গে থাকিতে পারি, অনন্ত কাল নির্বিঘ্নে নির্ব্বিবাদে তাঁহার ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত থাকিয়া মহত্তর কল্যাণতর আনন্দ-মারুত মধ্যে বিচরণ করিতে সমর্থ হই, তৎ প্রতি সকলের সমান দৃষ্টি ও অনুরাগ নাই। যেই ধর্ম্ম-ধন অক্ষয়-ধন উপার্জ্জনের কাল উপস্থিত হইলেই বিদ্যার্থী বিদ্যা-উপার্জ্জনের, বিষয়ী বিষয়-বিত্ত লাভের, ধনাঢ্য মান সম্ভ্রমের ব্যাঘাতের সম্ভাবনা প্রভৃতি নানা অমূলক প্রতিবন্ধক প্রদর্শন করিয়া অন্যকে নয়, আপনাকেই প্রতারিত

করিতে চেষ্টা পান। ইহা কিছু করুণাময় পুত্রবৎসল পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নয়, যে আমরা কেবল দিবা-রাত্র ধ্যানেতেই মগ্ন থাকি, প্রাচীরবৎ নিশ্চল ও নিশ্চেষ্ট ভাবে উপবেশন করিয়া কেবল চিন্তা-সাগরেই নিমগ্ন হই। তিনি বাহিরে এই যাবতীয় সুখ-সজ্জা প্রস্তুত করিয়া, অন্তরে তদুপযোগী ইন্দ্রিয়-দ্বার প্রমুক্ত করিয়া দিয়া স্বয়ং এই আদেশ প্রদান করিয়াছেন যে, "তোমরা আমার এই উদার সদাব্রত ভোগ কর, আমি তোমাদিগেরই জন্য এই সমস্ত আয়োজন করিয়াছি।" যিনি শরীরের রমণীয় ভূষণ-স্বরূপ এক একটি ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি অক্ষয় সুখ ভাণ্ডার স্বরূপ এক একটি বৃত্তি দ্বারা আত্মাকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় নয় যে আমরা বিষয়-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া—ইন্দ্রিয়-দ্বার নিরোধ করিয়া উদাসীন হই। মানসিক সুখ বিসর্জন দিয়া—মনোবৃত্তি সকলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া শুষ্ক-কঠোর ধর্ম্মের উদ্দেশে দেশ-বিদেশে পর্য্যটন করি। ঈশ্বরের উপদেশ এই যে, ধর্ম্মের আদেশে বৈধ-রূপে সকল সুখ সম্ভোগ কর, কিন্তু প্রদত্ত সুখ ভোগের সময় আমাকে বিস্মৃত হইও না। তাঁহার ধর্ম্মের আদেশ এই, দেহ-রক্ষা বিদ্যা উপার্জ্জন, পরিবার প্রতিপালন, স্বদেশের, স্বজাতির উৎকর্ষসাধন প্রভৃতি সকলই তোমারদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য, তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এ সকলেরই অনুষ্ঠান করিবে। কিন্তু এতাবৎ কার্য্যই তোমাদিগের সর্ব্বস্ব নহে, আত্মার উৎকর্ষ সাধন করা, ঈশ্বরের সহিত আত্মার যোগ-নিবন্ধ করা, পরলোকের সম্বল সংগ্রহ করাই তোমারদিগের জীবনের মুখ্য-কার্য্য, সেই জন্যই তোমরা এখানে প্রেরিত হইয়াছ। তোমারদিগের জীবনের সেই মহত্তর লক্ষ্য সাধনের জন্যই এখানে অপরাপর সহস্র-বিধ কার্য্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমরা উৎস-মুখ অবরুদ্ধ করিয়া নদী প্রবাহ বলবতী রাখিতে চেষ্টা করিতেছি, আমরা বর্ণ-শিক্ষার প্রতি যত্ন না করিয়া বৃহৎ বৃহৎ কাব্যালঙ্কার অধ্যয়নের উদ্‌যোগ করিতেছি। যাহা দ্বারা আমারদিগের সমুদায় সাধু ইচ্ছা প্রদীপ্ত হয়, যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে আমার দিগের শরীর, আত্মা, বল বীর্য্য, উদ্যম উৎসাহ লাভ করে, যাহার আন্দোলন ও আলোচনা দ্বারা হৃদয় প্রশস্ত ও প্রসারিত হয়, জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়, সমুদায় কর্ত্তব্য-ভাব প্রজ্বলিত হয়, অপরাপর বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়া জীবনের সেই সার কার্য্যে—সেই ঈশ্বর উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনার সময়েই আমরা অবকাশ-শূন্য হইয়া পড়ি।

আজ যে সমস্ত সাধু যুবার মুখ-জ্যোতি দেখিয়া হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইতেছে, এই উৎসব-ক্ষেত্রে উপবেশন করিয়াও আমি তাঁহাদিগের মনে আঘাত দিই যে তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকেই সপ্তাহের মধ্যে দুই এক ঘণ্টা কালের জন্য নিয়মিত রূপে যে এখানে একত্রিত হইয়া জীবনের এই গুরুতর কার্য্য-সম্পাদন করেন, এমন অবকাশ হয় না। মাসান্তেও এক এক বার এই পবিত্র-গৃহে সকলে উপস্থিত হইয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করত যে আপনার ও অন্যের ধর্ম্ম-ভাব প্রস্ফুটিত করেন, অনেকেরই এমন সময় হয় না। হে প্রাণ-সম প্রিয় ভ্রাতা সকল! ইহাতে ভগ্নোৎসাহ হইও না, সংসার যে প্রকার স্থান, এখানকার প্রলোভন যে রূপ রাশি রাশি, তাহার মধ্যে পতিত হইয়া কত শত শূরেরাই আপনাদিগের জীবনের লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারে না। আমরা কোন্

ছার, যে আমরা অটল-ভাবে সমুদায় জীবনের কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিব? কিন্তু আমরা পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ জানিতেছি যে, যদি আমাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা ও যত্ন থাকে, তাহা হইলে সংসারের নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও সুন্দর-রূপে আত্মার লক্ষ্য সাধন করিতে পারি। দেখ, বিশাল-পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানই সমুদ্র কানন, পর্ব্বত প্রান্তর, নদ নদী, তৃণ তুষার দ্বারা আবৃত রহিয়াছে, মনুষ্য তাহার যৎকিঞ্চিৎ স্থান অধিকার করিয়া স্বীয় উদ্‌যোগ ও পরিশ্রম-বলে তাহা হইতেই তাহার শারীরিক ও সাংসারিক সকল অভাব অনটন বিমোচন করিতেছে। তেমনি যদিও আমাদিগের জীবন-কালের বহু অংশই আহার নিদ্রা, রোগ, শোক, ব্যায়াম ব্যবসায়েই অতিবাহিত হয়, তৎসমূহ সম্পাদিত হইয়াও এত অধিক সময় উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে যে, যাহার কিয়দংশ আমরা প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া যত্ন পূর্ব্বক যদি ঈশ্বরোপাসনায় নিয়োগ করি, তাহা হইলেও আমারদিগের আত্মার লক্ষ্য সুন্দর রূপে সম্পন্ন হয় এবং আমাদের জীবনও মধুময় হইয়া উঠে।

আমরা প্রতি দিন অল্প অল্প করিয়া অকিঞ্চিৎকর বিষয়-সমূহে এত অধিক সময় ব্যয় করিয়া থাকি, যে তাহার তুলনায় নিত্য-উপাসনার জন্য যে পরিমাণ কাল প্রয়োজন, তাহার গণনাই হয় না। বিদ্যা উপার্জ্জন, পরিবার প্রতিপালন প্রভৃতি বৃহৎ কার্য্য-সমূহে আমারদিগের নিত্য কতটুকু সময়েরই বা প্রয়োজন হয়! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহস্রবিধ ব্যর্থ-বিষয়েই আমাদিগের পরমায়ুর অধিকাংশই নিঃশেষিত হইতেছে, যাহা আমাদিগের অনবধানতা বশত বৃথা ব্যয় বলিয়াই বোধ হয় না। পর্ব্বত-শিখর হইতে অতি-সূক্ষ্ম জল-ধারা অবিশ্রান্ত নির্গত হইয়া কত শত বৃহৎ বৃহৎ নদ নদী সংরচন করে, দেশ বিদেশকে প্লাবিত করে কিন্তু উৎস-মুখ হইতে সেই জল বিন্দু বিন্দু বহির্গত হয় বলিয়াই সহসা সকলে তাহার প্রকৃত পরিমাণ অনুভব করিতে পারে না।

একান্ত প্রয়োজনীয় নিয়মিত ব্যয়েই বিষয়ী মাত্রেই সতর্ক হন ও হস্ত-সঙ্কোচ করেন কিন্তু সহস্রবিধ অকারণ ক্ষুদ্র ব্যয়েতেই যে তাঁহার ভাণ্ডার শূন্য হয়; তাঁহাকে দারিদ্র্য-দুঃখে নিপাতিত করে, তাহার প্রতি সহসা তাঁহার চক্ষু পতিত হয় না। সহস্রবিধ ক্ষুদ্র ব্যয়ে পর্ব্বত-সম সম্পদ রাশিও যেমন অল্প কাল মধ্যে নিঃশেষিত হয়, রাশীকৃত কর্পূর কস্তূরিকা হইতে যেমন চতুর্দ্দিকে সূক্ষ্মতম পরমাণু সকল অল্পে অল্পে বহির্গত হইয়াই তাহাকে নিঃশেষিত করে, সংসারের অকিঞ্চিৎকর কার্য্যে, বৃথা আমোদ প্রমোদে, হাস্য পরিহাসে, ক্রীড়া কৌতুকেই তেমনি ক্রমে ক্রমে আমার দিগের জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইতেছে এবং তন্নিবন্ধন আমরা দুর্ভিক্ষ হইতে নিদারুণ দুর্ভিক্ষে, দুঃখ হইতে ভয়ানক আধ্যাত্মিক দুঃখে নিপতিত হইয়া ক্রমে নিঃসম্বল হইতেছি।

দেখ দেখি আজ আমরা যে মহোৎসব-ক্ষেত্রে সকলে সম্মিলিত হইয়াছি, এই উৎসব-কার্য্য-সম্পাদনের জন্য আমাদিগের কতটুকু সময়ের প্রয়োজন? এবং এই অল্প কাল মাত্র ঈশ্বর-উপাসনায় নিযুক্ত থাকিয়া কেমন স্বর্গীয় আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি! জল-পথ সঙ্কীর্ণ হইলে, যেমন জল-প্রবাহ অধিকতর বেগে প্রবাহিত হয়, তেমনি দেখ দুই এক ঘণ্টা কালের জন্য আমাদিগের সকলেরই শ্রদ্ধা ভক্তি যুগপৎ ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত হইয়া, দেশ কাল অতিক্রম করত উচ্ছলিত হইয়া চারিদিক প্লাবিত করিতেছে। দেখ, এখানে আমাদিগের সেই নিত্য-উপার্জ্জনীয়

ইষ্ট দেবতা বিরাজমান, আমাদিগের সেই উপাসনা বাক্য ও ব্রহ্ম-সঙ্গীত-ধ্বনি এখানে শব্দায়মান, কিন্তু কি জন্য আজ এখানে এমন অপূর্ব্ব আনন্দের অনুভব হইতেছে? কি জন্য সকল হৃদয়, সমুদায় গৃহ, সমগ্র বঙ্গ-ভূমি আনন্দময়, উৎসবময় বোধ হইতেছে? আমরা সকলে সমবেত যত্নে এই উৎসব কার্য্যে যোগ দিয়াছি, সকলে সমস্বরে একতানে সেই অনাদিমৎ পরমেশ্বরের যশঃগানে নিযুক্ত হইয়াছি বলিয়াই। দেখ দেখি শ্রদ্ধার সহিত দুই এক ঘণ্টা কাল ঈশ্বরের উপাসনায় ক্ষেপণ করিয়া আমরা কি অমৃতময় ফল-লাভ করিলাম। আমাদের আত্মা কৃতার্থ হইল, এই স্থান পবিত্র হইল, লোক সমাজে সমগ্র পৃথিবীতে সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। এই দুই এক ঘণ্টা কাল ব্যয় করাতে কোন্ ধনাঢ্যের ধন নাশ, কোন্ সম্ভ্রান্ত-পুরুষের মান নাশ, কোন্ বিদ্বানের বুদ্ধি নাশ, কোন্ সর্ব্ব সম্পন্ন ব্যক্তির সর্ব্ব-নাশ হইল? জগতে ধর্ম্মালোচনা ভিন্ন এমন কি কার্য্য আছে, যে সমস্ত দিন—দ্বাদশ ঘণ্টা কাল তাহাতে ক্ষেপণ করিলে ইহাপেক্ষা অধিক লাভের সম্ভাবনা—ঈশ্বর উপাসনা ভিন্ন এমন গুরুতর কার্য্য কি আছে যদ্দ্বারা ইহাপেক্ষা অধিকতর সুখ-শান্তি ও আত্ম-প্রসাদ লব্ধ হইতে পারে—যাহা দ্বারা আপনার অন্যের স্বদেশের স্বজাতির ইহলোক ও পরলোকের স্থায়িতর, কল্যাণতর মঙ্গল সংসাধিত হয়?

অতএব হে সুধীর ও সজ্জন সকল! সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন জন্য সময় সামর্থ্য প্রদান বিষয়ে উদারতা; কেবল ধর্ম্ম-বিষয়ে কৃপণতার একশেষ প্রদর্শন করিয়া মনুষ্য-নামে কলঙ্কারোপ করিও না। আর আর সকল বিষয়ে অনুরাগ ও উৎসাহ, কেবল আত্মোন্নতি ও ধর্ম্ম-সাধনে বিরাগ ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া মনুষত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইও না। যদি ধন সম্পদের, গৃহ পরিবারের, বিদ্যা বুদ্ধির সার্থক্য চাও, সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মের শরণাগত—ঈশ্বরের পদানত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত হও। সকলে ধর্ম্মের নিয়মে নিয়মিত হইয়া—ধর্ম্মের আদেশে চালিত হইয়া এই মর্ত্ত্য লোকে সুখ-শান্তি, প্রীতি ও সদ্ভাব বিস্তার করিয়া এখানে স্বর্গের আভাস প্রদর্শন কর।

হে ঈশ্বর! তুমি আমাদিগকে তোমার ধর্ম্ম-প্রতিপালনে যত্নশীল কর, আমাদের শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতিকে তোমার প্রতি আকর্ষণ কর। আমাদের জীবন-প্রবাহ তোমার দিকেই লইয়া যাও, সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত যোড়-করে তোমার সন্নিধানে আমাদিগের এই মাত্র প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস।

শব্দকল্পদ্রুমের সপ্তম কাণ্ডে অন্যান্য সংস্কৃত শব্দের মধ্যে "হিন্দু" শব্দও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; ইহাতে হিন্দু শব্দ পুরাতন সংস্কৃত বলিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে; কিন্তু যে প্রমাণ অবলম্বন করিয়া হিন্দু শব্দ সংস্কৃত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা হিন্দু শব্দ আধুনিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতি পুরাতন বেদ-সংহিতা অবধি আধুনিক কাব্য পর্য্যন্ত যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তাহার কুত্রাপি হিন্দু শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। শব্দ কল্পদ্রুমে মেরুতন্ত্রের ত্রয়োবিংশ প্রকাশের যে কএকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে উল্লিখিত আছে যে,

হীনঞ্চ দূষয়ত্যেব হিন্দুরিত্যুচ্যতে প্রিয়ে।

হে প্রিয়ে! হীন ব্যক্তিকে দূষিত করেন এই জন্যই হিন্দু বলিয়া উক্ত হইয়া-

ছেন।" কোন সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারেই হিন্দু শব্দের এরূপ ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব মেরু তন্ত্রের উক্ত বচনের উপর নির্ভর করিয়া হিন্দু শব্দকে সংস্কৃত করা কোন রূপেই যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। উক্ত বচন দ্বারা হিন্দু শব্দ যে সংস্কৃত ইহা সপ্রমাণ না হইয়া উক্ত বচনেরই আধুনিকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। মেরুতন্ত্রের অন্যান্য বচন দ্বারাও ইহা সপ্রমাণ হয়; উক্ত স্থলেই এই রূপ লিখিত আছে যে,

পশ্চিমাম্নায় মন্ত্রাস্তু প্রোক্তাঃ পারস্য ভাষয়া।
অষ্টোত্তর শতাশীতি র্যেষাং সংসাধনাৎ কলৌ।
পঞ্চ খানাঃ সপ্ত মীরা নব সাহা মহাবলাঃ।
হিন্দুধর্ম্মপ্রলোপ্তারো জায়ন্তে চক্রবর্ত্তিনঃ।

"পশ্চিম বেদে একশত অষ্টাশীতি মন্ত্র পারস্য ভাষায় কথিত হইয়াছে, যাহার সাধন করিয়া কলিকালে খাঁ উপাধিধারী পাঁচ জন, মীর উপাধিধারী সাত জন ও সাহ উপাধিধারী নয় জন মহাবল ও হিন্দুধর্ম্ম-সংহারক সম্রাট্ হইবে।" মেরুতন্ত্রে ভবিষ্যৎ বাণীচ্ছলে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, ইতিহাসের রীতি অনুসারে অনুসন্ধান করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এই মেরুতন্ত্র গ্রন্থখানি, অন্ততঃ উহার ঐ বচনগুলি মুসলমানদিগের ভারতবর্ষ অধিকারের পর রচিত হইয়াছে। এমন কি, উহা যে এ দেশে ইংরাজদিগের আধিপত্য স্থাপনের পর রচিত হইয়াছে, তাহারও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এই রূপ লিখিত আছে,

পূর্ব্বাম্নায়ে নব শতং ষড়শীতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ফিরিঙ্গ ভাষয়া মন্ত্রা স্তেষাং সংসাধনাৎ কলৌ।
অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষ্বপরাজিতাঃ।
ইংরেজা নব ষট্ পঞ্চ লণ্ড্রজাশ্চাপি ভাবিনঃ॥

"পূর্ব্ব বেদে নয় শত ছিয়াশীটি মন্ত্র ফিরিঙ্গ ভাষায় (ইংরাজিতে) কথিত হইয়াছে, তাহা সাধন করিয়া কলিকালে নয়, ছয় ও পঞ্চ জন যুদ্ধে অপরাজিত লণ্ড্র-দেশোপপন্ন (লণ্ডনজাত) ইংরেজ মণ্ডলেশ্বর হইবে।

যখন হিন্দু শব্দ কোন পুরাতম সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না এবং মেরুতন্ত্রের বচন সকলও তাদৃশ শ্রদ্ধেয় হইতেছে না, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, হিন্দু শব্দ হিন্দুজাতির উদ্ভাবিত নহে। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন, পুরাতন পারসীক ভাষায় সংস্কৃত সিন্ধু শব্দ পরিবর্ত্তিত হইয়া হিন্দু শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ভারত বর্ষের পশ্চিম দিকে যে সিন্ধু নদ প্রবাহিত হইতেছে; সেই নাম অনুসারে পারসীকেরা ভারতবর্ষীয়দিগকে হিন্দু জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিত; তদনুসারেই আমরা হিন্দু নাম ধারণ করিয়াছি। কত দিন অবধি আমরা অন্য জাতির প্রদত্ত এই হিন্দু নাম আপনাদের মধ্যে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা ঠিক্ করিয়া বলা যায় না। যদিও পুরাতন বেদ স্মৃতি পুরাণে ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাব্য নাটক প্রভৃতিতে হিন্দু নাম প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না, তথাপি ইহা নিতান্ত অল্প দিন প্রচলিত হয় নাই। এক্ষণে যেমন ইংরাজদিগের নিকট হইতে ইণ্ডিয়া ও ইণ্ডিয়ান্ শব্দ গ্রহণ করিয়া ব্যবহার করিতে আরব্ধ হইয়াছে, সেই রূপ মুসলমানদিগের নিকট হইতেই হপ্তা প্রভৃতি শব্দের ন্যায় হিন্দু শব্দও গ্রহণ করা হইয়াছে। হিন্দুরা কদাপি আপনাদিগকে হিন্দু বলিতেন না; তাঁহারা আর্য্য নামে আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করিতেন। ঋগ্বেদ সংহিতায় ইহার এই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে,—

"বিজানীহ্যার্য্যান্ যে চ দস্যবঃ।"

১ ম। ১০ অ। ১ সূ। ৮ ঋ

"হে ইন্দ্র! আর্য্যদিগকে ও যাহারা দস্যু তাহাদিগকে বিশেষ রূপে অবগত হও।"

এই আর্য্যজাতির বংশপরম্পরাই এ ক্ষণে হিন্দু-জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

যখন পারস্য দেশে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তখন কতকগুলি পারসীক ধর্ম্ম-লোপ-ভয়ে ভারত বর্ষে আগমন করে; তদবধি ইহারা এই দেশেই অবস্থান করিতেছে। মুসলমানদিগের অধিকার অবধি কতকগুলি মোগল ও কতকগুলি পাঠান আসিয়া এ দেশে বাস করিতেছে, এবং তাহাদিগের অধিকার কালে কতকগুলি হিন্দু মুসলমান হইয়া গিয়াছে, ইহারা সকলেই এক্ষণে সামান্যত মুসলমান নামে পরিচিত হইয়া আছে। সংপ্রতি ফিরিঙ্গী নামে একটি নূতন জাতি এ দেশে দিন দিন বদ্ধমূল হইতেছে। হিন্দুদিগের ন্যায় পারসীক, মুসলমান ও ফিরিঙ্গী এই তিনটি জাতিও ভারতবর্ষীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু হিন্দু নাম বা হিন্দু ধর্ম্মের সহিত ইহাদিগের কোন সম্বন্ধ নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, যে সকল পারসীক মুসলমানদিগের অত্যাচারে ভারত বর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদের কতকগুলি হিন্দু ধর্ম্ম অবলম্বন করে; এক্ষণে তাহারাই মহারষ্ট্রীয় বলিয়া পরিচিত হইতেছে। যে রূপ করিয়াই হউক এক্ষণে মহারাষ্ট্রীয়েরাও হিন্দু মধ্যে পরিগণিত হন।

ইহাভিন্ন ভারতবর্ষে ভীল কুলি সান্তাল প্রভৃতি আর কএকটি জাতি দৃষ্টিগোচর হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসবেত্তারা অনুমান করেন যে, ইহারাই ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী; এক্ষণে যে জাতি হিন্দু বলিয়া উল্লিখিত হইতেছেন, তাঁহারা বহু কাল পূর্ব্বে অন্যদেশ হইতে আসিয়া উহাদিগকে পরাজিত করিয়া ভারত বর্ষ অধিকার করেন; তদবধি উহারা ছিন্নভিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ অবস্থান করিতেছে। যদিও হিন্দুসমাজে উহাদিগের ধর্ম্ম ও উহাদিগের মধ্যে হিন্দু-ধর্ম্ম কিছু কিছু দৃষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি উহাদিগকে হিন্দু জাতি হইতে ও উহাদিগের ধর্ম্মকে হিন্দু ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কেহ কেহ অনুমান করেন, এ দেশে যাহাদিগকে "চুআড়" বলিয়া উল্লেখ করা হয়, তাহারা এ দেশের আদিম নিবাসী; তৎকালে জয়শীল হিন্দুজাতির অনুগত হইয়া থাকাতে ক্রমে ক্রমে হিন্দু হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে ইহাতে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। যদিও বেদে আর্য্য ও দস্যু নামে দুই বিভিন্ন জাতি প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তথাপি মহাভারত ও পুরাণ দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইতেছে যে, কতকগুলি আর্য্য সন্তানও নানা কারণে জাতিভ্রষ্ট হওয়াতে আর্য্যজাতি হইতে অত্যন্ত পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা এক্ষণে কোন্ জাতির অন্তর্গত হইয়া আছে, তাহা স্থির করা বহু অনুসন্ধান-সাপেক্ষ, বিশেষত হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস প্রসঙ্গে তাহা তাদৃশ আবশ্যক বলিয়াও বোধ হয় না। এ দেশে যোগী বলিয়া একটি জাতি আছে, এক্ষণে তাহাদের অধিকাংশই তন্তুবায়ের ব্যবসায় করিয়া থাকে, সাধারণের এই রূপ সংস্কার যে "যোগীরা হিন্দুও নহে মুসলমানও নহে।" কিন্তু বাস্তবিক তাহারা হিন্দু; তাহারা হিন্দু শাস্ত্রোক্ত সমুদায় ধর্ম্মই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। বিশেষ এই, অন্যান্য হিন্দু জাতি ব্রাহ্মণ দ্বারা ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পাদন করান কিন্তু তাহারা স্বয়ংই পৌরোহিত্যের কার্য্য করিয়া থাকে। সে যাহা হউক, তাহাদের যখন পৃথক্ ধর্ম্ম নাই, হিন্দুধর্ম্মই তাহাদের ধর্ম্ম, এবং আচার ব্যবহার বিষয়েও তাহারা হিন্দুদিগের সমান, তখন তাহারা হিন্দু জাতির বহির্ভূত নহে।

কএকটি জাতি ভিন্ন উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে কন্যাকুমারী, পশ্চিমে সিন্ধু নদের

পারেও কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত, পূর্ব্বে মণিপুর ও ত্রিপুরা, এই চতুঃসীমার অন্তঃপাতী বিস্তীর্ণ ভারত বর্ষ হিন্দু জাতিতে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। এই বিস্তীর্ণ হিন্দু জাতি যে ধর্ম্মের অধীন হইয়া চলিতেছেন, তাহারই ইতিহাস অনুসন্ধান করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

ঈশ্বর, কর্ম্ম ও পরলোক বিষয়ে হিন্দু ধর্ম্মের মত, তাহার আদিম অবস্থা ও পরিবর্ত্তন, এই সমস্ত হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাসের অন্তর্গত বিষয়। হিন্দুধর্ম্মের শাস্ত্র সকল যতই বিস্তারিত হউক, এবং মত সকল যতই জটিল ও পরস্পর বিরুদ্ধ হউক, তথাপি ইতিহাসের নিয়মানুসারে তৎসমুদায়ের একটী শৃংখলা পাইলেই ইতিহাস অনুসন্ধানে হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে। ইহা বলা বাহুল্য যে কোন বিষয়েরই অতি প্রাচীন কালের বৃত্তান্ত যথাযথ অবিকল নির্ণয় করা যায় না; যদি তাহার আভাসও প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলেই ইতিহাস অনুসন্ধানে কৃতকৃত্যতা লাভ হইয়া থাকে। খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের তুলনায় অত্যন্ত আধুনিক, এবং ঐ দুইটি ধর্ম্ম এক এক জন নেতাকে অবলম্বন করিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; বিশেষত এক এক খানি গ্রন্থমাত্র উহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র; ইহাতেও ঐ দুই ধর্ম্মে এত মত ভেদ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে, সহজে উক্ত ধর্ম্মদ্বয়ের আদিম অবস্থা নির্ণয় করা যায় না। হিন্দু ধর্ম্ম অতীব প্রাচীন এবং হিন্দু জাতি ধর্ম্মবিষয়ে এমন স্বাধীন যে, ইঁহারা কোন কালেই তদ্বিষয়ে এক নায়কের পরতন্ত্র ও এক গ্রন্থের অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন নাই। অন্যান্য স্থানে এক এক জন আদি প্রবর্ত্তক আছেন, তিনি যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, উত্তরকালের নায়কেরা তাহারই সংস্কার করিতে থাকেন, কিন্তু হিন্দু জাতির পুরাবৃত্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক কালে ভূরি ভূরি সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আবির্ভূত হইয়া শত শত সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। যদিও অনেক স্থলে তাঁহাদিগের মতে পরস্পর বিসম্বাদিতা আছে, তথাপি তাঁহারা সকলেই এক ধর্ম্মের শাখা প্রশাখা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। ইহাতে হিন্দু ধর্ম্মের ইতিহাস যে যথাক্রমে যথাবৎ নির্ণীত হইয়া উঠিবে, এরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। তথাপি সাধ্যানুসারে অনুসন্ধান করিয়া যদি তাহার ছায়াও প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করাও আবশ্যক।

হিন্দু জাতির ধর্ম্ম শাস্ত্রই হিন্দুধর্ম্ম অনুসন্ধানের প্রধান অবলম্বন; কিন্তু সেই ধর্ম্ম শাস্ত্র সকল এক প্রকার অসংখ্যেয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই সকল ধর্ম্মশাস্ত্র সামান্যতঃ চারি ভাগে বিভক্ত হইতে পারে; বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র। বেদ প্রথমতঃ চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব। এক একটি বেদ আবার কঠ কুথুম প্রভৃতি ঋষিদিগের নামানুসারে নানা শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। হিন্দুদিগের সম্প্রদায়ও প্রথমে চারি বেদ অনুসারে চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে; আবার এক এক সম্প্রদায় শাখা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন দল হইয়া আছেন; এবং এক এক শাখাতেও দেশ ও বংশ ভেদে কত অবান্তর বিভাগ আছে। স্মৃতি সকলের সংখ্যাও সামান্য নহে এবং তৎসমুদায় যদিও বেদের অনুযায়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; তথাপি তাহার মধ্যে পরস্পর-বিরোধী নানা মত দৃষ্ট হইয়া থাকে। পুরাণ সকল যদিও সর্ব্বাংশে বেদ ও স্মৃতির প্রামাণ্য স্বীকার করিতেছে, তথাপি দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরাণ সকল প্রচার হইবার পরে হিন্দু ধর্ম্মের বহু অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তন্ত্র সকল পুরাতন ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া বোধ হয়; এমন কি তন্ত্রেতেই দৃষ্ট হইয়া

থাকে যে, বৈদিক ধর্ম্ম দ্বারা এক্ষণে সিদ্ধি লাভের বহুতর অন্তরায় দেখিয়া নূতন পথ প্রদর্শনের জন্যই তন্ত্র সকল আবির্ভূত হইয়াছে। বস্তুতঃ বেদের স্থান অধিকার করিবার নিমিত্তই তন্ত্র সকল সংরচিত হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে, ইহাতে বৈদিক ধর্ম্মের সহিত ইহার যে কি রূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাহা বোধ হইতে পারিবে—বৈদিক সন্ধ্যার পরিবর্ত্তে তান্ত্রিক সন্ধ্যা প্রস্তুত হইয়াছে; বৈদিক সন্ধ্যা না করিলে কোন বৈদিক কর্ম্ম অনুষ্ঠানে অধিকার হয় না, যেমন এই রূপ ব্যবস্থা আছে, সেইরূপ তান্ত্রিক সন্ধ্যা না করিলে তান্ত্রিক কর্ম্ম অনুষ্ঠানের অধিকার হয় না এই রূপ বিধি বিহিত হইয়াছে; বৈদিক হোমের ন্যায় তান্ত্রিক হোমের নূতন পদ্ধতি আছে; অধিক কি, বৈদিক গায়ত্রীর কোন কোন শব্দ লইয়া তান্ত্রিক গায়ত্রী প্রস্তুত করা হইয়াছে। বৈদিক গায়ত্রী এই—

"তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।"

তান্ত্রিক গায়ত্রী যদিও দেবতা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন, তথাপি তাহার প্রণালী এক প্রকার; তাহার মধ্যে একটি এই—

"পরমেশ্বরায় বিদ্মহে পরতত্ত্বায় ধীমহি তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ।"

এই সকল শাস্ত্র আলোচনা করিতে গেলে হিন্দু ধর্ম্মের ইতিহাস আপাততঃ অত্যন্ত জটিল বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে এই সমস্ত বিস্তীর্ণ মতের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্মের চারিটি বিভাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইতিহাসের শৃংখলার নিমিত্ত সেই চারি বিভাগের নাম আর্য্য ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, বৈদান্তিক ধর্ম্ম ও পৌত্তলিক ধর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হইল। কএকটি বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ধরিয়া হিন্দু ধর্ম্মকে এই চারি ভাগে বিভক্ত করা গেল, সেই সকল লক্ষণ ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে।

ক্ষুধা তৃষ্ণার ন্যায় ধর্ম্মের ভাব মনুষ্যের প্রকৃতিতে নিহিত হইয়া আছে, এই জন্য মনুষ্য জাতি আদিম অবস্থা অবধি অন্নপান আহরণের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মস্পৃহা চরিতার্থ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানের অবস্থা যখন যে রূপ হয়, ধর্ম্ম তখন সেইরূপ বেশ ধারণ করে। এই নিয়ম অনুসারেই হিন্দুধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে; এই সমস্ত পরিবর্ত্তন যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হয় নাই। যাঁহারা মনে করেন, হিন্দুধর্ম্ম চিরকালই এক ভাবে আছে, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, হিন্দু সমাজের প্রচলিত ধর্ম্ম কত প্রকার পরিবর্ত্তনের পর বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মকে একবারে অসার বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারাও আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন; এবং মঙ্গল স্বরূপ ঈশ্বর কোন্ অবস্থায় কিরূপে মনুষ্য-সমাজের ধর্ম্মভাব জীবিত করিয়া রাখেন, তাহাও স্পষ্টাক্ষরে পাঠ করা যাইবে। যাঁহারা এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্বাভাবিক ধর্ম্ম ভাবিয়া আনন্দিত হন, তাঁহারা আরও আনন্দিত হইয়া দেখিবেন যে সেই আদিম অবস্থাতেই এই উন্নতিশীল ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ রোপিত হইয়াছিল; এবং যাহা কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্যই প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল।

মুসলমান ধর্ম্ম ও তাহার বিস্তার।

আরব দেশে অবিমিশ্র ও সঙ্কর এই দুই প্রকার জাতি আছে। স্যাম বংশীয়েরা অবিমিশ্র জাতির মধ্যে পরিগণিত। ইঁহারা আপনাদিগের বংশ মহৎ বলিয়া অভিমান

করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা মহম্মদের বংশীয় তাহারা "সরীফ্" শব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়। এই শ্রেণীর লোকেরা আপনাদিগের বংশের পরিচায়ক-স্বরূপ মস্তকে হরিৎ বর্ণের উষ্ণীষ ধারণ করিয়া থাকে। আরবেরা ক্ষৌরকর্ম্মকে মানহানিকর জ্ঞান করে, এবং মুখমণ্ডলে শ্মশ্রু-রাশি বহন করা ধর্ম্মানুষ্ঠানের একটি অঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে। ইব্রাহিমের পূর্ব্বাবধি আরব দেশীয়দিগের মধ্যে ত্বকছেদ প্রচলিত আছে। এই ত্বকছেদ উহাদের একটি দৈহিক সংস্কার বিশেষ; এই কার্য্য অনুষ্ঠিত না হইলে ইহাদের বিবাহ হয় না। চারিটির অধিক বিবাহ করা ইহাদের নিষিদ্ধ। ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহম্মদই এই রূপ নিয়ম করিয়া গিয়াছেন। কবিতা রচনায় আরবীয়দিগের বিশেষ আসক্তি দৃষ্ট হয়; ইহারা গদ্য রচনাকে তাদৃশ সমাদর করে না। ইহারা কহে গদ্যে যাহা রচিত হয়, তাহা ছিন্ন ভিন্ন মুক্তা-হারের ন্যায় নিতান্ত অসংশ্লিষ্ট। ইহারা প্রথম কবিতা রচনা করিতে শিখিলে বিবাহাদির ন্যায় সবিশেষ উৎসব করিয়া থাকে।

পৃথিবীর মধ্যে প্রায় চতুর্দ্দশ কোটি যাট লক্ষ মুসলমান আছে, ইহারা সকলেই মহম্মদকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া সম্মান করিয়া থাকে। পূর্ব্বে ক্রান্‌স দেশের পশ্চিম আফ্রিকার উত্তর ভারতবর্ষ আসিয়ার সন্নিহিত দ্বীপ সমূহ ও কৃষ্ণ সাগরের দক্ষিণ তীর প্রভৃতি অনেকানেক স্থানে মহম্মদের ধর্ম্ম অবলম্বিত হইয়াছিল। অদ্যাপি এই সমস্ত স্থানে ঐ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এক সময়ে মুসলমান ধর্ম্ম যে এত প্রচার হইয়াছিল, মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যগণের অস্ত্রবলই তাহার কারণ। ইহাঁরা সকলেই ধর্ম্মপ্রচার কালে নিতান্ত কঠোর ব্যবহার করিতেন। তৎকালে মনুষ্যত্ব এক কালে ইহাঁদিগকে পরিত্যাগ করিত। ইহাঁদিগের মধ্যে যিনি বিশেষ পরাক্রম প্রকাশ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, মহম্মদ তাঁহাকে "ঈশ্বরের কুঠার" কাহাকেও বা "ঈশ্বরের তরবারি" এই রূপ পদবী প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিতেন। আমাদিগের পুরাণ পাঠ করিলে যেমন দেখা যায় যে রাজারা যুদ্ধে প্রবৃত্তি বিধানের নিমিত্ত পরলোকে লভ্য নানা প্রকার ভোগ্য দ্রব্যের প্রলোভন দেখাইয়া সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিতেন, মহম্মদ ধর্ম্মার্থ যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত সাধারণকে সেই রূপ প্রলোভন দেখাইতেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই ধর্ম্মযুদ্ধে পুরুষের কথা দূরে থাকুক কখন কখন মহিলারা কোমল করে করবাল লইয়া রণস্থলে অবতীর্ণ হইত। যাঁহারা কেবল একটি মাত্র খৃষ্টের ধর্ম্মার্থ অগত্যা প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া বিস্মিত হন, তাঁহারা মুসলমান ধর্ম্মের যুদ্ধকাণ্ড পাঠ করিয়া দেখিবেন পূর্ব্বে কি আশ্চর্য্য ব্যাপারই ঘটিয়াগিয়াছে। আপনার জীবন অপেক্ষা ধর্ম্ম রক্ষাই শ্রেয় এই বিবেচনা করিয়া কত শত লোক অকাতরে মুসলমানদিগের অস্ত্রে মস্তক অর্পণ করিয়াছেন। তাহা স্মরণ হইলে অদ্যাপি শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে।

যে খানে ধর্ম্মের নিমিত্ত বল প্রয়োগ করিতে হয়, প্রকৃত বিশ্বাস যে স্থলে প্রায়ই স্থান প্রাপ্ত হয় না, এই কারণে মহম্মদ যাহাদিগকে বল পূর্ব্বক স্বধর্ম্মে আনিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মে যথার্থ বিশ্বাস অতি অল্প লোকেরই ছিল। যাঁহারা বাইবল পাঠ করিয়াছেন, বেদুইন জাতি তাঁহাদিগের নিকট অপরিচিত নহে। পূর্ব্বে এই বেদুইন জাতীয়েরা বাণিজ্যার্থ মক্কা তীর্থে আগমন করিত। মহম্মদ বল পূর্ব্বক ইহাদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এই

জাতীয়েরা গৃহনির্ম্মাণ করিত না, নির্জ্জন প্রান্তরে পটমণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া বাস করিত এবং দস্যুতা ইহাদিগের প্রধান ব্যবসায় ছিল। ইহারা মহম্মদের বলে বশীভূত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও তাহাতে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত না। ইহারা কহিত আমরা যে স্থলে বাস করি, তথায় জল নাই, সুতরাং ধর্ম্ম সাধনার্থ কি প্রকারে স্নান করিব; আমাদের অর্থ নাই, কি রূপে দরিদ্রদিগের তৃপ্তি সাধন করিব; আমাদের সকল দিন প্রায় উপবাসেই যায়, কেন আমরা মহম্মদের আদেশে এক মাস উপবাস করিব; ঈশ্বর সর্ব্বত্রই আছেন, কি নিমিত্ত মক্কা তীর্থে যাইব। যদিও ইহাদিগের ধর্ম্মে বিশেষ আস্থা ছিল না, কিন্তু মহম্মদ ধর্ম্মপ্রচার কালে ইহাদিগের দ্বারা বিশেষ সাহায্য পাইয়া ছিলেন [১]।

আরব দেশে বহুকাল অবধি দাস ব্যবসায় প্রচলিত আছে। লোকে অর্থ দিয়া দাস ক্রয় করিয়া রাখে। কিন্তু মহম্মদ এই রূপ একটি নিয়ম করিয়া ছিলেন যে, যে ক্রীত দাস তাঁহার ধর্ম্ম অবলম্বন করিত, তিনি তাহাকে দাস্য হইতে মোচন করিতেন। ঐ দেশে এক সময়ে জেলোন্ নামক একটি ক্রীত দাসকে তাহার প্রভু কহিয়াছিল যে তোমাকে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতে হইবে, কিন্তু সে তাহাতে সম্মত হয় নাই। তখন তাহার প্রভু ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে সমস্ত দিন অনাহারে কঠোর রৌদ্রের উত্তাপে বক্ষে প্রস্তর দিয়া বালুকার উপর ফেলিয়া রাখিয়া ছিল, তাহাতেও সে দেব দেবীর উপাসনা পরিত্যাগ করে নাই। পরিশেষে মহম্মদের এক শিষ্য তাহাকে তাহার প্রভুর নিকট ক্রয় করিয়া মহম্মদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করত দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া ছিলেন। মহম্মদ নীচ জাতীয় দিগের সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন এই কারণে তাহারা মহম্মদকে যথোচিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। যে ক্রীত দাসেরা কেবল ধর্ম্মের নিমিত্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে ছিল, মহম্মদ তাহাদিগকে ক্রয় করিয়া তাহাদিগের সকল দুঃখ নিবারণ করেন।

মহম্মদ যে কেবল বল দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত ও বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র বলিয়া সকলের নিকট আপনার পরিচয় দিতেন। এবং তাঁহার ক্ষমতা যে অসাধারণ তাহাও তিনি সর্ব্ব সমক্ষে ব্যক্ত করিতেন। এই রূপ কিম্বদন্তী আছে যে মহম্মদ এক রাত্রিতে সপ্তম স্বর্গ পর্য্যন্ত গমন করিয়া ছিলেন [২]।

---

১ আমাদিগের এই দেশে যেমন গঙ্গা সাগরে সন্তান নিক্ষেপ করিবার প্রথা ছিল, পূর্ব্বে বেদুইন জাতির মধ্যেও এই রূপ রীতি প্রচলিত দৃষ্ট হইত। ইহারা স্ত্রীলোকের ব্যভিচারে অতিশয় ঘৃণা করিত, এই নিমিত্ত ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই কন্যা উৎপন্ন হইলে তাহার জীবিতাবস্থায় সমাধি করিত। ইহাদের মধ্যে অতিশয় কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব ছিল। ইহারা ভূত প্রেতের ভয়ে গলদেশে জন্তু বিশেষের নখ লোমাদি ধারণ করিত।

২। মহম্মদ বরাক নামক এক জন্তুতে আরোহণ পূর্ব্বক এক রাত্রির মধ্যে মক্কা হইতে য়েরুসালম দিয়া সপ্তম স্বর্গ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। ঐ জন্তু গর্দ্দভ অপেক্ষাও খর্ব্বাকার, উহার মুখ মনুষ্যের মুখের অনুরূপ। গ্রীবা দেশ উষ্ট্র অপেক্ষা দীর্ঘ এবং কর্ণ হস্তীর কর্ণের ন্যায় প্রশস্ত। ইহার পৃষ্ঠদেশে দুইটি পক্ষ আছে। তাঁহার স্বর্গে গমন করিবার কালে চত্বারিংশ সহস্র স্বর্গীয় দূত তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিল। মহম্মদ কএক পলের মধ্যে মক্কা হইতে য়েরুসালমের মন্দিরে গমন করেন। তথায় তাঁহার সহিত সকল ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের সাক্ষাৎ হয়। ঐ স্থান হইতে তিনি কএক মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রথম স্বর্গে উপস্থিত হন। এই স্বর্গের সোপান তিন সহস্র পাঁচ শত বৎসরের পথ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। এই পথ দিয়া মৃত মনুষ্য ও ভবিষ্যদ্বাদিরা স্বর্গে গমন করেন। মহম্মদ তথায় গিয়া

তথায় তিনি পরমেশ্বরকে দর্শন করেন। ঈশ্বর তাঁহাকে " জগতের রত্ন " এই উপাধি দিয়া বাৎসল্য ভাবে তাঁহার স্কন্ধ দেশে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। অনেকে এই কথায় বিশ্বাস করিয়া তাঁহার প্রতি অধিকতর ভক্তিমান্ হয় এবং অনেকেই ইহাতে বিরক্ত হইয়া তাঁহার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে।

মহম্মদ এমন অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন যে তাহা পরস্পর বিরুদ্ধ। সে স্থলে লোকে তাঁহার প্রতি অণুমাত্র অনাস্থা প্রদর্শন করিলে তিনি গিব্রেল দুত উপদেশ দিয়াছেন এই বলিয়া তাহাতে সাধারণের সংশয় ছেদন করিতেন। ইহা দ্বারা তাঁহার অনেক গূঢ় ইচ্ছা সিদ্ধ হইত। তিনি যেমন লোকের ধর্ম্ম সংস্কার করিয়াছিলেন, সেইরূপ উহাদের অনেক ব্যবহারও সংশোধন করিয়া যান। তিনি স্বধর্ম্মাবলম্বী দিগের মধ্যে এইরূপ কতকগুলি নিয়ম করিয়াছিলেন—কেহ ঋণ দিয়া অধিক বৃদ্ধি লইতে পারিবে না। বিধবা ও নিরাশ্রয় দিগের প্রতি কেহ অত্যাচার করিলে তৎক্ষণাৎ দণ্ডিত হইবে। চারি স্ত্রী জীবিতা থাকিতে আর কেহ দার গ্রহণে সমর্থ হইবে না। স্বামীর মৃত্যুর চারি মাস দশ দিন অতীত না হইলে বিধবা অন্য ভর্ত্তার আশ্রয় পাইবে না। শ্বাস রোধ করিয়া কোন জীবকে নষ্ট করা হইবে না। ঈশ্বরের উদ্দেশে হিংসা না করিলে কাহারও পশু পক্ষীর মাংস আহার করা অবিধেয় এবং প্রতিমার উদ্দেশে যে সমস্ত দ্রব্য প্রদত্ত হয়, তাহা ভোজন করাও অকর্ত্তব্য।

হিজ্‌রা শকের চতুর্থ বৎসরে মহম্মদ দ্যুত ক্রীড়া, শূকর মাংস ভক্ষণ, শর পরীক্ষা, প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ, মদ্যপান এই সকল কার্য্য বিশেষ করিয়া নিষেধ করেন। এইরূপ প্রবাদ আছে একদা রজনীতে মহম্মদ কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে বিবাহোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তথায় অনেক লোক মদ্য পান করিয়া পথি মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত করিয়া পরস্পর হত ও আহত হয়। পর দিন প্রাতে যখন মহম্মদ গৃহে প্রত্যাগমন করেন, তখন পথের মধ্যে এই রূপ ঘটনা স্বচক্ষে দর্শন ও তাহার বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া মদ্য পানে অতিশয় বিরক্ত হন এবং তদবধি যে ব্যক্তি তাঁহার ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া মদ্যপান করিবে, সে ব্যক্তি গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইবে, এই রূপ একটি ব্যবস্থা স্থাপন করেন।

মহম্মদের জীবিতাবস্থায় তাঁহার শিষ্য ও অন্যান্য লোকে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় দেখিত। উহারা মহম্মদের ছিন্ন কেশ ও নখ যত্ন পূর্ব্বক সঞ্চয় করিয়া রাখিত এবং তাঁহার স্নানাবসানে ভূতলে যে জল পতিত হইত, সকলে পবিত্র বোধে তাহা পান করিত। স্ত্রীলোকেরা তাঁহার ধর্ম্মে এমনি মোহিত হইয়াছিল যে, তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার কালে কোন স্থলে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে উহারা সেই যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আপনাদিগের অলঙ্কার পর্য্যন্ত প্রদান করিত।

মহম্মদ স্বয়ং যে রূপ ধর্ম্ম প্রচারার্থ যুদ্ধ বিগ্রহাদি দ্বারা লোক সকলকে উত্যক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্যেরাও তাঁহা অ-

---

আমাদিগের এতদ্দেশীয় পুরাণের কল্পিত জীবের ন্যায় নানাপ্রকার জীব দেখেন। প্রথম স্বর্গে একটি কুক্কুট দেখেন, তাহার দেহ পাঁচ শত বৎসরের পথ ব্যাপিয়া আছে। তৃতীয় স্বর্গে এক মৃত্যুর দূত দেখিয়াছিলেন, উহার চক্ষু সত্তর সহস্র বৎসরের পথ বিস্তৃত এবং তাহার মুখ এত প্রশস্থ যে,সে এই প্রকাণ্ড পৃথিবীকে অনায়াসে গ্রাস করিতে পারে। তিনি সপ্তম স্বর্গে এক আশ্চর্য্য দূত দেখিয়াছিলেন। উহার মস্তক সহস্র সংখ্যক, প্রতিমস্তকে সহস্র মুখ, প্রত্যেক মুখে সহস্র জিহ্বা, প্রতি জিহ্বার সহস্র ভাষা আছে। তিনি রাত্রির দশ ভাগের এক ভাগ মধ্যে এতটা পথ গমনাগমন করিয়াছিলেন। কোরাণ।

পেক্ষা সহস্র অংশে লোকের উপর অত্যাচার করেন। ইহাঁদিগের দৌরাত্ম্যে কত রাজার রাজ্য গিয়াছে। কত লোকে পৈতৃক ধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত এক কালে জন্ম ভূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে[৩]। কত লোকে কেবল ইহারই নিমিত্ত মুসলমানদিগের হস্তে অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্য

২৯৯ সংখ্যক পত্রিকার ৫০ পৃষ্ঠার পর।

ছন্দঃ শাস্ত্র বেদাঙ্গের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। ছন্দের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নাম ঋগ্বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয়। আরণ্যক ও উপনিষদে ছন্দের উল্লেখ আছে। সূত্রগ্রন্থেও প্রাচীন ছন্দ সকল সু-প্রণালী ক্রমে সংগ্রহ করা হইয়াছে। শৌনক-কৃত সাকল প্রাতিশাখ্যে ছন্দোধ্যায় দৃষ্ট হয়। এই সাকল প্রাতিশাখ্য কাত্যায়ন-প্রণীত প্রাতিশাখ্যের পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা অতি প্রাচীন। সর্ব্বানুক্রমণী পাঠ করিলে ইহা অবগত হওয়া যায় যে কাত্যায়ন শৌনকের শিষ্য ছিলেন। নিদান সূত্রের দশম প্রপাঠকে সামবেদীয় ছন্দ দৃষ্ট হয়। এই সূত্র বৈদিক ছন্দের ভিন্ন ভিন্ন নাম উল্লেখ করিয়া পরিশেষে একটি অনুক্রমণিকার অব-তারণা করিয়াছে। এই অনুক্রমণিকায় একাহ,

---

৩। এই রূপ প্রবাদ আছে যে, পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়দিগের পারস্য দেশে বাস ছিল। মহম্মদের শিষ্য আবুবেকারের অত্যাচারে ভীত হইয়া ইহারা ঐ দেশ এক কালে পরিত্যাগ করে। ইহারা পারস্য দেশীয় রাজা খসরু পরভিজের বংশীয়। নাশর্ব্বান ইহাঁর আর একটি নাম। যখন ইহারা এ দেশের উপনিবাসী হয়, তদবধি ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বতন ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া পারসীক নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছে এবং অনেকেই হিন্দু জাতীয়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ আবুল ফজেল স্বগ্রন্থ মধ্যে এই জনশ্রুতিকে মূল করিয়া পারসীকদিগের এই উপনিবাসের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আবুবেকরের অত্যাচারে যে ইহারা পলায়ন করিয়াছে এ কথা নিতান্ত সম্ভব বোধ হইতেছে না, কারণ আবুবেকর দুই বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তিনি ধর্ম্মযুদ্ধার্থ কালডিয়া দেশ অতিক্রম করিয়া আর যাইতে পারেন নাই। যাহাই হউক উহারা যে মুসলমানদিগের অত্যাচারে স্বদেশ ত্যাগ করে তাহার আর সন্দেহ নাই। স্কন্দপুরাণে সহ্যাদ্রি খণ্ডে এই পারসীকদিগের ভারত বর্ষে আগমন ও ইহাদিগের ব্রাহ্মণত্ব লাভের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে এই জাতিকে ম্লেচ্ছের মধ্যে পরিগণিত করিয়া গিয়াছে। কিন্তু সহ্যাদ্রি খণ্ডের যে অংশে ইহাদিগের বৃত্তান্ত আছে, তাহা বিলুপ্ত প্রায় হইয়া রহিয়াছে। তাহার কারণ এই যে মহারাষ্ট্রীয়েরা এ দেশে আসিয়া যখন বল মান উপার্জ্জন করিয়া একটি গণনীয় জাতির মধ্যে দণ্ডায়মান হইল, তখন আপনাদিগের এই মূল দোষ গোপন করিবার নিমিত্ত ঐ পুস্তকের ঐ অংশ যে স্থানে পাইয়াছে তৎক্ষণাৎ তাহা ভস্মসাৎ করিয়াছে। কিন্তু উহারা আপনাদিগের ম্লেচ্ছাপবাদ গোপনের বিস্তর চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। কিম্বদন্তী দ্বারা ঐ দোষ বিলক্ষণ প্রচার হইয়াছে। যাহাই হউক স্কন্দপুরাণের প্রমাণানুসারে উহারা অগ্রে ম্লেচ্ছ ছিল। মহাবীর পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুল নিধন করিয়া যখন সমুদ্রতীরে গিয়া বাস করেন, তখন তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত এক যজ্ঞানুষ্ঠানের ইচ্ছা হয়। কিন্তু তাঁহার সংস্থাপিত ঐ দেশে ব্রাহ্মণ ছিল না। একদা তিনি সমুদ্র-তটে দণ্ডায়মান আছেন, এই অবসরে পারসীক রাজ্য হইতে চতুর্দ্দশটি মনুষ্য পোতে আরোহণ করিয়া ভারত বর্ষে আগমন করে। পরশুরাম তাহাদিগকেই উপবীত প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠান সমুদায় শিক্ষা করাইয়া আপনার যজ্ঞ সাধন করেন। পৌরাণিকদিগের যেমন রীতি আছে তদনুসারে এই অংশটি নানা প্রকার কল্পনায় পূর্ণ করিয়া সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু মূল কথা এই মাত্র। যাহাই হউক স্কন্দপুরাণে পারসীকদিগের ভারত বর্ষে আগমন, হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ ও মহারাষ্ট্রীয় নামে খ্যাত হইবার কথা দৃষ্ট হইয়া থাকে। আসিয়াটিক রিসর্চ ৯ খণ্ড।

অহীন, ও ছত্র যজ্ঞের মন্ত্রে যে সকল ছন্দ আছে তৎসমুদায়ের বিষয় বিবৃত করা হইয়াছে।

পিঙ্গলনাগের ছন্দোগ্রন্থ বেদাঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ পতঞ্জলি-প্রণীত পাণিনির মহাভাষ্য অপেক্ষা অধিক প্রাচীন নহে। কেহ কেহ এরূপও সম্ভাবনা করেন যে পিঙ্গলনাগ ও পতঞ্জলি একই ব্যক্তি, কেবল নাম মাত্র ভেদ। এই পিঙ্গল নাগ যে প্রাকৃত ও সংস্কৃত ছন্দের সূত্র করিবেন তাহা নিতান্ত আশ্চর্য্য বোধ হয় না; কারণ কাত্যায়ন বররুচি পাণিনির বৃত্তিকার ছিলেন; ইনি পতঞ্জলিরও পূর্ব্বতন; ইনিই প্রাকৃত ভাষায় এক খানি ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। সুতরাং পিঙ্গল নাগের পূর্ব্বেই যখন প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ প্রস্তুত হইয়াছে, তখন তিনি যে প্রাকৃত ভাষায় ছন্দের সূত্র করিবেন ইহা নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয় না। পিঙ্গল নাগের ছন্দোগ্রন্থ সূত্র গ্রন্থের অন্তর্গত নহে। কারণ ইহাতে যে সকল ছন্দের নাম উল্লেখ আছে, সে সকল ছন্দ বেদে নাই। কিন্তু এই পিঙ্গল গ্রন্থ কোন কোন ছন্দোগ্রন্থে প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে।

যে সকল ছন্দোগ্রন্থ কোন শাখা বিশেষের নহে, সমস্ত বেদকে লক্ষ্য করিয়াই যাহা রচিত হইয়াছে, এই পিঙ্গলের ছন্দোগ্রন্থ তাহাদের অন্তর্গত। সাকল প্রাতিশাখ্যের টীকায় যাস্ক ও সৈতব প্রণীত ছন্দো গ্রন্থকে এই শ্রেণীর মধ্যে গণনা করিয়াছেন। এই দুই খানি গ্রন্থ এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াগিয়াছে।

যে সকল ছন্দো গ্রন্থ শাখা বিশেষের নিমিত্ত এবং যে গুলি সাধারণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারে। পিঙ্গল গ্রন্থে আছে যে ষট্ সপ্ততি মাত্রা থাকিলে অতিধৃতি ছন্দ হয়, এবং অষ্ট ষষ্টি মাত্রা থাকিলে অত্যষ্টী ছন্দ হয়। কিন্তু কোন কোন স্থলে অন্যে যাহাকে এক মাত্রা বলিয়া নির্দ্দেশ করে, পিঙ্গলের মতে তাহা দুই মাত্রা; সুতরাং সে স্থলে পিঙ্গলের সহিত অন্যের বিরোধ উপস্থিত হয়। ইহার সিদ্ধান্ত করিবার নিমিত্ত প্রাতিশাখ্যের ষোড়শ পটলে এই রূপ কথিত হইয়াছে যে মত ভেদে মাত্রা-বৈষম্য ঘটিলেও ষট্ সপ্ততি মাত্রা বিশিষ্ট ছন্দ অতিধৃতি নামে নির্দ্দিষ্ট হইবে। কাত্যায়নেরও এই প্রকার মত।

যজুর্ব্বেদ সংহিতা হইতে উদ্ধৃত।

কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠান মারম্ভনং কতমৎস্বিৎ কথাসীৎ। যতো ভূমিং জনয়ন্ বিশ্বকর্ম্মা বি দ্যামৌর্ণোন্মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ॥

সর্ব্বদর্শী বিশ্বকর্ম্মা কোথায় অধিষ্ঠিত হইয়া কি উপাদানে ও কি উপকরণে ভূলোক ও দ্যুলোক সৃষ্টি করত মহিমা দ্বারা ব্যাপ্ত করিলেন?

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥

বিশ্বতশ্চক্ষু বিশ্বতোমুখ বিশ্বতোবাহু বিশ্বতস্পাৎ দেবতা একাকী পতনশীল অনিত্য পদার্থে দ্যুলোক ও ভূলোক উৎপাদন করত বাহু দ্বারা নিজ শক্তিতে ধারণ করিতেছেন।

কিং স্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ। মনীষিনো মনসা পৃচ্ছতেদু তদ্যদধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্।

তখন কোন্ বন ছিল, ও কোন্ বৃক্ষ ছিল যে তাহা হইতে দ্যুলোক ও পৃথিবী অলংকৃত হইল; হে পণ্ডিতগণ! তিনি যে স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া সমস্ত ভুবন ধারণ করিতেছেন, তাহাও মনে মনে আলোচনা করিয়া জিজ্ঞাসা কর।

যোনঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা। যো দেবানাং নামধা এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যা॥

যিনি আমাদের পিতা, যিনি আমাদের জনক, যিনি আমাদের বিধাতা, যিনি সমুদায় স্থান ও সমুদায় ভুবন জানিতেছেন, যিনি দেবগণের পিতা, যিনি অদ্বিতীয়; তাঁহা হইতে ভিন্ন সমস্ত জগৎ তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতেছে।

পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা পরো দেবৈ রসুরৈর্যদস্তি ॥

সেই বিদ্যমান বিশ্বকর্ম্মা দ্যুলোক হইতে ভিন্ন, এই পৃথিবী হইতে ভিন্ন, দেবগণ হইতে ভিন্ন ও অসুরগণ হইতে ভিন্ন।

ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যৎ যুষ্মাক মন্তরং বভুব। নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি ॥

জীবগণ অজ্ঞানকুজ্ঝটিকায় ও মিথ্যা জল্পনায় আচ্ছন্ন, প্রাণ লইয়াই পরিতৃপ্ত এবং যজ্ঞ কর্ম্মে রত হইয়া বিচরণ করিতেছে, এই জন্য হে জীবগণ! যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমরা তাঁহাকে জানিতেছ না, তিনি তোমাদিগের হইতে ভিন্ন, কিন্তু তোমাদিগের অন্তরে বর্ত্তমান আছেন।

যো ভূতানামধিপতি র্যস্মিন্ লোকা অধিশ্রিতাঃ। য ঈশে মহতোমহান্ ॥

যিনি সমস্ত ভূতের অধিপতি, সমুদায় ভুবন যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, যিনি নিয়ন্তা ও মহৎ অপেক্ষা মহান্।

তমীশানং জগত স্তস্থুষস্পতিং ধিয়ং জিন্বমবসে হুমহে বয়ং ॥

স্থাবর জঙ্গমের অধিপতি বুদ্ধিবৃত্তির তৃপ্তিকর সেই ঈশ্বরকে আমরা তৃপ্তি লাভের নিমিত্ত আহ্বান করিতেছি।

এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ ॥

এই সমস্ত জগৎ এই পুরুষের মহিমা, ইনি ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥

এই জ্ঞানময় জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে আমি জানিতেছি; তাঁহাকে জানিয়াই মুক্তি লাভ করেন, গমনের নিমিত্ত অন্য পথ নাই।

সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি। নৈনমূর্দ্ধ্বং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ ॥

সেই দীপ্তিমান্ পুরুষ হইতে সমস্ত কাল উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ ইহাকে ঊর্দ্ধে, পার্শ্বে বা মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে নাই।

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্ যশঃ ॥

তাঁহার উপমা নাই, তাঁহার কীর্ত্তি মহতী।

বেনস্তৎপশ্যন্নিহিতং গুহাসদ্ যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ং। তস্মিন্নিদং সং চ বিচৈতি সর্ব্বং সওতঃ প্রোতশ্চ বিভুঃ প্রজাসু ॥

তিনি দুজ্ঞের্য়, নিত্য ও সমুদায় জগতের এক মাত্র আশ্রয়; এই বিশ্ব তাঁহাতেই সমাগত ও তাঁহা হইতেই নিঃসৃত; সেই বিভু সমস্ত প্রজাতে ওত প্রোত হইয়া আছেন।

স নো বন্ধুর্জ্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা। যত্র দেবা অমৃতমানশানা স্তৃতীয়ে ধামন্নধ্যৈরয়ন্তঃ ॥

তিনি আমাদের বন্ধু, তিনি আমাদের পিতা, তিনি আমাদের বিধাতা, তিনি সমুদয় স্থান ও সমুদায় ভুবন জানিতেছেন; দেবগণ তাঁহাতে অমৃত আস্বাদন করত দিব্য লোকে অবস্থান করিতেছেন।

তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং ॥

নিষ্কাম অপ্রমত্ত ব্রাহ্মণেরা সেই সর্ব্বব্যাপীর পরম পদের উপাসনা করেন।

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিংচ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনং।

এই সমুদায় পরমেশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন করিবে অর্থাৎ এই জগতে সর্ব্বত্র তাঁহার ব্যাপ্তি স্মরণ করিবে; পৃথিবীতে যে কিছু বস্তু আছে, তাহা তোমাকে প্রদত্ত হইলে ভোগ করিও, কাহারও ধনে লোভ করিও না।

অনেজদেকো মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্শৎ। তদ্ধাবতোহন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥

অচল অদ্বিতীয় মন অপেক্ষা বেগবান্ অগ্রগামী এই ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয়গণ প্রাপ্ত হয় নাই, তিনি স্থির থাকিয়া ধাবমান ইন্দ্রিয় সকলকে অতিক্রম করিয়া গমন করেন। তিনি আছেন বলিয়াই বায়ু কর্ম্ম করিতেছে।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥

তিনি চলেন, তিনি চলেন না; তিনি দূরে আছেন; তিনি নিকটেও আছেন; তিনি সকলের অন্তরে আছেন, তিনি সকলের বাহিরেও আছেন ॥

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিচিকিৎসতি ॥

যিনি পরমাত্মাতে সকল বস্তু ও সকল বস্তুতে পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনি আর তাঁহাতে সংশয় করেন না।

স পর্য্যগা চ্ছুক্র মকায় মব্রণ মস্নাবিরং শুদ্ধ মপাপবিদ্ধং। কবি র্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ র্যাথাতথ্যতো ঽর্থান্ ব্যদধা চ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥

সর্ব্বব্যাপী, দীপ্তিমান্, নিরবয়ব পরিশুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বপ্রকাশ সেই পরমেশ্বর অনন্ত বৎসরের নিমিত্ত প্রয়োজন সকল যথাযোগ্যরূপে বিভাগ করিয়া রাখিয়াছেন।

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শংকরায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ ॥

যাঁহা হইতে কল্যাণ ও সুখ উৎপন্ন হয়, তাঁহাকে নমস্কার; যিনি কল্যাণকর ও সুখকর, তাঁহাকে নমস্কার; যিনি মঙ্গলস্বরূপ ও মঙ্গলতর স্বরূপ তাঁহাকে নমস্কার।

পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ ॥

তুমি আমাদের পিতা; পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান দাও, তোমাকে নমস্কার করি, আমাকে বিনাশ করিও না।

বিশ্বানি দেব সবিত র্দুরিতানি পরাসুব। যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব ॥

হে দেব! হে পিতা! আমাদের পাপ সকল অপনয়ন কর; এবং যাহা কল্যাণ তাহা আমাদের নিমিত্ত আনয়ন কর।

সামবেদীয় কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি।

ভবদেব ভট্ট প্রণীত।

বিবাহ—সম্প্রদান।

স্বস্তিবাচন।

১। সম্প্রদাতা পূর্ব্বাহ্নে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিয়া লগ্ন সময়ে সম্প্রদানশালায় উত্তর দিকে একটি ধেনু বন্ধন করিয়া ও বিষ্টর-আসন প্রভৃতি বিবাহের উপকরণ সকল সজ্জিত করিয়া পশ্চিমাভিমুখ হইয়া উপবেশন ও আচমন পূর্ব্বক স্বস্তি বাচন করিবেন।

কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ কন্যা সম্প্রদান কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।

এই কর্ত্তব্য কন্যা সম্প্রদান কর্ম্মে আপনারা পুণ্য দিন বলুন, আপনারা পুণ্য দিন বলুন, আপনারা পুণ্য দিন বলুন।

বর ওঁ পুণ্যাহং।

সম্প্রদাতা। কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ কন্যা সম্প্রদান কর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।

এই কর্ত্তব্য কন্যা সম্প্রদান কর্ম্মে আপনারা স্বস্তি বলুন, আপনারা স্বস্তি বলুন, আপনারা স্বস্তি বলুন।

বর। ওঁ স্বস্তি।

সম্প্রদাতা। কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ কন্যা সম্প্রদান কর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।

এই কর্ত্তব্য কন্যা সম্প্রদান কর্ম্মে আপনারা ঋদ্ধি বলুন, আপনারা ঋদ্ধি বলুন, আপনারা ঋদ্ধি বলুন।

বর। ওঁ ঋদ্ধতাং।

সম্প্রদাতা। ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃক্ষপা পবনোদিক্‌পতিভূর্মি রাকাশং খচরামরাঃ ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিং।

সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কাল, প্রভাত, সন্ধ্যা, ভূতগণ, দিবা, রাত্রি, বায়ু, দিক্‌পাল, পৃথিবী, আকাশ, আকাশচর ও দেবগণ! তোমরা ব্রাহ্ম শাসন অনুসারে এই স্থানে সন্নিহিত হও।

বরণ।

১। তৎ পরে সম্প্রদাতা কৃতাঞ্জলি হইয়া বরকে বলিবেন।

ওঁ সাধু ভবান্ আস্তাং।

তুমি ভাল করিয়া উপবেশন কর।

বর ওঁ সাধ্বহমাসে।

আমি ভাল করিয়া উপবেশন করি।

সম্প্রদাতা। ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং।

আমরা তোমাকে অর্চ্চনা করিব।

বর। ওঁ অর্চ্চয়।

অর্চ্চনা কর।

অনন্তর সম্প্রদাতা বস্ত্র অঙ্গুরীয় ও যজ্ঞোপবীতাদি প্রদান করিয়া তাঁহার দক্ষিণ জানু স্পর্শ করিয়া বলিবেন—

ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য অমুক প্রবরস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রং অমুক গোত্রস্য অমুক প্রবরস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রং অমুক গোত্রস্য অমুক প্রবরস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ পুত্রং অমুক গোত্রং অমুক প্রবরং শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মাণং বরং অর্চ্চিতং অমুক গোত্রস্য অমুক প্রবরস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুক গোত্রস্য অমুক প্রবরস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং অমুক গোত্রস্য অমুক প্রবরস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং অমুক গোত্রাং অমুক প্রবরাং শ্রীঅমুকনাম্নীং কন্যাং শুভ বিবাহায় দাতুং এভিঃ পাদ্যাদিভির ভ্যর্চ্চ্য বরত্বেন ভবন্তং বৃণে।

অদ্য অমুক মাসে সূর্য্য অমুক রাশিস্থ হইলে অমুক পক্ষে অমুক তিথিতে, অমুক গোত্র অমুক প্রবর অমুক দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, অমুক গোত্র অমুক প্রবর অমুক দেবশর্ম্মার পৌত্র, অমুক গোত্র অমুক প্রবর অমুক দেবশর্ম্মার পুত্র তুমি অমুক গোত্র অমুক প্রবর শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা নামক অর্চ্চিত বর তোমাকে; অমুক গোত্র অমুক প্রবর অমুক দেবশর্ম্মার প্রপৌত্রী, অমুক গোত্র অমুক প্রবর অমুক দেবশর্ম্মার পৌত্রী, অমুক গোত্র অমুক প্রবর অমুক দেবশর্ম্মার পুত্রী, অমুক গোত্রা অমুক প্রবরা শ্রী অমুকনাম্নী কন্যা শুভ বিবাহার্থে দান করিবার নিমিত্ত এই পাদ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা পূর্ব্বক বররূপে বরণ করি।

বর। ওঁ বৃতোস্মি।

আমি বৃত হইলাম।

সম্প্রদাতা। যথাবিহিতং বর কর্ম্ম কুরু।

যথাবিধি বর কর্ম্ম কর।

বর। ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।

যথাজ্ঞান করি।

২। তৎপরে স্ত্রী আচার হইবেক।

ব্রাহ্ম-বিবাহ।

গত ২৩ আষাঢ় ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পঞ্চম পুত্র শ্রীমান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যার যথাবিধি ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে শুভ বিবাহ সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

বিবাহ সভায় বহুসংখ্য ব্রাহ্ম এবং এতদ্দেশীয় প্রধান প্রধান অধ্যাপক ব্রাহ্মণ সকল উপস্থিত ছিলেন। দরিদ্রদিগকে প্রচুর ভক্ষ্য ভোজ্যে পরিতৃপ্ত করিয়া বিস্তর অর্থ প্রদান করাও হইয়াছিল।

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৯০ শকের আষাঢ় মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	২১৬॥৶০
পুস্তকালয়	২৩৸৴০
যন্ত্রালয়	৮৫
ডাক মাসুল	১৮॥১০
গচ্ছিত	২৭৸৶০
	৩৭১৸৶১০

ব্যয়

মাসিক বেতন ..	৭২
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	৮৫॥৴৫
পুস্তকালয় ..	৬১
যন্ত্রালয়	৭২৸৶০
ডাক মাসুল	২০।১০
আলোক	৫।৶১০
অনিরূপিত	২১৶১৫
গচ্ছিত	১২৩॥৶০
	৪৬২
আয়	৩৭১৸৶১০
পূর্ব্বকার স্থিত ..	৩৪৬৶১০
	৭১৮৴০
ব্যয়	৪৬২
স্থিত	২৫৬৴০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

১৭৯০ শকের আষাঢ় মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত কামাক্ষ্যাচরণ মুখোপাধ্যায় ..	১০
" রামদয়াল মুখোপাধ্যায় ..	৬।০
	১৬।০

ব্যয়

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুর জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের বেতন	২০
আয়	১৬।০
পূর্ব্বকার স্থিত . ..	২৪৪৴১৫
	২৬০।৴১৫
ব্যয়	২০
স্থিত	২৪০।৴১৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক।

অনুষ্ঠান-পদ্ধতি .. .. ॥০

সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে) .. ॥০

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম খণ্ড (টীকা ও বাঙ্গলা তাৎপর্য্য সহিত) .. .. .. ॥০

ঐ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (লাল কাল অক্ষরে) .... .. ১॥০

সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) .. ।০

বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম .. .. .. ।০

ঐ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ৶০

ঐ ঐ তাৎপর্য্য সহিত .. ॥০

ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস .. .. ॥০

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ ॥০

ঐ ঐ দ্বিতীয় প্রকরণ ॥০

মাঘোৎসব ১

ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা ৵০

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .... ।৶০

মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ... ॥০

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .. .. ।৶০

রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা .. .. ॥০

বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .. ।৶০

তত্ত্ববিদ্যা প্রথম খণ্ড ১

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড .. .. ।৶০

ঐ তৃতীয় খণ্ড .. .. ।৶০

ঐ তিন খণ্ড একত্র বাঁধান .. ১॥০

ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা—প্রথম ভাগ .. ১

ঐ দ্বিতীয় ভাগ ১

আত্মোৎকর্ষ বিধান .. .. ১।৶০

প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা ৶০

ব্রহ্মোপাসনা ৵০

ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি ৵০

ব্রহ্ম-স্তোত্র ৵১০

প্রার্থনা এবং সঙ্গীত ৵০

আত্মতত্ত্ববিদ্যা ৶০

ধর্ম্ম-শিক্ষা ৶০

পৌত্তলিক প্রবোধ .. .. .. ।০

বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ দেবনাগর অক্ষরে ৶০

জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায় ৶০

ত্রিশব্দাস্তোত্র ৶০

ধর্ম্ম চর্চ্চা .. .. ।০

প্রবচন সংগ্রহ ৵১০

সংগীত মুক্তাবলী ৵০

সুভাব সঙ্গীত .. .. ।০

প্রশ্ন মঞ্জরী .. .. ॥০

উদ্বোধনাঞ্জলি ৵০

গৃহ কর্ম্ম ৶০

স্তোত্রমালা .. .. ।০

ধর্ম্ম দীক্ষা ৵০

ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা ১৭৮৭ শকের একত্র বাঁধান ৸০

ঐ ঐ ১৭৮৬। ৮৭ শকের ৸০

ঐ ঐ ১৭৮৮ শকের .. ১॥০

দীপ্ত-শিরার অভিষেক ... . ।১০

ব্রহ্মসাধন ৵১০

ব্রাহ্ম ব্যবহার ৵০

দুর্গোৎসব ৵০

বর্ণমালা—প্রথম সংখ্যা .. .. ।১০

ঐ দ্বিতীয় সংখ্যা ৵০

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা—১৭৬৯। ৭১। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮২। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। শকের একত্রবাঁধান প্রতি খণ্ডের মূল্য .... ৫ টাকা

	Rs.	As
Defence of Brahmoism and the Brahmo Somaj		4
Selections from Vaidanta		2
Hindoo Theism.		1
Theists Prayer Book		1
Signs of the Times		1
Vaidantic Doctrines Vindicated ..		2
Doctrine of Christian Ressurrection		2
Lectures on Patholgy of Fever..................	1	4

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৫। কলিগতাব্দ ৪৯৬৯। ২০ শ্রাবণ সোম বার।

সপ্তম কল্প
দ্বিতীয় ভাগ।
ভাদ্র ১৭৯০ শক।

৩০১ সংখ্যা

ব্রাহ্মসম্বৎ ৩১

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য পঞ্চদশানুবাকে প্রথমং সূক্তং।

কুৎসঋষিঃ জগতীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা।

১০৯৫

১। ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব সং মহেমা মনীষযা। ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বযং তব।

১। 'অর্হতে' পূজ্যায 'জাতবেদসে' জাতানাং উৎপন্নানাং বেদিত্রে জাতপ্রজ্ঞায জাতধনায বা অগ্নযে 'মনীষযা' নিশিতযা বুদ্ধ্যা 'ইমং' এতৎ সূক্তরূপং 'স্তোমং' স্তোত্রং 'রথমিব' যথা তক্ষা রথং সংস্করোতি তথা 'সংমহেম' সম্যক্ পূজিতং কুর্ম্ম। 'অস্য' 'অগ্নেঃ' 'সংসদি' সংভজনে 'নঃ' অস্মাকং 'প্রমতিঃ' প্রকৃষ্টা বুদ্ধিঃ 'ভদ্রা' 'হি' কল্যাণী সমর্থা খলু তযা বুদ্ধ্যা স্তুমঃ ইত্যর্থঃ। হে 'অগ্নে' তব 'সখ্যে' অস্মাকং ত্বযা সহ সখিত্বে সতি 'বযং' 'মারিষাম' হিংসিতা ন ভবাম অস্মান রক্ষ ইত্যর্থঃ।

১। যেমন শিল্পী রথকে সংস্কৃত করে, সেই রূপ আমরা বুদ্ধি দ্বারা পূজ্য অগ্নির নিমিত্ত এই স্তোত্রকে পরিষ্কৃত করি। আমাদের এই বুদ্ধি এই অগ্নির পূজায় সমর্থ। হে অগ্নি! তোমার সহিত আমাদিগের সখ্য উৎপন্ন হইলে আমাদিগের কদাচই অনিষ্ট হইবে না।

১০৯৬

২। যস্মৈ ত্বমাযজসে স সাধত্যনর্বা ক্ষেতি দধতে সুবীর্য্যং। স তূতাব নৈনমশ্নোত্যংহতিরগ্নে সখ্যে মা রিষামা বযং তব।

২। 'যস্মৈ' যজমানায হে অগ্নে 'ত্বং' 'আযজসে' দেবান্ আভিমুখ্যেন যজসি 'স' যজমানঃ 'সাধযতি' স্বাভিলষিতং সাধযতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ স যজমানঃ 'অনর্ব্বা' শত্রুভিঃ অপ্রত্যৃতঃ সন্ 'ক্ষেতি' নিবসতি। তথা 'সুবীর্য্যং' শোভনবীর্য্যোপেতং ধনং 'দধতে' ধারযতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। ধৃত্বা চ 'সঃ' যজমানঃ 'তুতাব' বর্দ্ধতে। 'এবং' যজমানং 'অংহতিঃ' আর্ত্তিঃ দারিদ্র্যং 'ন অশ্নোতি' ন প্রাপ্নোতি। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

২। হে অগ্নি। যে যজমানের নিমিত্ত তুমি দেবগণকে অর্চ্চনা কর, সে কৃতার্থ হয়। সে শত্রু কর্ত্তৃক অহিংসিত হইয়া বাস করিয়া থাকে, ধন প্রাপ্ত হয় এবং ধনী হইয়া উন্নতি লাভ করে। দারিদ্র্য আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব হে অগ্নি! তোমার সহিত আমাদিগের সখ্য উৎপন্ন

হইলে আর আমাদিগের কদাচই অনিষ্ট হইবে না।

১০৯৭

৩। শকেম ত্বা সমিধং সাধয়া ধিয়স্ত্বে দেবা হবিরদন্ত্যাহুতং। ত্বমাদিত্যাঁ আ বহ তান্‌হ্যু২ শ্মস্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব।

৩। হে অগ্নে 'ত্বা' ত্বাং 'সমিধং' সম্যগিদ্ধং কর্ত্তুং 'শকেম' শক্তা ভূয়াস্ম। ত্বং চ 'ধিয়ঃ' অস্মদীয়ানি দর্শ পূর্ণ মাসাদীনি কর্ম্মাণি 'সাধয়' নিষ্পাদয় ত্বয়া হি সর্ব্বে যাগা নিষ্পাদ্যন্তে। যস্মাৎ 'ত্বে' ত্বয়ি অগ্নৌ 'আবাহুতং' ঋত্বিগ্‌ভিঃ প্রক্ষিপ্তং চরুপুরোডাশাদিকং 'হবিঃ' দেবাঃ 'অদন্তি' ভক্ষয়ন্তি তস্মাৎ ত্বং সাধয়েত্যর্থঃ। অপিচ 'ত্বং' 'আদিত্যান্‌' অদিতেঃ পুত্রান্‌ সর্ব্বান্‌ দেবান্‌ 'আবহ' অস্মৎ যজ্ঞার্থং আনয়। 'তান' 'হি' ইদানী মেব বয়ং 'উশ্মসি' কাময়ামহে। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

৩। হে অগ্নি! আমরা তোমাকে প্রদীপ্ত করিতে যেন সমর্থ হই। তোমাতে যে হবি প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহা দেবগণ ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তুমি আমাদিগের যজ্ঞ কর্ম্ম সাধন কর। এক্ষণে তুমি দেবগণকে আমাদিগের যজ্ঞে আনয়ন কর, আমরা তাঁহাদিগকে কামনা করিতেছি। হে অগ্নি! তোমার সহিত আমাদিগের সখ্য উৎপন্ন হইলে আর আমাদিগের কদাচই অনিষ্ট হইবে না।

১০৯৮

৪। ভরামেধ্মং কৃণবামা হবীংষি তে চিতয়ন্তঃ পর্ব্বণা পর্ব্বণা বয়ং। জীবাতবে প্রতরং সাধয়া ধিয়োঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব।

৪। হে অগ্নে তৎ যাগার্থং 'ইধ্মং' ইন্ধনসাধনং একবিংশতি দার্ব্বাত্মকং সমিৎ সমূহং 'ভরামঃ' সম্পাদয়ামঃ। তদনন্তরং 'তে' তুভ্যং 'হবীংষি' চরুপুরোডাশাদীন্যন্নানি বয়ং 'কৃণবাম' করবাম কিং কুর্ব্বন্তঃ 'পর্ব্বণা পর্ব্বণা' প্রতি পক্ষমাবৃত্তাভ্যাং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং 'চিতয়ন্তঃ' ত্বাং প্রজ্ঞাপয়ন্তঃ। স ত্বং 'জীবাতবে' অস্মাকং জীবনৌষধায় চিরকালাবস্থানায় 'ধিয়ঃ' কর্ম্মাণি অগ্নি হোত্রাদীনি 'প্রতরং' প্রকৃষ্টতরং 'সাধয়' নিষ্পাদয়। অন্যৎ সমানং।

৪। হে অগ্নি! আমরা ইন্ধন-সাধন সমিৎ প্রস্তুত করিতেছি, তৎপরে প্রতি পর্ব্বে তোমাকে উদ্বোধিত করিয়া আমরা হবি প্রদান করিব। তুমি আমাদিগের জীবনের নিমিত্ত কর্ম্ম সকল সাধন কর। হে অগ্নি! তোমার সহিত আমাদিগের সখ্য উৎপন্ন হইলে আর আমাদিগের কদাচই অনিষ্ট হইবে না।

১০৯৯

৫। বিশাং গোপা অস্য চরন্তি জন্তবো দ্বিপচ্চ যদুত চতুষ্পদক্তুভিঃ। চিত্রঃ প্রকেত উষসো মহাঁ অস্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব। ১। ৬। ৩০।

৫। 'অস্য' অগ্নেঃ 'জন্তবঃ' জাতা রশ্ময়ঃ 'বিশাং' সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং 'গোপা' গোপয়িতারো রক্ষকাঃ সন্তঃ 'চরন্তি' উদ্গচ্ছন্তি। তদনন্তরং 'যৎ চ' দ্বিপৎ 'দ্বিপাৎ' মনুষ্যাদিকমস্তি 'উত' অপিচ 'চতুষ্পাৎ' চতুষ্পাৎ গবাদিকং যদস্তি তদুভয়ং 'অক্তুভিঃ' অঞ্জকৈঃ 'অস্য' রশ্মিভিঃ 'রক্তং' আশ্লিষ্টং অভূৎ। হে অগ্নে 'চিত্রঃ' বিচিত্র দীপ্তিযুক্তঃ 'প্রকেতঃ'। রাত্রৌ অন্ধকারাবৃতানাং সর্ব্বেষাং প্রজ্ঞাপয়িতা প্রদর্শয়িতা 'উষসঃ' উষোদেবতায়াঃ অপি 'মহান' গুণৈঃ অধিকোসি ভবসি। উষাস্তু রাত্রে শ্চরম ভাগে প্রকাশয়তি অগ্নিস্তু সর্ব্বস্যাং রাত্রৌ প্রকাশয়তি ইতি তস্য গুণাধিক্যং ১। ৬। ৩০।

৫। অগ্নির রশ্মি প্রাণিগণের রক্ষক হইয়া উর্দ্ধগত হইতেছে। ইহাঁর রশ্মি দ্বারা মনুষ্য ও গবাদি জন্তু সকল আশ্লিষ্ট হইয়াছে। হে অগ্নি! তুমি বিচিত্র দীপ্তি যুক্ত ও বস্তু জ্ঞাপক; তুমি উষা অপেক্ষা মহান হইতেছ। অতএব তোমার সহিত আমাদিগের সখ্য উৎপন্ন হইলে আমাদিগের কদাচই অনিষ্ট হইবে না। ১। ৬। ৩০।

কোন্নগর পঞ্চম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৭৯০ শক।

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

শান্ত সমাহিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবে। "শান্তিই ঈশ্বর-প্রীতির নিবাস-ভূমি। পরিষ্কৃত গগনে যেমন চন্দ্রমার বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়, তেমনি পরি-শান্ত হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রীতি সহজেই প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। আকাশ মণ্ডল নক্ষত্র পুঞ্জে খচিত থাকিলেও যেমন মেঘ কুজ্ঝটিকা উপস্থিত হইলে তাহার শোভা সৌন্দর্য্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি আমার দিগের মানস-ক্ষেত্রে ঈশ্বর-স্পৃহা নিহিত থাকিলেও হৃদয় যদি সর্ব্বদাই নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত থাকে, ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি সকল যদি সর্ব্বক্ষণই বিবিধ ব্যাপারে বিব্রত হয়, তাহা হইলে তাহাও তেমনি স্ফূর্ত্তি পায় না। পরি-পক্ব বীজ কলিকা কণ্টকারণ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে সহসা যেমন সরল ভাবে সম্বর্দ্ধিত হইতে পারে না, তেমনি চিন্তা-চঞ্চল ও ইন্দ্রিয়-লোল হৃদয়ে অবিনশ্বর ঈশ্বর-স্পৃহাও সুন্দর রূপে বর্দ্ধিত ও উন্নত হইতে সমর্থ হয় না। পক্ষী যেমন নির্ব্বাত সময়েই অ-বলীলাক্রমে আকাশ পথে দ্রুতবেগে উত্থিত হইতে পারে, বিষয়-অব্যাকুলিত চিত্তও তেমনি সরল ভাবে ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত হইতে সমর্থ হয়। বিহঙ্গ যেমন গগণ বি-হারের সামর্থ্য সত্ত্বেও ঝটিকা-কালে উড্ডীন হইলে বায়ু প্রবল-প্রহারে তাহাকে ভূতল-শায়ী করিয়া দেয়, তেমনি আত্মার ঈশ্বর-সন্নি-হিত হইবার স্বাভাবিক অধিকার থাকিলেও যখন অন্তরে মানৈষণা বিত্তৈষণা রূপ প্রবল বায়ু বহমান হইতে থাকে, চারি দিক যখন বিষয়-কোলাহল রূপ দুর্ভেদ্য কুজ্ঝটিকায় সমাবৃত হয়, তখন তাহার মধ্য হইতে ঈশ্বর-অভিমুখে যাইবারি উদ্যোগ করিলেও তাহাকে সংসার-পাতালেই নিক্ষিপ্ত হইতে হয়। দুর্ব্বল যেমন সাহায্যের জন্যে বলিষ্ঠের প্রতি ধাবিত হয়, রোগী যেমন আরোগ্য লাভের প্রত্যাশায় চিকিৎসকের প্রতি অগ্রসর হয়, ভিক্ষুক যেমন ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ জন্য দাতার নিকেতনে আপনা হইতেই গমন করে, তেমনি সকল অভাব অনটন, আশা ও প্রার্থনা পরিপূরণের জন্য মনুষ্যের ঈশ্বর-সন্নিধানে গমন করিবার স্বাভাবিক বল ও অধিকার থাকিলেও বিষয়-লালসা ও ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগ-স্পৃহা একান্ত বলবতী হইলে মানব-হৃদয়কে এক পাদও ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে দেয় না। ভূমি যেমন কর্ষিত ও নিষ্কণ্টক না হইলে রোপিত বীজ হইতে কোন রূপেই সুফল সমুৎপন্ন হয় না, তেমনি আত্মা শান্ত সমাহিত না হইলে হৃদয়-নিহিত ঈশ্বর-স্পৃহাও সম্যক্ রূপে উদ্দীপ্ত হইয়া আত্মাকে সুধাভিষিক্ত করিতে সমর্থ হয় না।

বীজ যেমন জল-বায়ু আলোক প্রাপ্ত হইলে সহজেই অঙ্কুরিত হইয়া মৃত্তিকা-মধ্যে মূল-প্রবিষ্ট করে, শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া পৃথিবীতে ছায়া দান করে, এবং আকাশে কুসুম-গন্ধ বিস্তার করে, তেমনি ঈশ্বর-স্পৃহা-মূলে যত্ন-বারি সিঞ্চিত হইলে, বিশুদ্ধ জ্ঞানালোকে তাহার উদ্দীপন হইলে, সহজেই তাহা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় এবং আ-ন্তরিক সরল প্রীতি ঈশ্বরের প্রতি উত্থিত হ-ইয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করত প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সমুদায় আত্মাকে—সমগ্র সংসারকে সুধা-ভিষিক্ত করে।

বীজের অঙ্কুর-উৎপাদিকা শক্তি থাকি-লেও যেমন কৃষকের যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি হইলে তাহা হইতে আশানুরূপ ফলোৎপত্তির

ব্যাঘাত হয়, তেমনি প্রতি হৃদয়েই ঈশ্বর-স্পৃহা বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহার যথাবিধি উদ্দীপন না হইলে মনুষ্য ঈশ্বরের সহিত অধ্যাত্ম-যোগে নিবদ্ধ হইতে পারে না। অপরাপর বিষয়ের ন্যায় আত্মোৎকর্ষ সাধনেও মনুষ্যের যত্ন চেষ্টা উদ্‌যোগ পরিশ্রমের একান্ত প্রয়োজন। যেমন প্রতি দিন নিয়মিত ব্যায়াম কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে শরীরে প্রভূত বলের সঞ্চার হয়, তেমনি প্রত্যহ ইন্দ্রিয়-সংযমে—চরিত্র সংশোধনে যত্নযুক্ত থাকিলে হৃদয় নিষ্পাপ ও নির্ম্মল হইতে থাকে। ইন্ধন-সংলগ্ন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গে পুনঃ পুনঃ ফুৎকার প্রদান করিতে করিতেই যেমন তাহা প্রজ্বলিত হয়, তেমনি অন্তর-নিহিত ঈশ্বর-স্পৃহা শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারাই প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। মেঘ কুজ্‌ঝটিকা অন্তরিত হইলে যেমন সূর্য্য সহস্র রশ্মি ধারণ করিয়া দিগ্‌বিদিক্ আলোকিত করিয়া উদিত হয়, তেমনি প্রতি দিন সাধু সঙ্গে জ্ঞান-প্রসঙ্গ করিতে করিতেই পাপ-প্রবৃত্তি সকল ক্ষীণ-বল হইয়া পড়ে, কায়মনোবাক্যে ত্রি-সন্ধ্যা ব্রহ্মোপাসনায় নিযুক্ত হইয়া ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা, পূজা প্রার্থনা করিতে করিতেই হৃদয়াকাশ তিমির-মুক্ত হইয়া উঠে। তখন প্রাতঃকালের সূর্য্য-কিরণের ন্যায় ঈশ্বরের মঙ্গল জ্যোতিঃ অল্পে অল্পে আমারদিগের হৃদয়াকাশে পতিত হইয়া চারি দিক্ সমুজ্জ্বলিত করিয়া দেয়। এই রূপ ব্রহ্মসাধন দ্বারা যত আমারদিগের জ্ঞান উজ্জ্বল হইতে থাকে, শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হয়, ততই তিনি আমারদিগের সন্নিধানে অধিকাধিক রূপে প্রকাশ পাইতে থাকেন। সূর্য্য উদিত হইলেই যেমন পশু পক্ষী জাগ্রত হয়, সেই রূপ ঈশ্বরের সেই মঙ্গল জ্যোতি যখন আত্মাতে পতিত হয়, তখনই আত্মার মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হয়। সূর্য্যের অভ্যুদয়ে যেমন ক্ষুদ্রতম বালুকারেণু হইতে অভ্রভেদী পর্ব্বত-শিখর পর্য্যন্ত সকলই সুন্দর রূপে লক্ষিত হয়, তেমনি সেই অন্তঃ-সূর্য্য আদি জ্যোতিঃ পরমেশ্বর যখন আত্মাতে প্রকাশিত হন, তখন কি ক্ষুদ্র আত্মা, কি বিশাল পৃথিবী সকলেরই স্বরূপ ভাব বিজ্ঞান চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। তখন আমরা আত্মার পাপ মলিনতা ও সংসারের ক্ষুদ্রতা সকলই প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারি। সেই সত্য সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোকেই হৃৎপদ্ম বিকসিত হয়, কর্ত্তব্য জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়। তখন গৃহস্থেরা যেমন সূর্য্যোদয় সন্দর্শন করিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে গমন করে, আত্মাও সেই রূপ ব্রহ্ম-মূর্ত্তি অবলোকন করত জাগ্রত হইয়া উষার উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গেই আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করিতে থাকে। সাধকের আত্মা, উদ্‌যোগ ও অনুরাগ বলে যত অগ্রসর হইতে থাকে—তাহার নির্ম্মল ও নিস্তরঙ্গ হৃদয় ঈশ্বরের জন্য যত পিপাসিত হয়, ঈশ্বরও তত উজ্জ্বল রূপে তাহার সন্নিধানে আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করত আত্মার বল বীর্য্য দ্বিগুণিত চতুর্গুণিত রূপে বর্দ্ধিত করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিতে থাকেন। অতএব ব্রহ্মসাধন সম্যক্ যত্ন ও আয়াস সাধ্য, ব্রহ্ম লাভ যার পর নাই আন্তরিক তপস্যা সাপেক্ষ।

বীজ অঙ্কুরিত বা শাখা পল্লবে সুশোভিত হইলেই যেমন কৃষকের কৃষি-কার্য্যের পরিসমাপ্তি হয় না, অর্থাৎ যখন বৃক্ষ মুকুলিত বা পুষ্পিত হয়, তখনই যেমন তাহার আরো অধিক যত্নের প্রয়োজন, তেমনি যখন ঈশ্বরের সহিত আত্মার ঈষৎ যোগ নিবদ্ধ হয়, যখন তাঁর মঙ্গল-জ্যোতিঃ অল্পে অল্পে আত্মাতে পতিত হইতে আরম্ভ হয়, যখন শ্রদ্ধা নদী ধীরে ধীরে সেই প্রেম-সিন্ধুর অভিমুখে ধাবিত হয়, যখন তাঁহাকে গন্ধদান

করিবার জন্য প্রীতি-কুসুম সম্যক্ বিকসিত হইবার উপক্রম হয়, তখন তেমনি সাধকের আরো অধিক সাবধান ও সতর্ক হইবারই আবশ্যক। পুষ্পের মুকুল বা কলিকাতেই যেমন কীট সংলগ্ন হয়, তেমনি আত্মার উন্নতির মূলেই নানা বিঘ্ন বিপত্তি সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা। কুসুম-কীট কুসুম-কলিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যেমন তাহাকে শ্রী সৌরভে প্রস্ফুটিত হইতে না দিয়া ছিন্ন ভিন্ন করত কৃষককে ফল-লাভের প্রত্যাশায় বঞ্চিত করে, তেমনি সাধকের ঈশ্বরের সহিত আধ্যাত্মিক যোগ নিবদ্ধ হইবার সময়ে যদি কোন দূষিত লক্ষ্য হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে তেমনি তাহার আত্মার সৌন্দর্য্য পরিম্লান হয়। যদি স্বার্থ সাধন যশোমান বর্দ্ধন প্রভৃতি কোন প্রকার হীন ভাব কোন সূত্রে অন্তরে প্রবেশ করে, তখন যদি ধন-মদ, জ্ঞান-মদ, ধর্ম্ম-মদ রূপ আত্ম-কীট এক বার অন্তর সন্নিহিত হয়, তাহা হইলে কুসুম কলিকার পরিণত অবস্থাতেই যেমন কুসুম কীট তাহাকে হতশ্রী করিয়া ভূমিসাৎ করে, তেমনি তাহারাও ধার্ম্মিকের ক্লেশ-সাধ্য তপস্যা-জনিত ফল লাভের সময়েই—স্বর্গ সোপানে আরোহণ কালেই তাহার আশা মূলে কুঠার নিক্ষেপ করত নিরয়গামী করে।

যেমন পর্ব্বত আরোহণ কালে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সাবধানে পাদ-বিক্ষেপ না করিলে অধঃপতিত হইতে হয়, তেমনি ধর্ম্মমঞ্চে আরোহণ সময়ে আত্মার পরম লক্ষ্য পরমেশ্বরের প্রতি জ্ঞান-চক্ষু স্থির রাখিয়া সতর্কতার সহিত গমন না করিলে পদে পদেই পদ স্খলন হইবার সম্ভাবনা। অতএব হে সুধীর সজ্জন সকল! আত্মার লক্ষ্য স্থির রাখিয়া—ইচ্ছাকে বিশুদ্ধ করিয়া চির প্রতিপাল্য ধর্ম্ম-ব্রত পরিপালনে যুক্তযুক্ত হও, যে নির্ব্বিঘ্নে ব্রহ্ম-ধামে উপনীত হইবে। অন্তরে শুভ বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-শাসনকে জাগ্রত রাখিয়া, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য ও অসাধু কামনা সকলকে সংযত করত হৃদয়কে শান্ত সমাহিত কর, যে ঈশ্বরের মঙ্গল-ছবি তাহাতে অতি সহজেই প্রতিবিম্বিত হইবে। নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ-ভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান কর, যে সকল বাধা বিঘ্ন তিরোহিত হইবে। লোকের হিতের নিমিত্তে এবং ঈশ্বরের প্রীতির উদ্দেশে ধর্ম্ম-সাধন কর, ধর্ম্ম-প্রচার কর, যে দুর্গম পথও সুগম হইবে। সেই প্রাণ-দাতা সিদ্ধি-দাতার মঙ্গলময় অভিপ্রায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সৎকার্য্য সাধনে দণ্ডায়মান হও, যে অসাধ্য বিষয় সকলও সাধ্যায়ত্ত হইবে, অতি দুরূহ কঠিন ব্যাপার সকলও কোমল ভাব ধারণ করিবে। লক্ষ্যের গুণেই এক জন রাশি রাশি বাধা বিঘ্নের মধ্যে অটল-ভাবে ধর্ম্মের সোপানে অগ্রসর হইয়া সহস্র আত্মাকে জাগ্রত করত আপনি কৃতার্থ হয়, লক্ষ্যের দোষেই আর এক জন সহস্র পাপ দ্বার প্রমুক্ত করত অসংখ্য আত্মাকে অন্ধীভূত করিয়া আপনি নরকাগ্নিতে বিদগ্ধ হইতে থাকে। সাধু-লক্ষ্য শান্ত সমাহিত পুরুষ, প্রাণোৎসর্গ করিয়া প্রিয়তম পরমেশ্বরের মহিমা মহীয়ান্ করেন—তাঁরই ধর্ম্মকে সর্ব্বত্র জয়যুক্ত দেখিবার নিমিত্ত অব্যাকুলিত হৃদয়ে যথা সর্ব্বস্ব পণ করেন, কুটিল-লক্ষ্য হতভাগ্য ব্যক্তি আপনার যশোমান খ্যাতি প্রতিপত্তির নিমিত্ত প্রমত্ত হইয়া ঈশ্বরকে ভুলিয়া আপনারই মহত্ত্ব ও পুরুষত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্যই ব্যাকুল হয়। সাধু ইচ্ছার বলেই কোন ব্যক্তি এক স্থানে অবলীলাক্রমে সহস্র প্রকার সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আপনার ও অন্যের অনির্ব্বচনীয় উপকার সাধন করে, ইচ্ছার দোষেই অন্য ব্যক্তি কোন স্থানের বহু কালের সৎকীর্ত্তি-কলাপ বিলোপ করিয়া

নিজের ও জন-সাধারণের অসম্ভাবিত অনিষ্ট সাধন করে। লক্ষ্য দূষিত, ইচ্ছা অসৎ হইলে মনুষ্যের আর ধর্ম্ম-সাধনের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। তখন স্বার্থ-সাধনই সর্ব্বস্ব হইয়া উঠে। তখন ঈশ্বরের পূজার জন্য আর তাহার হৃদয় তত ব্যাকুল হয় না, আপনিই সকলের পূজিত হইতে ব্যগ্র হয়। অতএব সেই ব্রহ্ম-রূপ লক্ষ্যের প্রতি সকলে সাবধানে জ্ঞান-চক্ষু স্থির রাখিয়া প্রশান্ত ভাবে তাঁহার আদিষ্ট ধর্ম্মপথে অগ্রসর হও, কোন রূপেই পদ স্খলন হইবে না। আন্তরিক বিশুদ্ধ প্রীতির দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা কর, যে আত্মা পবিত্র ও পরিতৃপ্ত হইয়া আরাম পাইবে। ইচ্ছাকে সেই মঙ্গল-ময়ের মঙ্গল ইচ্ছার সহিত যুক্ত করিয়া যুক্তাত্মা হও, যে সংসারের কুটিল-পথ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে ব্রহ্মধর্ম্মে উপনীত হইবে।

হে মঙ্গল-ময় অখিল-বিধাতা! আমরা বিষয়-কোলাহলের মধ্যে পতিত হইয়া ঊর্দ্ধ্ব-মুখে তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি; তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগের শোক-সন্তপ্ত বিষাদ-জর্জ্জরিত আত্মাকে তোমার প্রতি আকর্ষণ কর। আমরা এখানে দুর্জ্জয় পাপ-প্রবৃত্তি ও সংসার-আসক্তিতে আবদ্ধ হইয়া হে ত্রিভুবন নাথ! কাতর-হৃদয়ে তোমাকেই ডাকিতেছি, তুমি আমাদিগকে সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত কর। আমরা সকলে সংসারের মোহ-তিমিরে অন্ধীভূত হইয়া পথহারা পথিকের ন্যায় এখানে ভ্রাম্যমাণ হইতেছি, হে অতুল জ্যোতির জ্যোতি! তুমি আমাদিগের সন্নিধানে প্রকাশিত হইয়া সৎপথ প্রদর্শন কর। আমরা অমৃতের অধিকারী হইয়াও যথাবিধি জ্ঞান ধর্ম্মের উদ্দীপনে ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া পশু পাদপের ন্যায় মৃত্যুর অধীন হইতেছি, হে অকিঞ্চন-গুরু! তুমি আমাদিগকে অমৃত ধামে লইয়া যাও। আমরা ভ্রাতা ভগিনী সকলে মিলে একতানে তোমার সন্নিধানে এই প্রার্থনা করি " অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্ম্মাঽমৃতং গময়। আবিরাবীর্ম্মএধি রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাম্পাহি নিত্যং "।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

হিন্দধর্ম্মের ইতিহাস।

৩০০ সংখ্যক পত্রিকার ৭০ পৃষ্ঠার পর।

মনুষ্য প্রথমে বন্য অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন; তখন তাঁহার না অন্ন, না বস্ত্র, না গৃহ, না সহায়, না সম্পত্তি ছিল; এমন কি, তাঁহার ভাষা পর্য্যন্ত ছিল না। যে পৃথিবী তাঁহার বাসস্থান হইল, তখন তাহা অরণ্যে আচ্ছন্ন ও সেই অরণ্য হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ। প্রচণ্ড তাপে ও দুরন্ত শীতে তাঁহার না আশ্রয় ছিল, না আচ্ছাদন ছিল। পশু পক্ষীর সহিত বিবাদ করিয়া তাঁহাকে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইত। তিনি যথার্থই পশু পক্ষী অপেক্ষাও দীন হীন ছিলেন। বাহিরে জড় জগৎ এবং অন্তরে প্রচ্ছন্ন শক্তি এই মাত্র তাঁহার সহায় ও সম্পত্তি। দেখ এ ক্ষণে তিনি কি উন্নত অবস্থায় আরোহণ করিয়াছেন! যিনি বৃক্ষের তলে ও পর্ব্বতের গুহায় উলঙ্গ শরীরে অতি কষ্টে দিনপাত করিতেন, আজি তিনি পৃথিবীর রাজা হইলেন, সুরম্য অট্টালিকায় বাস করিতে লাগিলেন, মনোহর পরিচ্ছদে বিভূষিত হইলেন, সুখ ও সৌভাগ্য তাঁহার দাসত্ব করিতে লাগিল। যে প্রকৃতি তাঁহার নিকট দুর্দ্দান্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল, সেই প্রকৃতি আজি তাঁহার দাসী হইয়া তাঁহার পরিচারণা করিতেছে। যে পশু পক্ষী তাঁহার অন্ন পান আহরণের দুরতিক্রম বিঘ্নস্বরূপ ছিল, আজি তাহারা

তাঁহার দ্বারে শৃংখলবদ্ধ হইয়া অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছে। যে বিদ্যুৎ ও অগ্নির নিকট তিনি কৃপাপ্রার্থী হইয়া কত উপাসনা করিয়াছেন, আজি তাহারা তাঁহার দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আছে। যিনি অর্দ্ধ ক্রোশ অতিক্রম করিতে কত বিঘ্ন বিপত্তির হস্তে নিপতিত হইতেন, আজি তিনি এক দিনের মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে কত শত ক্রোশ অতিক্রম করিতেছেন, সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছেন, উত্তালতরঙ্গভীষণ মহাসমুদ্রের বক্ষঃস্থলে রাজপথ প্রস্তুত করিতেছেন; ইহাতেও তাঁহার শক্তি পরিসমাপ্ত হয় নাই, তিনি ব্যোমযান আরোহণ করিয়া নিরবলম্ব আকাশ-পথে সঞ্চরণ করিতেছেন। যিনি অব্যক্ত স্বরে কত আকার ইঙ্গিত করিয়াও আপনার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে অন্যকে বুঝাইতে কত কষ্ট পাইতেন, আজি তাঁহার মহার্থপূর্ণ বক্তৃতাতে কতই অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পাদিত হইতেছে; এমন কি, তিনি একটি মুদ্রাযন্ত্র অবলম্বন করিয়া নিভৃত গৃহ হইতে সমস্ত পৃথিবীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। সেই নগ্ন দেহে বৃক্ষতলে অবস্থান অবধি বর্ত্তমান সময়ের আশ্চর্য্য উন্নতি পর্য্যন্ত যে একটি সুদীর্ঘ সময় তাঁহার পশ্চাতে লম্বমান রহিয়াছে, তাহা উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার ধারাবাহিক জয় লাভের সাক্ষ্য দান করিতেছে। কিন্তু একবারে তিনি এই উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। এক অবস্থা হইতে আর একটি উন্নত অবস্থায় আরোহণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে কত পরীক্ষা ও কতই কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে এবং তাঁহার কত যত্ন ও কত চেষ্টা বিফল হইয়া গিয়াছে; তবে তিনি জয় লাভ করিয়াছিলেন। প্রথমে একটি সামান্য কুটীরও তাঁহার অল্প আয়াসে নির্ম্মিত হয় নাই। তিনি পরিবার-বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে কত বিশৃঙ্খল ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি কত পরীক্ষার পর কৃষি বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি কত ভ্রমের পর বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এই রূপ ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়াই তিনি এক্ষণে পৃথিবীর উচ্চ সিংহাসন অধিকার করিলেন।

এই সমস্ত বিষয়ে যেমন তিনি ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করিতেছেন, ধর্ম্ম বিষয়েও তাঁহার উন্নতি লাভের অবিকল এই রূপ সোপান দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন ক্ষুদ্র শিশু খাদ্যাখাদ্য বিবেচনা লাভ করিবার পূর্ব্বে কেবল স্বাভাবিক সংস্কারের বশম্বদ হইয়া যাহা পায় তাহাই আহার করিতে যায়, সেই রূপ মনুষ্য প্রথমাবস্থায় বিচার শক্তি উদ্ভিন্ন হইবার পূর্ব্বে কেবল স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই ঈশ্বরের পথে পদ ক্ষেপ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার ধর্ম্মও সেই রূপ হীনবেশ ছিল। এমন কি, মনুষ্য যে ধর্ম্মজীবী জীব ও সমুদায় সৃষ্টির এক প্রধান অংশ, তখন তিনি তাহার সুস্পষ্ট চিহ্ন বাহিরে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তৎপরে তিনি এক অনির্ব্বচনীয় শক্তিমাত্র উপলব্ধি করিলেন; যাহা তাঁহার নির্ভরের ভাব হইতে আবিষ্কৃত হইল, পরিশেষে ঈশ্বরের পৃথক্ সত্তা তাঁহার জ্ঞাননেত্রে আভিভূর্ত হইল; কিন্তু তখনও তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান পরিশুদ্ধ হয় নাই। ঈশ্বর তাঁহার অন্তরে আবিভূর্ত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি বাহিরে তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং বাহ্য জগৎ হইতে আপনার অভীষ্ট দেবতাকে মনোনীত করিতে আরম্ভ করিলেন; ঈশ্বরের মহিমা সকল তাঁহার নিকট ঈশ্বর বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার মহিমা অসংখ্য; সুতরাং তিনি একটি মাত্র পদার্থকে ঈশ্বর বলিয়া তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। 'সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু বহ্নি ও মেঘ বিদ্যুৎ প্রভৃতি অনেকগুলি তাঁ-

হার উপাস্য দেবতা হইলেন। ঈশ্বর দেশ ভেদে কত অসংখ্য প্রকার মহিমা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং দেশ ভেদে অনেক গুলি দেবতা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া উঠিলেন; আর কতকগুলি দেবতা সকল দেশেই সাধারণ হইলেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের কল্পনা-শক্তিও কতকগুলি দেবতা নির্ম্মাণ করিল। তিনি আপনাকে যত দূর জানিলেন, তদনুসারে তাঁহার দেবতা সকলের প্রকৃতিও অবধারিত হইল। কালক্রমে পশু পক্ষী ও বিশেষ বিশেষ মনুষ্যেরাও উপাস্য দেবতার আসনে আরোহণ করিল। পরিশেষে ঈশ্বরের সত্য স্বরূপ তাঁহার সমুদয় বুদ্ধিবৃত্তি পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। ঈশ্বর-তত্ত্বের ন্যায় ধর্ম্মের অন্যান্য তত্ত্বসকলও তিনি ক্রমে ক্রমে উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। সাধারণতঃ ইহাই ধর্ম্মোন্নতির রীতি। মনুষ্য জাতির পুরাবৃত্তে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্যসমাজ কখন কখন উন্নতি হইতে অবনতিতেও অবরোহণ করিয়াছে। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে সুন্দর রূপে প্রতীয়মান হয় যে সেই অবনতিই পরিণামে নবতর উন্নতির কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

হিন্দু জাতির ইতিহাসে একটি বিষয় কর্ম্মের ও আর একটি ধর্ম্মের যে দুইটি স্রোত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অনতিস্ফুট ছবি এই স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে; ইহা দ্বারা হিন্দু জাতির ভাব এক প্রকার হৃদয়ঙ্গম হইবে এবং হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস বিষয়ে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিব, তাহারও অপেক্ষাকৃত বৈশদ্য সম্পাদিত হইবে। বিশেষতঃ হিন্দুরা পার্থিব ও আধ্যাত্মিক এই উভয় বিষয়ের কোন্‌টিতে কত দূর কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন, ইহাতে তাহারও চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

আমাদের বীজপুরুষ আর্য্যগণ যখন অন্য বর্ষ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিলেন, তখন ইহা দুর্গম অরণ্যে আকুল ছিল; তাঁহারা তাহা পরিষ্কৃত করিলেন; দৈত্য দানব রাক্ষস প্রভৃতি দস্যুগণ তাঁহাদিগকে বারংবার আক্রমণ করিতে লাগিল, তাঁহাদের ধন সম্পত্তি সকল লুণ্ঠন করিতে লাগিল, এবং তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপে বিঘ্ন দিতে লাগিল। তাহারা তাঁহাদিগকে অসহায় পাইলেই ধৃত করিয়া আপনাদের অধিকার মধ্যে লইয়া যাইতে ও তথায় যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিতে লাগিল[১]। সমুদ্রের মধ্যস্থিত দ্বীপ হইতেও দস্যুগণ আসিয়া তাঁহাদিগের উৎপাত করিতে লাগিল[২]। আর্য্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তাঁহাদের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিলেন; যুদ্ধের উপকরণ সকল প্রস্তুত হইতে লাগিল; অরণ্য দগ্ধ করিয়া পথ প্রস্তুত করিলেন; তাহাদিগের নগর সকল বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন[৩]। তাহাদের দুর্গ সকল ভগ্ন করিলেন, তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন; অপহৃত সম্পত্তি সকল প্রত্যাহরণ করিলেন। তাহারা পলায়ন করিয়া নিবিড় অরণ্যে ও দুর্গম পর্ব্বতে লুক্কায়িত হইয়া

---

১ অত্রি ঋষিকে অসুরেরা পীড়াযন্ত্র গৃহে প্রবিষ্ট করিয়া তুষানল দ্বারা বধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ঋক্‌বেদ সংহিতার ১ মণ্ডলের ১১৬ সূক্তের ৮ ঋক্ দেখ।

২ তুগ্রো নামাশ্বিনোঃ প্রিয়ঃ কশ্চিদ্রাজর্ষিঃ। স চ দ্বীপান্তরবর্ত্তিভিঃ শত্রুভিরত্যন্তমুপদ্রুতঃসন্ তেষাং জয়ায় স্বপুত্রং ভুজ্যুং সেনয়া সহ নাবা প্রাহৈষীৎ। অশ্বিনযুগলের প্রিয় তুগ্র নামে কোন রাজর্ষি ছিলেন। তিনি দ্বীপান্তরস্থ শত্রুগণ কর্ত্তৃক অত্যন্ত উপদ্রুত হইয়া নিজ পুত্র ভুজ্যুকে সেনা সহ নৌকা দ্বারা প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঋক্‌বেদ সংহিতার ১ মণ্ডলের ১১৬ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখ।

৩ ত্বং হিত্যদিন্দ্র সপ্ত যুধ্যন্ পুর বজ্রিন্ পুরুকুৎসায় দর্দঃ। হে বজ্রধর ইন্দ্র তুমিই পুরুকুৎস ঋষির নিমিত্ত শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের সপ্ত নগর বিদীর্ণ করিয়াছিলে। ঋক্‌বেদ সংহিতা ১ মণ্ডলের ৬৩ সূক্তে ৭ ঋক্।

রহিল। কতকগুলি আসিয়া আর্য্যগণের শরণাপন্ন হইল; আর্য্যগণ কারুণ্য গুণে তাহাদিগকে অভয় দিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন [৪]। আত্মরক্ষা ও জয় লাভ করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল; সুতরাং তাঁহারা তাহাদিগের বৈরাচরণ শীঘ্রই বিস্মৃত হইয়া গেলেন। অনেককে আপনাদিগের ন্যায় উন্নত করিয়া লইলেন [৫]। এবং অনেকের পূর্ব্ব সম্মান অক্ষত রাখিয়া প্রণয় ভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; এমন কি, তাহাদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধও সংঘটিত হইয়া ছিল [৬]। যাহারা সমুদ্রস্থ দ্বীপ হইতে আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত রণতরী প্রস্তুত হইল; আপনার প্রাণসম পুত্রকেও তাহার অধিনায়ক করিয়া দুস্তর সমুদ্রে প্রেরণ করিলেন [৭]। তাঁহারা এই রূপে ভারত বর্ষ শাসন করিয়া নুতন সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিলেন। তাঁহাদের নামে দেশের নাম আর্য্যাবর্ত্ত হইল; দাক্ষিণাত্যও তাঁহাদের বসতিতে পরিপূর্ণ হইল; সমুদ্রগর্ভস্থ দ্বীপ সকল আর্য্যগণের উপনিবেশে ভূষিত হইতে লাগিল [৮]। তাঁহারা কৃষি বাণিজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন; অর্ণবপোত আরোহণ করিয়া দেশান্তরেও বাণিজ্য করিতে চলিলেন [৯]। আপনাদের সমাজ শৃংখলাযুক্ত করিলেন; কেহ কৃষক ও বণিক হইলেন; কেহ যুদ্ধ বিদ্যার অনুশীলন করিতে লাগিলেন; কেহ ধর্ম্ম কার্য্যের অধ্যক্ষ হইলেন। শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতি হইতে লাগিল; অঙ্ক জ্যোতিষ্ প্রভৃতি অত্যুচ্চ বিদ্যা সকলের আলোচনা আরম্ভ হইল; কলাবতী গানপদ্ধতি প্রস্তুত হইল; রাশি রাশি গ্রন্থ সকল প্রকটিত হইতে লাগিল; দেশ বিদেশে আর্য্য জাতির কীর্ত্তিকলাপ উড্ডীয়মান হইল। মহর্ষিগণের মধুময় আধ্যাত্মিক ভাব, মহাবীরগণের লোমহর্ষণ বীরত্ব, মহাকবিগণের অদ্ভুত কাব্য নাটক আর্য্যগণের কীর্ত্তিস্তম্ভ হইয়া ভারত ক্ষেত্রে নিবদ্ধ হইতে লাগিল।

আর্য্যদিগকে প্রথমে দৈত্য দানব রাক্ষস দস্যু প্রভৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া আপনাদের সচ্ছন্দতা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কালক্রমে যখন আর্য্য নাম লুপ্ত হইল, যখন

৪ ভারতবর্ষের ইতিহাসবেত্তারা বলেন শরণাপন্ন দস্যুরাই ভারতবর্ষীয় শূদ্র জাতির মূল। ঋগ্বেদেও মধ্যে মধ্যে দাসের কথা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও ঐ অনুগত দস্যু জাতিকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে। তত্ত্ববোধিনী ৫ কল্প, ৩ ভাগ। ২০৮ পৃষ্ঠা।

৫ কবষঐলুষের উপাখ্যান পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ কবষ এক দাস ছিল; তৎপরে ঋষিরা তাহাকে আপনাদের সমকক্ষ করিয়াছিলেন। ঐ

৬ যযাতি রাজার দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা নামে দুই পত্নী ছিলেন। দেবযানী অসুরগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা ও শর্ম্মিষ্ঠা অসুররাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা। এই শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে পুরু নামে যে পুত্র জন্মিয়াছিল, কৌরব পাণ্ডব কংস ও জরাসন্ধ প্রভৃতি তাহারই সন্তান। মহাভারত দেখ। এই উপাখ্যান ও পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যান সকলকে ইতিহাস বলিয়া গণ্য করা যাইতেছে না; কিন্তু তদ্দ্বারা তৎকালীন আচার ব্যবহারের বিলক্ষণ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

৭ তুগ্রোহ ভুজ্যু মশ্বিনোদমেঘে রয়িং ন কশ্চিন্মমৃবাঁ অবাহাঃ। হে অশ্বিদ্বয়ুগল! যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তি ধন পরিত্যাগ করে, সেই রূপ মহর্ষি তুগ্র দ্বীপান্তরস্থ শত্রুগণকে জয় করিবার নিমিত্ত নিজ পুত্র ভুজ্যুকে উদমেঘ সমুদ্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদ সংহিতা ১ মণ্ডল ১১৬ সূক্ত ৮ ঋক্।

৮ যাবা লঙ্কা, শকেট্রা প্রভৃতি বালী-দ্বীপে হিন্দুরা বসতি করিয়াছিলেন; তত্ত্ববোধিনী ৬ কল্প ৩ ভাগ ৯৭ পৃষ্ঠা।

৯ সমুদ্রং ন সঞ্চরণে সনিষ্যবঃ। যেমন ধনার্থী বণিকেরা সঞ্চরণের নিমিত্ত সমুদ্রে আরোহণ করে। ঋগ্বেদ সংহিতা ১ মণ্ডল ৫৬ সূক্ত ২ ঋক্। এই উপমা দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, বৈদিক সময়ে বাণিজ্যার্থ সমুদ্র যাত্রা প্রচলিত ছিল।

ইহাঁরা হিন্দু হইতে চলিলেন, তখন যবনদিগের উৎপাতে আক্রান্ত হইতে লাগিলেন। পারস্যরাজ দরায়ুস্ অনেক দিন ভারত বর্ষের সুবর্ণ মুদ্রা ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার অপহৃত দেশ সকল কালক্রমে হিন্দুরা পুনরায় উদ্ধার করিয়া লইলেন। কিছু কাল পরে মাসিডোনিয়ার রাজা দুর্দান্ত আলেকজাণ্ডর কাশ্মীর ও তক্ষশিলার রাজাদিগের সহিত যোগ করিয়া ভারত বর্ষে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এক মাত্র পুরস্ তাঁহার বিঘ্নস্বরূপ হইলেন। আলেক্জাণ্ডর ন্যায়যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া ছলনা পূর্ব্বক নদী পার হইলেন। পুরসের পুত্র সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন; পুরসের সৈন্যগণও পলায়ন করিল; কিন্তু পুরস্ একাকী গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। এ দিকে মগধরাজ মহানন্দ অসংখ্য সেনাগণ সমভিব্যাহারে পুরসের সাহায্যার্থ উদ্যোগী হইলেন; পরিশেষে সন্ধি দ্বারা সেই যুদ্ধ পরিসমাপ্ত হইল। কিছু কাল পরে আলেক্জাণ্ডরের সেনাপতি সিলিউকস্ ভারতের অনতিদূরবর্ত্তী বাক্ট্রিয়া রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া ভারত বর্ষ আক্রমণ করিতে আইলেন; এ দিকে মগধরাজ চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। সিলিউকস্ চন্দ্রগুপ্তকে কন্যাদান করিয়া বন্ধুতা ক্রয় করিলেন এবং মেগাস্থিনিস্ চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় সংস্থাপিত হইল।

বলিতে বলিতে সৌভাগ্য সূর্য্যের মধ্যাহ্নকাল অতিক্রম করিলাম; অতঃপর হিন্দু জাতির ইতিহাস হৃদয়কে বিদারিত করিবে। এই স্বর্ণভূমির প্রতি আরবদিগের দৃষ্টিপাত হইল। বসোরা নগরের অধ্যক্ষ আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র কাসিমকে সিন্ধুরাজ ধীরের বিপক্ষে প্রেরণ করিল; কাসিম দেবালে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে মুসলমান হইতে বলিল। তাঁহারা তাহার কথা অগ্রাহ্য করিলেন। তাঁহাদের কণ্ঠ দেশে আরবদিগের শাণিত তরবাল ক্রীড়া করিতে লাগিল; দেবাল সমভূমি হইল। অনন্তর কাসিমের সৈন্য সিন্ধু রাজ্যে প্রবেশ করিল; রাজকুমার সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। বিপক্ষের সাংঘাতিক অস্ত্র আসিয়া সিন্ধুরাজের অধিষ্ঠিত মাতঙ্গের গাত্রে ও ভারত-লক্ষ্মীর বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল। বীরপত্নী বীরজননী সিন্ধুরাজমহিষী ভগ্ন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজধানী রক্ষা করিতে লাগিলেন; শত্রু সৈন্য নগর বেষ্টন করিল। যবনের হস্তে আত্ম সমর্পণ! রাজমহিষী সহ্য করিতে পারিলেন না। ধর্ম্ম রক্ষা তাঁহার এক মাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল, মর্ত্ত্য জীবন তুচ্ছ হইয়া পড়িল। কিছু কাল পরে ভারতের অনতিদূরবর্ত্তী গজনী নগরে এক নূতন সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। মহম্মদ গজনী দ্বাদশ বার আক্রমণ করিয়া ভারতভূমিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। তাহাতেও ভারত বর্ষের জীবন যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, মহম্মদ ঘোরির হস্তে নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। এবং বিধ ব্যস্ততার মধ্যে হিন্দু জাতির সভ্যতা সময় ও অবস্থার সমুচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যে রূপ অভিনয় করিতে ছিলেন, তাহা কাহারও অপ্রীতিকর হয় নাই। কৃষি বাণিজ্য শিল্প সাহিত্য প্রভৃতি প্রত্যেক অঙ্কই তাঁহার সৌন্দর্য্য ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে ছিল; কিন্তু অধিকারী তাঁহার রূপান্তর করিতে ইচ্ছা করিলেন; সুতরাং তাঁহার আদেশে জবনিকা নিক্ষিপ্ত হইল; এক্ষণে সভ্যতা দেবী তাঁহার আদেশমত প্রস্তুত হইয়া আসিতেছেন।

আর্য্য জাতির হস্তে একটি স্বর্গীয় দীপ প্রজ্বলিত হইতে ছিল; প্রচণ্ড বাত্যাও তাহা নির্ব্বাণ করিতে পারে নাই। দিন দিন তাহার জ্যোতি ও শিখা বিস্তার পাইতে

লাগিল, এক্ষণে তাহার আলোক সমস্ত পৃথিবীর মন হরণ করিতেছে। আমরা তাহারই বৃত্তান্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ধর্ম্মভাবে ও ধর্ম্ম তত্ত্বের অনুসন্ধানে হিন্দু জাতি সমুদায় পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয়। হিন্দু জাতিকে যেন ধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এখানে সমুদায় কর্ম্মই ধর্ম্মের বেশে ও ধর্ম্মের আদেশে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; এমন কি, যুদ্ধ যে এমন নৃশংস ব্যাপার, তাহাও কেবল ধর্ম্মবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইত। ধর্ম্মবিষয়ে যত প্রকার তর্ক ও যত প্রকার মত উপস্থিত হইতে পারে, তাহার সকলের প্রতিই হিন্দুদিগের দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ ইহাঁরা ধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ ঈশ্বরতত্ত্ব সুন্দররূপে উপলব্ধি করিয়া ছিলেন। ধর্ম্মের বিপক্ষেও ভূরি ভূরি তর্ক বিতর্ক লইয়া হিন্দু জাতির মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন হইয়াছিল; তদ্দ্বারা হিন্দু ধর্ম্মের মত সকল বহুল পরিমাণে সংশোধিত হইয়াছে। হিন্দু ধর্ম্মের আদি গ্রন্থ বেদ ভিন্ন ভিন্ন কালের ভিন্ন ভিন্ন ভাব সকল ধারণ করিতেছে। কালে কালে হিন্দুধর্ম্মের যে সমস্ত মত ও বিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছে, বেদ ও বেদাঙ্গের ন্যায় স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্র সকল তাহা বহন করিতেছে। হিন্দু ধর্ম্মের মত সকল পরিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত নানাবিধ দর্শন শাস্ত্র প্রকটিত হইয়াছে। নানক চৈতন্য প্রভৃতি এক এক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মে কত নূতন নূতন আলোক প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ফলত ধর্ম্ম লইয়া হিন্দু জাতির মধ্যে যেরূপ আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, এমন আর কুত্রাপি হয় নাই।

কিন্তু এই সমস্ত এক দিনে সম্পন্ন হয় নাই। হিন্দু জাতির অন্যান্য বিষয়ের ইতিহাসে যেমন ক্রম বৃদ্ধি হইয়া থাকে, ধর্ম্মের ইতিহাসেও সেই রূপ ক্রম প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। আর্য্যদিগের সময় অবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের গতি আলোচনা করিলে যেমন মনুষ্য মনের পরিবর্ত্তন-শীলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই রূপ এই একটি সত্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই সকল পরিবর্ত্তন কোন না কোন প্রকার অনিষ্টের প্রতি বিধানের নিমিত্ত যেন সর্ব্বাধ্যক্ষ ঈশ্বরের হস্ত হইতেই উপস্থিত হইয়াছিল। কোন বিষয় আত্যন্তিক হইয়া উঠিলেই অনিষ্টের কারণ হয়; কিন্তু মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর এই রূপ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, যে বিষয় যখন আত্যন্তিক হইয়া সীমাকে অতিক্রম করিতে যায়, তখন অন্য দিক্ হইতে তাহার প্রতিবিধান আসিয়া উপস্থিত হয়। যখন গ্রীষ্মের আতিশয্য হইয়া উঠে, তখন বৃষ্টি-ধারা নিপতিত হইয়া পৃথিবীকে সুশীতল করে।

হিন্দুধর্ম্মের প্রথমাবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে যে আর্য্যেরা প্রায় সমুদায় ধর্ম্ম কর্ম্ম ঐহিক বিষয়ের প্রতিই লক্ষ্য বন্ধন করিয়া অনুষ্ঠান করিতেন এবং কি প্রকারে শত্রুগণকে সংহার করিব, কি প্রকারে তাহাদিগের ধন সমস্ত হস্তগত হইবে; এই প্রকার প্রতিহিংসার ভাবে আক্রান্ত হইয়া অনেক সময় হোম যাগ করিতেন। দেবতারদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক স্তোত্র সকলও ভূরি পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে বটে; কিন্তু সেই কৃতজ্ঞতাও অনেক সময়ে শত্রুগণের প্রাণ সংহারে কৃতকার্য্য হওয়াতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের প্রার্থনাপূর্ণ মন্ত্রাদিতেও ঐহিক সুখ সাধনের উপযোগী বিষয় সকলই অধিকাংশস্থলে প্রার্থিত হইতেছে। তাঁহাদের সেই অবস্থায় সেই প্রকার ভাবের উদয় হওয়াই নিতান্ত সম্ভাবিত, তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই এবং তন্নিমিত্ত তাঁহারা ভক্তি ব্যতীত নিন্দার ভাজন কখনই হইতে পারেন না; সমুদ্র হইতে যে বিন্দু

কিছু বাষ্প উত্থিত হয়, তাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাহা লইয়া মেঘরাশি উৎপন্ন করিয়া আমাদের প্রচুর মঙ্গল করিতেছেন, সেই রূপ তাঁহাদের সেই অগত্যা বিজৃম্ভিত আত্মম্ভরিতার মধ্যেই যে ধর্ম্ম অঙ্কুরিত হইতেছিল, তাহাই পল্লবিত হইয়া আমাদিগকে ছায়া দান করিতেছে।

কিছু কাল পরে তাঁহাদের সেই সমারব্ধ কর্ম্মকাণ্ড সবিশেষ বিস্তার প্রাপ্ত হইল। সেই সমস্ত বৈতানিক কর্ম্মের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উন্নত ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। উন্নত উদ্দেশ্য সংসাধন করিবার নিমিত্ত ধর্ম্ম সাধন করা আবশ্যক এই আভাস তাহার মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সময়ে তাঁহাদের দৃষ্টি পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া স্বর্গের প্রতি প্রধাবিত হইয়াছিল, কেবল এই সংসারে আবদ্ধ হইয়া থাকে নাই। কিন্তু কর্ম্ম সকল যৎপরোনাস্তি বিস্তারিত হইয়া উঠিল; দীর্ঘ কাল ব্যাপী যজ্ঞাদির অনুরোধে অনেক অনেক আবশ্যক কর্ম্মেও বাধা পড়িতে ও অনেক বিফল কর্ম্মও জনসমাজকে আকুলিত করিতে লাগিল। বিশেষতঃ প্রথমে শ্রদ্ধাস্পদ আর্য্যগণ যে উদ্যমপূর্ণ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কেবল হৃদয়ের প্রভাবে ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া ছিলেন, এ পর্য্যন্ত সেই স্রোতই প্রবাহিত রহিল; সুতরাং যাহাতে জ্ঞানের আলোচনার দ্বারা সেই বিশ্বাস পরিমার্জ্জিত হয়, তাহার সময় সমুপস্থিত হইল।

ইহার পরেই হিন্দু সমাজে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচুর আলোচনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঋষিগণ আত্মা ও পরমাত্মার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। তৎকাল-প্রচলিত যাগ যজ্ঞ সকল যে পরম পুরুষার্থ সাধনের উপযোগী নহে এবং পৃথিবীর ন্যায় লোকান্তরেও বিষয় সুখ ভোগ করা মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ নহে, ইহা তাঁহাদিগের প্রতীতি হইতে লাগিল। কর্ম্ম কাণ্ডের প্রতি তাঁহাদের আদর শিথিল হইয়া পড়িল, জ্ঞান কাণ্ডের মহিমাতেই তাঁহাদের সমুদায় অন্তঃকরণ পক্ষপাতী হইল। ব্রহ্ম যে এক মাত্র মহান্ বস্তু, অগ্নি বায়ু নহেন, তাহা মহর্ষিগণের জ্ঞান-নেত্রে প্রতিভাত হইল। এত দিন উপাসনাপ্রণালী স্তোত্র ও প্রার্থনাপ্রধান ছিল; এক্ষণে তাহা ধ্যানপ্রধান হইল। এই সময়ের আলোচনাকে ব্রহ্মজ্ঞানের চূড়ান্ত আলোচনা বলিয়া স্বীকার করা যায় না বটে কিন্তু যে সকল মুক্তিসাধন সত্য ব্রাহ্মধর্ম্মের আধার হইয়া আছে, তাহা ঐ সময়ের আলোচনার মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু এই সময়ে পণ্ডিতগণের জ্ঞানানুরাগ এত আত্যন্তিক হইল যে, জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় রক্ষা নিতান্ত দুরূহ হইয়া উঠিল। এমন কি, তাঁহারা জ্ঞানের ফল ও কর্ম্মের ফল পরস্পর বিরোধী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। তাঁহাদের নিকটে কর্ম্ম সকল মুক্তি লাভের বিরোধী সুতরাং জ্ঞান কর্ম্মের বিরোধী হইয়া উঠিল। ইহাতে এই হইল যে, চতুর্দ্দিকে তত্ত্বজ্ঞানের কোলাহলে কর্ম্মকাণ্ড সকল ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। এবং পণ্ডিতগণ তর্ক বিতর্কে অবগাহন করিয়া তন্ন-তন্ন করিতে করিতে সুমধুর ঈশ্বর তত্ত্বকে এমন জটিলতাতে আচ্ছন্ন করিলেন যে, হৃদয় আর তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং অন্য প্রকার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইল।

হৃদয় যাহাতে পরিতৃপ্ত হয়, সাধারণ জনসমাজ তাহার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিল। দুরবগাহ তর্কতরঙ্গ ভেদ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা দুষ্কর হইয়া উঠাতে সাধারণের মন

অন্য দিকে প্রধাবিত হইল। বৈদিক দেবদেবী সকল তাঁহাদের হৃদয়ের অনুরূপ হইয়া নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উপাসনার বৈদিক প্রণালীও পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল। বিশেষ বিশেষ মনুষ্যেরা দেবত্ব লাভ করিলেন। পরিশেষে তাঁহাদের প্রতিমা সকল নির্ম্মিত হইতে লাগিল।

এক্ষণে এই শেষোক্ত প্রণালী হিন্দুসমাজে সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রে আরও কিছু প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। শাস্ত্রকারেরা হিন্দু ধর্ম্মকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; এক ভাগে নানা দেবদেবীর আরাধনা ও যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি নানা ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান, অন্য ভাগে ব্রহ্মজ্ঞান। পণ্ডিতেরা স্পষ্টাক্ষরে অধিকারী ভেদে এই রূপ ব্যবস্থা ভেদ বিধান করিয়াছেন এবং স্পষ্টাক্ষরে একটিকে কনিষ্ঠ প্রণালী, আর একটিকে উৎকৃষ্ট প্রণালী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রজ্ঞ হিন্দু-মাত্রেই ইহা অঙ্গীকার করিয়া থাকেন।

হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃতির সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের প্রকৃতির তুলনা করিলে ইহার সহিত তৎসমুদায়ের একটি মহান্ প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মে ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন রূপে ইহুদি জাতীয় মেরি নামক কোন কামিনীর কানীন পুত্রের উপাসনা প্রচলিত আছে; ইহাই খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ। এই লক্ষণ যাহাতে নাই, তাহাকে কোন প্রকারে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। ইউনিটেরিয়ানেরা উক্ত নরোপাসনারূপ উপধর্ম্ম হইতে একেশ্বরের উপাসনা পৃথক্ করিয়া লইয়া আপনাদিগকে যে খৃষ্টীয় বলিয়া থাকেন, অন্যান্য খৃষ্টীয়গণ তাহা অসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন করেন; তাঁহাদিগের মতে ট্রিনিটেরিয়ান্ মতই যথার্থ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম। সুতরাং যথার্থ খৃষ্টীয় ধর্ম্মে আমরা বাস্তবিক একেশ্বরবাদ প্রাপ্ত হইতে পারি না। ইউনিটেরিয়ান্দিগের ন্যায় কষ্ট কল্পনা করিয়া তাহা হইতে একেশ্বরবাদ প্রতিপন্ন করা আর নূতন ধর্ম্ম-প্রণালী সংস্থাপন করা উভয়ই সমান। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃতি অন্য প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের সর্ব্ববাদিসম্মত একটি পৃথক্ প্রণালী আছে; তাহা স্পষ্টাক্ষরে একেশ্বরবাদ প্রতিপন্ন করিতেছে এবং সেই একেশ্বরবাদই হিন্দুদিগের মতে মুক্তিলাভের সাক্ষাৎ কারণ উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত তুলনা করিলেও এই রূপ প্রকৃতিগত অনেক বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।

হিন্দু জাতি প্রথমে কর্ম্ম পদ্ধতির আদর্শ প্রদর্শন করিলেন; তৎপরে জ্ঞানালোচনার পথ পরিষ্কৃত হইল, তৎপরে ঈশ্বরকে হৃদয়ের ঈশ্বর করিতে হইবে, তাহার আভাস প্রদর্শিত হইল। পরিশেষে পৌত্তলিকতা প্রভৃতি উপধর্ম্ম সকলকে পৃথক্ করিয়া নিকৃষ্ট প্রণালীর অন্তর্গত করা হইল। এই রূপে এক প্রকৃত ধর্ম্মের উপাদান সকল্ ইতস্ততঃ প্রস্তুত হইয়া কেবল নিমিত্ত কারণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বৃক্ষের বীজ মৃতপ্রায় হইয়া পৃথিবীতে পতিত থাকে; জল বায়ু জ্যোতি প্রভৃতি নিমিত্ত কারণকূট একত্র হইলেই বৃক্ষের আকার পরিগ্রহ করে। সেই রূপ হিন্দুসমাজরূপ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে যে ধর্ম্মবীজ রোপিত হইয়া ছিল; কাল ক্রমে তাহার নিমিত্ত কারণ সকল সংঘটিত হইল; ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ মনোহর বৃক্ষ আপনার ছায়া বিস্তার করিতে লাগিল। মনুষ্যসমাজের প্রথম অবস্থা অবধি মনুষ্যের মন এই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রসব করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিল। সেই অজ্ঞাতম কালে—আর্য্যদিগের সময়ে যে

কলিকা উপজাত হইয়া ছিল, তাহাই প্রস্ফুটিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম নাম ধারণ করিয়াছে; এবং প্রগাঢ় বিশ্বাসের সহিত ব্যক্ত করিতেছি যে, পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম কালক্রমে প্রস্ফুল্ল হইয়া এই রূপ পরিণাম প্রাপ্ত হইবে; এই হিন্দু ধর্ম্মের বিকাশই—এই ব্রাহ্মধর্ম্মই তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ প্রদর্শন করিতেছে।

মুসলমান ধর্ম্ম ও তাহার বিস্তার।

মুসলমানদিগের ধর্ম্ম কার্য্য চার অংশে বিভক্ত—উপাসনা, দান, উপবাস ও তীর্থ-যাত্রা। উপাসনার পূর্ব্বে শুচি হওয়া ইহাদিগের মতে অতিশয় আবশ্যক; ইহারা কহে শরীর-শুদ্ধিই আত্মার শুদ্ধি ব্যক্ত করিয়া দেয়। এই শুদ্ধি কার্য্য ইহাদিগের স্বতন্ত্র প্রকার; প্রথমত দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্ত পরিষ্কৃত করিয়া সমস্ত মুখ তৎপরে বাহু, কফোণি, পদ ও মস্তকের সম্মুখ ভাগ অনুক্রমে এক বার ধৌত করে। তাহার পর হস্ত, মুখ-বিবর ও নাশারন্ধ্র, তিনবার ধৌত করিয়া থাকে। পরিশেষে আর্দ্র-মস্তকের অবশিষ্ট জল বিন্দু দ্বারা কর্ণ-যুগল সিক্ত করে। হস্ত পদাদি প্রক্ষালন কালে অগ্রে তত্তৎ অংশের অঙ্গুলি সকল ধৌত করিতে হয়। এই রূপে শরীরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ ও বাম পার্শ্বে শেষ করিয়া শরীর শুদ্ধি করে। যে স্থলে জল নাই তথায় পরিচ্ছন্ন বালুকা দ্বারাও এই কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে।

মুসলমানেরা দিবসের মধ্যে পাঁচ বার উপাসনা করিয়া থাকে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাও প্রথম প্রহর রাত্রির অন্তর্বর্ত্তি সময় উপাসনার প্রশস্ত কাল। কেহ কেহ রাত্রির প্রথম হইতে শেষ প্রহর পর্য্যন্ত যখন হউক আর এক বার উপাসনা করে। উপাসনা কালে মুসলমানেরা এই বাক্য বারংবার উচ্চারণ করে—"লাহু এল্লেল্লা মহম্মদ রসুল এল্লা" ঈশ্বর এক মাত্র, অদ্বিতীয়, মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত। মসজিদ কিম্বা কোন প্রকার পরিচ্ছন্ন প্রদেশই ইহাদিগের উপাসনার স্থান। উপাসনা কালে মুসলমানেরা মক্কার অভিমুখীন হইয়া স্বর্গের দিকে চক্ষু নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ঐ সময় ইহারা এক এক বার মস্তক নত করে। কিন্তু মুসলমান স্ত্রী-লোকদিগের উপাসনা-প্রণালী স্বতন্ত্র। ইহাদিগকে মস্তক নমত এবং বাহু যুগল প্রসারিত করিতে হয় না। ইহারা তৎকালে বাহুদ্বয় বক্ষে রাখে এবং মৃদুবাক্যে প্রার্থনা করে। পুরুষের সহিত মসজিদে যাইতে এবং উপাসনা করিতে ইহাদিগের নিষেধ আছে। ইহাদিগকে উপাসনা কালে অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিতে হয়।

পূর্ব্বে সেবিয় জাতি যেরূপ প্রণালীতে উপাসনা করিত, মুসলমানেরা তাহারই অনুকরণ করে। ইহারা উপাসনাকে নিত্য-অনুষ্ঠেয় কার্য্যের মধ্যে গণনা করিয়া থাকে। শুক্রবার সাধারণ-উপাসনার দিবস। মুসলমানদিগের মতে শুক্রবার অতি পবিত্র। এই দিবসে ঈশ্বর মনুষ্যকে সৃষ্টি করেন।

ধর্ম্ম কার্য্যের দ্বিতীয় অঙ্গ—দান। এই দান দুই প্রকার প্রথম অর্থাদি দান; ইহাকে মুসলমানেরা জাকাট বলে, অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রার্থনানুসারে দান; ইহাকে সাতাকাট বলে। প্রত্যেক মুসলমানকেই স্বব আয়ের দশমাংশ দরিদ্রদিগের দুঃখমোচনার্থ দান করিতে হয়।

তৃতীয় অঙ্গ উপবাস। প্রত্যেক বৎসরে এক মাস কাল সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত কাল পর্য্যন্ত মহম্মদের মতানুবর্ত্তী প্রত্যেক মুসলমানকে উপবাস করিয়া থাকিতে হয়। এই রূপ উপবাস অতিশয় কষ্ট-সাধ্য।

এই সময়েদিবসের মধ্যে কোন প্রকার বিলাস দ্রব্য ব্যবহার এবং স্নান করা নিষিদ্ধ বলিয়া ইহারা বিবেচনা করে এবং যাহাতে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হইতে পারে এমন কোন কার্য্যই অনুষ্ঠান করে না। ইহারা কহে এই উপবাস দ্বারা দেহ ও আত্মা পরিশুদ্ধ হয়। এক জন মুসলমান গ্রন্থকার কহিয়াছেন উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরের দিকে যাইবার পথের অর্দ্ধেক অতিক্রম করা যায়। উপবাস দ্বারা ঈশ্বরের আবাসের বহির্দ্বারে উপনীত হইতে পারে এবং দান ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেয়।

চতুর্থ অঙ্গ—তীর্থযাত্রা। প্রত্যেক মুসলমানকে জীবনের মধ্যে অন্তত এক বারও মক্কা তীর্থে গমন করিতে হইবে। যদি স্বয়ং না যাইতে পারে, তাহা হইলে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবারও বিধি আছে, কিন্তু প্রতিনিধিকে তীর্থ স্থলের প্রতিউপাসনায় ও প্রত্যেক অনুষ্ঠানে প্রেরয়িতার নামোল্লেখ করিতে হইবে। যাঁহারা প্রৌঢ় হইয়াছেন, যাঁহাদিগের স্বাস্থ্য ও অর্থ-বল আছে, এই রূপ লোকই তীর্থ যাত্রা করিবার উপযুক্ত পাত্র। যাহারা তীর্থে গমন করে, মৃত্যুর পূর্ব্বাবস্থার ন্যায় তাহাদিগকে সমুদায় বিষয়ের একটি বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হয়। মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার এই তিনটি যাত্রিক দিবস। তীর্থযাত্রীরা উহার মধ্যে এক দিবস আত্মীয় স্বজন সকলকে একত্র আহ্বান করিয়া এই রূপ কহে আমি এই পবিত্র কার্য্যে যাত্রা করি, এক্ষণে ঈশ্বরের হস্তে আমার সমুদায় কার্য্য, জীবন ও তোমাদিগকে সমর্পণ করিলাম। তৎপরে বাটী হইতে নির্গত ও বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়াই মক্কার অভিমুখে মুখ পরিবর্ত্ত করে এবং কোরাণ হইতে এই বাক্য ভক্তি ভাবে উচ্চারণ করিয়া থাকে "যে কার্য্য আমাকে ঈশ্বরের সম্মুখে লইয়া যাইবে তাহা সাধন করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের প্রিয়ভূমি মক্কার দিকে মুখ পরিবর্ত্ত করিলাম"।

তীর্থযাত্রা কালে মুসলমানদিগকে তিনটি নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, প্রথম—কাহারও সহিত বিবাদ বিসম্বাদ না করা; দ্বিতীয় অন্যকৃত নিন্দা ও কর্কশ ব্যবহার সহ্য করা; তৃতীয় সঙ্গীদিগের সহিত সদ্ভাব সংস্থাপন করা।

গমন কালে অনাথ দীন দরিদ্রদিগকে অবস্থানুসারে দান করিয়া যাইতে হয়। এই তীর্থ যাত্রিরা মক্কার সান্নিধ্যে গমন করিয়া আর কেশ ও নখ সংস্কার করে না এবং দেহে গৈরিকাদি মৃত্তিকা লেপন করিয়া তৎকাল-সমুচিত একটি বেশ ধারণ করিয়া থাকে। তখন উহারা কোন রূপ অলঙ্কার পরিধান করে না। তীর্থ স্থানে উষ্ণীষ বিনা অন্য কোন রূপ শিরোভূষণ ধারণ করিবার বিধি নাই; কিন্তু যাহারা অতিশয় বৃদ্ধ তাহারা আপন আপন দানের তারতম্যানুসারে কখন কখন তাহা ব্যবহার করিয়া থাকে।

যদি স্ত্রীলোক তীর্থ যাত্রা করে, তাহা হইলে কি গ্রীষ্ম কি শীত সকল কালেই বস্ত্র দ্বারা তাহাকে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিতে হয়, এবং যত দিন না তথা হইতে প্রতিগমন করে, ততদিন ঐ রূপ বেশে কাল যাপন করিতে হয়। তীর্থ-স্থলে উপস্থিত হইয়া কেহ কোন রূপ অপবিত্র বাক্য উচ্চারণ ও অপবিত্র কার্য্য অনুষ্ঠান করে না। কেহই তৎকালে স্বজাতির কথা দূরে থাক, একটি ক্ষুদ্র কীটেরও জীবন নষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু যদি কোন রূপ হিংস্র জন্তু হিংসা করিতে আইসে, অবিচারিত চিত্তে তাহাকে বিনাশ করিতে পারে।

যখন যাত্রীরা মক্কায় উপস্থিত হয়, তখন অনন্য-কর্ম্মা হইয়া সর্ব্বাগ্রে এক জন পাণ্ডার

সহিত মন্দিরে প্রবেশ করে। প্রবেশ দ্বারে চার বার দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া একটি প্রার্থনা বাক্য পাঠ করে। তৎপরে মন্দিরের অভ্যন্তরে গিয়া কৃষ্ণ বর্ণ প্রস্তরের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণত হয়, এবং কএক বার তাহা চুম্বন করে। অনন্তর মন্দিরকে বামপার্শ্বে রাখিয়া তিন বার দ্রুত গতিতে ও চার বার মন্দ গতিতে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। এই প্রদক্ষিণ কালে একটি স্তুতি পাঠ ও ঐ কৃষ্ণ বর্ণ প্রস্তরকে স্পর্শ করিতে হয়।

মহম্মদের পূর্ব্বাবধি তীর্থ যাত্রীদিগের মক্কার মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার রীতি প্রচলিত আছে। পূর্ব্বে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলই উলঙ্গ হইয়া প্রদক্ষিণ করিত, কিন্তু মহম্মদ এই কুৎসিত ব্যবহার নিবারণ করিয়া তীর্থ যাত্রীদিগের একটি বিশেষ পরিচ্ছদ ধারণ করিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়া যান এবং দিবসের পরিবর্ত্তে স্ত্রীলোকদিগের রাত্রিকালে মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার নিয়ম করেন। মন্দিরের চতুর্দ্দিক সাত বার প্রদক্ষিণ করা হইলে যাত্রীরা মন্দিরে বক্ষ আঘাত করিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া আপন আপন পাপ কার্য্যের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকে। তৎপরে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জেম্ জেম্ নামক প্রসিদ্ধ পবিত্র কূপের নিকট উপস্থিত হইয়া সকলকে উদর পূর্ণ করিয়া তাহার জল পান করিতে হয়। এই রূপে তীর্থের কার্য্য নির্ব্বাহ হইলে যাত্রীরা এক জন নাপিতের নিকট মস্তক মুণ্ডন করে এবং এই সময়ে নাপিত ও যাত্রী উভয়েই একটি স্তব পাঠ করে। তৎপরে ঐ ছিন্ন কেশ গুলি একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রোথিত করিতে হয়। এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইলে যাত্রীরা তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করে।

---

* * * * *

পাণ্ডব গির্য্যাশ্রম ২৯ শ্রাবণ ১৭৯০ শক ৩৯ ব্রাহ্ম সম্বৎ
পবিত্র বুধবার।

প্রীতি ভাজনেষু

* * * * *

“ তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যা ” পৃথিবী জানিবার নিমিত্তে তাঁহাকে প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করিতেছে, কিন্তু সেই “ পরো দিবা পরএনা পৃথিব্যা ” তাহার নিকটে “ তমসি তিষ্ঠন্ তমসোন্তরোয়ম্ ” হইয়া রহিয়াছেন। সমুদ্র-গর্ভ হইতে পর্ব্বত সকল তাঁহাকে জানিবার নিমিত্তে মেঘ ভেদ করিয়া উন্নত মস্তকে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল, তাহারা না জানিতে পারিয়া চিরকাল স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে-“ধ্যায়ন্তীব পর্ব্বতাঃ।” তাঁহাকে জানিবার নিমিত্তে শিরাজের উদ্যানে গোলাব প্রস্ফুটিত হইল, মানস সরোবরে পদ্ম বিকশিত হইল—কিন্তু তাঁহাকে না জানিতে পারিয়া তাহারা প্রাণ দান করিল। সুপর্ণ হোমায়ুন অনাহারে আকাশে আকাশে সঞ্চরণ করিয়াও তাঁহাকে জানিতে পারিল না—মৃগরাজ সিংহও কোন বন-দেবতার নিকট হইতে তাঁহার বিষয়ে উপদেশ পাইল না। মাতা তুমি যুগে যুগে স্তরে স্তরে অসংখ্য জীব জন্তু উৎপাদন করিলেন, কেহই তাঁহার অনুসন্ধান পাইল না। আশ্চর্য্য হইয়া নিষ্কাম অপ্রমত্ত মনুষ্যই সকলের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। “ বেদাহম্ এতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। ” তিনি তাঁহার আবির্ভাব বাহিরে দেখিলেন, তিনি তাঁহার নিগূঢ় ভাব অন্তরে দেখিলেন—তিনি জানিলেন যে “ সনোবন্ধুর্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা। যত্র দেবা অমৃতমানশানাস্তৃতীয়ে ধামন্নধ্যৈরয়ন্তঃ॥” তিনি সেই সকল সুখের আকর, সকল কল্যাণের প্রস্রবণ জগৎপিতার পরম পদে নমস্কার করিয়া কৃতার্থ হইলেন। “নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ। নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায়চ। নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং।

Whose dwelling is the light of setting suns, And the round ocean, and the living air, And the blue sky, and in the mind of man, And rolls through all things.

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রী দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৫। কলিগতাব্দ ৪৯৬৯। ১৭ ভাদ্র শুক্র বার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তম কল্প
দ্বিতীয় ভাগ।
আশ্বিন ১৭৯০ শক।

৩০২ সংখ্যা। ব্রাহ্মসম্বৎ ৩৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।
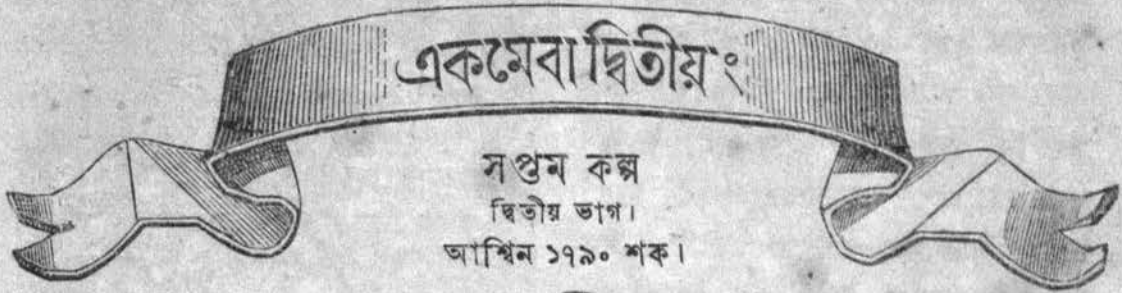
প্রথমমণ্ডলস্য পঞ্চদশানুবাকে দ্বিতীয়ং সূক্তং।

কুৎস ঋষিঃ জগতীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা।

১০১০০

৬। ত্বং মধ্বর্য্যুরুত হোতাসি পূর্ব্বঃ প্রশাস্তা পোতা জনুষা পুরোহিতঃ। বিশ্বা বিদ্বাঁ আর্ত্বিজ্যা ধীর পুষ্যস্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব।

৬। হে অগ্নে 'ত্বং' 'অধ্বর্য্যুঃ' অধ্বরস্য যাগস্য নেতা দেবান প্রতি প্রেরয়িতা। যদ্বা যাগ আধ্বর্য্যবস্য কর্ত্তা ভবসি অধ্বর্য্যো মনুষ্যে জাঠররূপেণ বাগিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃত্বেন ব্যবস্থায় যাগনিষ্পাদকোঽসি। 'উত' অপিচ 'পূর্ব্বঃ' মুখ্যঃ 'হোতা' দেবানামাহ্বাতা, পূর্ব্ববৎহোতরি অবস্থায় হৌত্রস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তা 'বাঽসি' ভবসি মানুষো হোতা মুখ্যঃ তদপেক্ষয়াস্য মুখ্যত্বং। তথা 'প্রশাস্তা' প্রকর্ষেণ শাস্তা সর্ব্বেষাং শিক্ষকোসি। যদ্বা হোতর্যজ পোতর্যজ ইত্যাদিনা প্রৈষেণ শাস্তীতি মৈত্রাবরুণঃ প্রশাস্তা। পূর্ব্ববৎ তস্মিন অবস্থায যাগনিষ্পাদকোসি 'পোতা' যজ্ঞস্য পাবয়িতা শোধয়িতাসি। যদ্বা পোতৃনামকস্যর্ত্বিজঃ পূর্ব্ববৎ অধিষ্ঠায যাগনিষ্পাদকোসি। তথা 'জনুষা' জন্মনা স্বাভাব্যেন 'পুরোহিতঃ' পুরস্তাদাগামিনি স্বর্গাদৌ 'হিতঃ' অনুকূলাচরণোসি। যদ্বা সর্ব্বেষু কর্ম্মসু পূর্ব্বস্যাং দিশি আহবনীয়ে স্থাপিতোসি। অথবা 'পুরোহিতঃ' ব্রহ্মা দেবপুরোহিতস্য বৃহস্পতেঃ প্রতিনিধিত্বাৎ। তথাচ মন্ত্রান্তরং বৃহস্পতির্দেবানাং ব্রহ্মাচ মনুষ্যানাং ইতি। অতস্তস্মিন ব্রহ্মণি পূর্ব্ববৎ অবস্থায তদ্রূপঃ সন্ 'বিশ্বা' সর্ব্বাণি 'আর্ত্বিজ্যা' ঋত্বিজঃ কর্ম্মাণি আধ্বর্য্যবাদীনি 'বিদ্বান' জানন্ ত্বং হে 'ধীর' প্রাজ্ঞাগ্নে 'পুষ্যসি' ন্যূনাধিক ভাব রাহিত্যেন সংপূর্ণানি করোষি। অন্যৎ সমানং।

৬। হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞের নেতা ও প্রধান হোতা। তুমি সকলের শিক্ষয়িতা ও যজ্ঞের শোধক। তুমি জন্মাবধি পুরোহিত। তুমি ঋত্বিকের কর্ম্ম সমুদায় জ্ঞাত আছ। হে ধীর! তোমার সহিত সখ্য থাকিলে কদাচই আমাদিগের অনিষ্ট হইবে না।

১০১০১

৭। যো বিশ্বতঃ সুপ্রতীকঃ সদৃঙ্ঙসি দূরে চিৎসন্তড়িদিবাতি রোচসে। রাত্র্যাশ্চিদন্ধো অতি দেব পশ্যস্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব।

৭। হে অগ্নে 'যঃ' ত্বং 'সুপ্রতীকঃ' শোভনাঙ্গঃ সন্ 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বস্মাদপি 'সদৃঙ্ঙসি' অন্যূনঃ সদৃশো ভবসি। স ত্বং 'দূরে' 'চিৎসন্' দূরেঽপি বর্ত্তমানঃ সন্ 'তড়িদিব' অন্তিক নাটমেতৎ অন্তিকে বর্ত্তমান ইব 'অতিরোচসে' অতিশযেন দীপ্যসে। তদুক্তং যাস্কেন দূ[illegible]পি সন্ অন্তিক ইব সন্দৃশ্যসে ইতি। 'রাত্র্যাশ্চিৎ' রাত্রেঃ সম্বন্ধিনঃ

বহুলং অন্ধকারমপি হে 'দেব' দ্যোতমান অগ্নে 'অতিপশ্যসি' অতীত্য প্রকাশযসি। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

৭। হে অগ্নি! তুমি অতি সুশোভন এবং তুমি কাহা হইতেও ন্যূন নহ। তুমি দূরে অবস্থান করিলেও যেন আমাদিগের নিকটে থাক। হে দেব! তুমি রাত্রির অন্ধকার অতিক্রম করিয়া প্রকাশিত হও। তোমার সহিত সখ্য থাকিলে কদাচই আমাদিগের অনিষ্ট হইবে না।

১০১০২

৮। পূর্ব্বো দেবা ভবতু সুন্বতো রথোঽস্মাকং শংসো অভ্যস্তু দূঢ্যঃ। তদা জানীতোত পুষ্যতা বচোঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বযং তব।

৮। হে 'দেবাঃ' অগ্ন্যবযবভূতাঃ সর্ব্বে দেবাঃ 'সুন্বতঃ' সোমাভিষবং কুর্ব্বতঃ যজমানস্য 'রথঃ' পূর্ব্বঃ অন্যেষাং রথেভ্যো মুখ্যো ভবতু। অপিচ 'অস্মাকং' 'শংসঃ' অযজমানানাং শংসনীযং অভিশাপ রূপং পাপং 'দূঢ্যঃ' দুর্ধিযঃ পাপবুদ্ধীন্ অস্মদনিষ্টাচরণপরান্ শত্রূন্ 'অভ্যস্তু' অভিভবতু তান্ বাধতাং। 'তৎ' ইদং মদ্বাক্যং হে দেবাঃ 'আজানীত' আভিমুখ্যেনাবগচ্ছত 'উত' অপিচ তৎ 'বচঃ' অস্মদীযং বচনং তদর্থাচরণেন 'পুষ্যত' প্রবর্দ্ধযত। হে সর্ব্বদেবাত্মক অগ্নে সখ্য ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

৮। হে দেবগণ! সোম যাজীদিগের রথ সর্ব্বপ্রধান হউক। যাহারা আমাদিগের প্রতি পাপাচরণ করে, তাহাদিগকে তোমরা পরাভব কর। তোমরা আমাদিগের এই বাক্য অবগত হও এবং তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান কর। হে সর্ব্বদেবাত্মক অগ্নি! তোমার সহিত সখ্য থাকিলে আমাদিগের আর অনিষ্ট হইবে না।

১০১০৩

৯। বধৈর্দুঃশংসাঁ অপ দূঢ্যো জহি দূরে বা যে অন্তি বা কে চিদত্রিণঃ। অথা যজ্ঞায় গৃণতে সুগং কৃধ্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বযং তব।

৯। হে অগ্নে ত্বং 'বধৈঃ' হননসাধনৈঃ আযুধৈঃ 'দুঃশংসান্' দুঃখেন কীর্ত্তনীযান্ 'দূঢ্যঃ' দুর্ধিযঃ পাপবুদ্ধীন্ 'অপজহি' বধং প্রাপয। 'যে কেচিৎ' যে কেচন 'দূরে' বিপ্রকৃষ্ট দেশে 'বা' 'অন্তি' অন্তিকে সমীপ দেশে বা বর্ত্তমানাঃ 'অত্রিণঃ' অত্তারঃ রাক্ষসাদযঃ বিদ্যন্তে তান্ দুর্ধিযঃ অপজহি ইত্যর্থঃ। 'অথ' অনন্তরং 'যজ্ঞায' যজ্ঞপতযে 'গৃণতে' ত্বাং স্তুবতে যজমানায 'সুগং' শোভনং মার্গং 'কৃধি' কুরু। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

৯। হে অগ্নি! তুমি দুষ্কীর্ত্তনীয় পামরদিগকে বিনাশ কর এবং যে সকল রাক্ষস দূরে বা নিকটে আছে, তাহাদিগকে সংহার কর। তৎপরে তোমার স্তাবক যজ্ঞপতি যজমানকে শোভন পথ প্রদর্শন কর। তোমার সহিত সখ্য থাকিলে আর আমাদিগের অনিষ্ট হইবে না।

১০১০৪

১০। যদযুক্থা অরুষা রোহিতা রথে বাতজূতা বৃষভস্যেব তে রবঃ। আদিন্বসি বনিনো ধূমকেতুনাগ্নে সখ্যে মা রিষামা বযং তব। ১। ৬। ৩১।

১০। হে অগ্নে 'অরুষা' রোচমানৌ 'রোহিতা' লোহিতবর্ণৌ রোহিত ইত্যগ্নেরশ্বস্যাখ্যা। রোহিতোঽগ্নেরিতি দর্শনাৎ। রোহিতেন ত্বাগ্নির্দেবতানাগময়ত্বিতি মন্ত্রবর্ণাচ্চ। এতে বৈ দেবাশ্বা ইতি হি তত্র ব্যাখ্যাতং। 'বাতজূতৌ' বাতস্য বাযোর্জ্জূতং জবঃ বেগ ইব যযোস্তৌ। ঈদৃশৌ অশ্বৌ 'রথে' 'যৎ' যদা অযুক্থাঃ' অযোজযঃ। তদানীং বনানি দহতঃ তব 'রবঃ' শব্দঃ 'বৃষভস্যেব' দৃপ্তস্য মহোক্ষস্য শব্দ ইব গম্ভীরো ভবতি। 'আৎ' অনন্তরং 'বনিনঃ' বনসম্বন্ধান বৃক্ষান 'ধূমকেতুনা' ধূমঃ কেতুঃ প্রজ্ঞাপকো যস্য তাদৃশেন রশ্মিনা 'ইন্বসি' ব্যাপ্নোষি। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। ১। ৬। ৩১।

১০। হে অগ্নি! তোমার অশ্ব সকল দীপ্তিশীল লোহিতবর্ণ ও বায়ু বেগগামী। যখন এই অশ্ব সকল রথে যোগ কর, তখন তোমার রব বৃষের ন্যায় গম্ভীর হয়, এবং

তৎকালে রশ্মি দ্বারা বনজাত বৃক্ষ সকল ব্যাপ্ত করিয়া থাক। তোমার সহিত সখ্য থাকিলে আমাদিগের কদাচই অনিষ্ট হইবে না। ১। ৬। ৩১।

ভবানীপুর ষোড়শ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

৯ আষাঢ় ১৭৯০ শক।

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

আজ আমরা বর্ষ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই জীবন-পথের নবতর পান্থ-নিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। যে উন্নতি-সোপানে চির কাল—অনন্ত-কাল উত্থিত হইতে হইবে, আজ এই ব্রাহ্মসমাজের বয়োবৃদ্ধি সহকারে ঈশ্বর-প্রসাদে আমরা তাহার দ্বাদশ মাসের পথ অতিক্রম করিলাম। নাবিক তাহার অভিলষিত প্রদেশের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিলে যেমন প্রফুল্লিত হয়, বিদেশী যেমন স্বদেশের নিকটতর পান্থশালায় উপস্থিত হইলে আনন্দিত হয়, আমরা ক্রমান্বয়ে এই ব্রাহ্ম-সমাজে পঞ্চদশ বৎসর কাল নিরুদ্বেগে ব্রহ্ম উপাসনা করিতে করিতে আজ এই ষোড়শ সাম্বৎসরিক উৎসব-ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া তেমনি অনুপম আনন্দ লাভ করিতেছি।

প্রকৃত স্বদেশের প্রতি—সেই নিত্যধামের প্রতি যার দৃষ্টি আছে, সেই পরম-পিতার স্নেহময়ী মাতার প্রসন্ন বদন নিরীক্ষণ করিবার জন্য যার হৃদয় অস্থির রহিয়াছে, সেই সাধু সদাশয় মহাপুরুষই আজকার আনন্দ পূর্ণমাত্রায় সম্ভোগ করিতেছেন, তিনিই এই পবিত্র সাধক-সমাজের অপূর্ব্ব শ্রী সৌন্দর্য্য বিলোকন করিতেছেন—তিনিই এই মহোৎসবের প্রকৃত অর্থ-বোধে সমর্থ হইয়াছেন। সেই পর লোক—ব্রহ্ম-লোকের প্রতি যার দৃষ্টি নাই, আত্মার উন্নতির প্রতি যার অপ্রতিহত যত্ন নাই, সেই বিষয়-সর্ব্বস্ব হতভাগ্য পুরুষ—সেই শৃঙ্খল-বদ্ধ সংসারের দাস, ধর্ম্ম অনুষ্ঠান-জনিত অপূর্ব্ব সুখ কি অনুভব করিবে? পর লোক-সংবাদ, তাহার সংকীর্ণ হৃদয়ে কি আনন্দ বিধান করিবে? যে মোহান্ধ হইয়া আত্মার অধিকার এবং পর লোকের সহিত তাহার সম্বন্ধ বিশেষ রূপ অবগত হয় নাই, সে আর ঈশ্বর-উপাসনা এবং ধর্ম্ম সঞ্চয়ের প্রয়োজন কি বুঝিবে?

আত্মার অধিকার এবং পরলোকের সহিত তাহার সম্বন্ধ যে পরিমাণে আলোচিত হয়, সেই পরিমাণেই মানব-হৃদয় ধর্ম্ম-সঞ্চয় করিবার জন্য অগ্রসর হয়, সেই পরিমাণেই পারলৌকিক জ্ঞান-লাভের জন্য তাহার চিত্ত অস্থির হইতে থাকে। প্রবাসীর হৃদয়ে স্বদেশের ভাব যে পরিমাণে প্রদীপ্ত থাকে, সেই পরিমাণেই যেমন সে বিদেশে সাবধানে কালাতিপাত করিয়া সর্ব্বদাই স্বদেশ গমনোপযোগী অর্থ সামর্থ্য সংগ্রহে যত্নযুক্ত হয়, তেমনি পরলোকের ভাব যাহার হৃদয়ে যে পরিমাণে জাগ্রত থাকে, সে সেই পরিমাণেই ইহলোক হইতে ব্রহ্মলোকে যাইবার সম্বল সংগ্রহ করিবার জন্যই দিবারাত্র শশব্যস্ত হয়। স্বদেশের শুভ সংবাদ শ্রবণ করিবার জন্য সে তত অস্থির ও আকুল হইয়া থাকে। হৃদয় দূষিত না হইলে যেমন আর স্বাভাবিক স্বদেশানুরাগ চিত্ত-ভূমি হইতে অন্তরিত হয় না, তেমনি আত্মা নিতান্ত পাপ-বিকৃত না হইলে আর কাহারও চির-বিহার ভূমি—চির-কল্যাণ-স্থল—প্রকৃত স্বদেশের প্রতি অনাস্থা বা বিরাগ জন্মে না।

অবৈধ বিদেশাসক্তি যেমন স্বদেশের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের একমাত্র কারণ, অসঙ্গত পার্থিব সুখ-ভোগ-স্পৃহা, একান্ত বিষয়াসক্তিও তেমনি পরলোক বিস্মরণের

একমাত্র হেতু। প্রবাসী যে পরিমাণে প্রবাস সুখে আসক্ত হয়, সেই পরিমাণেই যেমন তাহার স্বদেশ-প্রেম খর্ব্ব হয়, আত্মা তেমনি যে পরিমাণে সংসার-সুখে নিমগ্ন হয়, ইন্দ্রিয় সুখে অনুরক্ত হয়, সেই পরিমাণেই তাহার পারলৌকিক দৃষ্টি ক্ষীণ হইতে থাকে। আত্মা চির উন্নতিশীল, পরলোক স্বর্গ লোক সকল তাহার চির-শিক্ষাস্থল এবং চির-বিহার-ভূমি, ধর্ম্মের এই মূল সত্যটি তখন তাহার হৃদয়ে পরিম্লান হইতে থাকে, তখন আর পৃথিবীকে প্রবাস-নিকেতন, পার্থিব সুখ সম্পদকে অচির অস্থায়ী বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু পার্থিব সুখও পরিত্যজ্য নহে। মনুষ্যের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য সংসার ধর্ম্ম, ইহলোক পরলোক, দুইই প্রয়োজন। ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ সুখই তাহার সেবনীয়। কিন্তু পরলোকের প্রতি অনুরাগ-শূন্য হইয়া কেবল ঐহিক আমোদ প্রমোদে প্রমত্ত হইলে মহান্ অনর্থ উপস্থিত হয়। দেব-ভাব ও পশু-প্রবৃত্তি সকল সামঞ্জস্য রূপে পরিচালিত না হইলে ধর্ম্ম-পথে গমন করা দুর্ঘট হইয়া উঠে।

নৌকার যেমন এক পার্শ্বে সমধিক ভার সমর্পিত হইলে তাহা নিরুদ্বেগে সঞ্চালিত হয় না, প্রত্যুত বিপর্য্যস্ত হইয়া পাতাল-শায়ী হয়, মনুষ্য তেমনি পারলৌকিক দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া সংসার-সুখে একান্ত অনুরক্ত হইলে—দিবারাত্র কেবল বিষয়ের পশ্চাৎ-ধাবিত হইলে যে শুদ্ধ তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যাঘাত হয় এবং ধর্ম্মানুরাগ ও ঈশ্বর-প্রীতি মন্দীভূত হইয়া পড়ে এমন নহে, সে এক কালে মোহ-তিমিরে অন্ধীভূত হইয়া ঈশ্বর ও পরকাল বিস্মৃত হইয়া দুর্গতি-সাগরে নিমগ্ন হয়, মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকে।

মনুষ্যের আত্মা ঈশ্বরের অতি যত্নের ধন। যাহাতে সে অল্প আঘাতে বিনষ্ট না হয়, অল্প আকর্ষণেই আকৃষ্ট না হয়, সামান্য তুফানেই বিপর্য্যস্ত হইয়া না পড়ে, অত্যল্প অন্ধকারেই দিক্‌ভ্রষ্ট হইয়া না যায়, এ জন্য সেই করুণানিধান পরমেশ্বর তাহাকে বিচিত্র কৌশলে রক্ষা করিতেছেন। অর্ণব-পোত-মধ্যে যেমন দিগ্‌দর্শন যন্ত্র সংস্থাপিত থাকাতে নাবিক লক্ষিত প্রদেশ-অভিমুখে নিরুদ্বেগে গমন করে, মনুষ্যের সেই রূপ আত্ম-জ্যোতি ও পরলোক-দৃষ্টি থাকাতে সে আপনা হইতেই পরলোকের ব্রহ্মলোকের প্রতি ধাবিত হয়। অর্ণব-যান পাছে বিপথগামী হইয়া মগ্ন-শৈলে বা ভীষণ আবর্ত্তে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, এ জন্য যেমন সমুদ্র-পথে দীপ-গৃহ সংস্থাপিত থাকিয়া দিবারাত্র দীপালোক বিকীর্ণ করত নাবিককে সৎপথ প্রদর্শন করে, তেমনি পাছে মনুষ্য সংসার-সাগরে মোহ-তিমিরে দিশাহারা হইয়া সেই গম্য-স্থানের প্রতি নিরাপদে অগ্রসর হইতে না পারে, এজন্য ঈশ্বর স্বয়ংই সেই দিব্যধাম হইতে তাঁহার মঙ্গল-জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছেন; যে বিমল মঙ্গল-জ্যোতি দেখিয়া সকল সাধুসদাশয় মনুষ্যই আপনাপন জীবন-গতি নিরূপণ করিতেছেন। নাবিকেরা যেমন তীরস্থ জ্যোতি-নিরীক্ষণ করিয়া শশব্যস্তে অভিলষিত প্রদেশে গমন করে, তেমনি সরলমতি ঈশ্বর-পরায়ণ সাধুগণ সেই ঈশ্বরের মঙ্গলজ্যোতি দেখিয়া সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করত উৎসাহ সহকারে সেই ব্রহ্মধামের প্রতি ধাবিত হন। দিগ্‌-দর্শন যন্ত্র দূষিত হইলে নাবিক যেমন আর দিক্ নির্ণয় করিতে পারে না, লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া দীপ-গৃহও দেখিতে পায় না; তেমনি মানব-হৃদয় পাপ-কলঙ্কে বিকৃত হইলে তাহার আত্ম-জ্যোতি ও পরলোক-দৃষ্টি সকলই নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তখন না আত্ম-জ্যোতি প্রভাবেই পরকাল সুন্দররূপে

প্রকাশিত হয়, না ঈশ্বরের মঙ্গল-জ্যোতিই তাহার দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে। এই রূপে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইলে নাবিকের ন্যায় সংসার-সাগরে নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে অসহায় নিরুপায় হইয়া ঘূর্ণায়মান হইতে হয়। ইহার পরপার যে জ্যোতির্ম্ময় অক্ষয় ব্রহ্ম-ধাম তাহার প্রতি আর চক্ষু পতিত হয় না। দিগ্‌দর্শন যন্ত্র যেমন আবার সংস্কৃত হইলে পোত-সঞ্চালক তরণীকে লক্ষিত প্রদেশে সঞ্চালন করিতে পারে, আত্মা তেমনি পাপ-মুক্ত হইয়া প্রকৃতিস্থ হইলেই সে স্বদেশের জন্য ব্যাকুল হয়—স্বদেশের আশা আনন্দ উজ্জ্বল রূপে তাহার নিকটে প্রকাশ পাইতে থাকে। তখন সে অদৃষ্ট অলক্ষিত-পূর্ব্ব আনন্দ-ধামের মনোহর ছবি সম্মুখে দেদীপ্যমান দেখিতে পায়। নৌকা বিপদ-গ্রস্ত হইলে যেমন তীরস্থ লোকেরা বিপন্ন তরণীর রক্ষার জন্য চেষ্টা করে, নাবিকের আর্ত্তনাদ ক্রন্দন-ধনি শ্রবণ করিয়া সাহায্য প্রদানের সঙ্কেত করত তাহাকে আশ্বাসিত করে, সেই রূপ আত্মা নিজ দোষে বিকৃত হইয়া ধর্ম্ম, ঈশ্বর ও পরকালের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করত যখন বিপদ-সাগরে ঘূর্ণিত হইতে থাকে, যখন শোক তাপে, বিষাদ ভয়ে অভিভূত হইয়া এককালে বিনষ্ট হইতে থাকে, সেই করুণাময় পিতা আত্মার সেই ঘোর দুর্দ্দশার সময়ও তাহাকে পরিত্যাগ করেন না। আমরা তাঁহার জন্য ব্যাকুলিত হইলে, তাঁহার সাহায্য প্রার্থনার জন্য হস্ত উত্তোলন করিলে তিনি তো তখন হস্তধারণ করিয়া উদ্ধার করেনই, আত্মার নিতান্ত অবসন্ন দশা নিরীক্ষণ করিলে প্রার্থনা বাক্যের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই স্বীয় মঙ্গল-জ্যোতি বিকীর্ণ করত তাহার আশা-প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া দেন। এক অঙ্গুলির ইঙ্গিত দ্বারাই তাহাকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। তাহাকে সুস্থ প্রকৃতিস্থ করিয়া তাহার লক্ষ্য স্থির করিয়া দিয়া স্বদেশ গমনের সামর্থ্য প্রদান করেন।

করুণা-ময় পরমেশ্বর মাতার ন্যায় প্রতি আত্মার পোষণের জন্য ধর্ম্মকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার লক্ষ্য সাধনের জন্য বিবেক ও বৈরাগ্যকে চির-সহায় করিয়া দিয়াছেন। কর্ণ দ্বারাই যেমন কর্ণধার নৌকাকে নিয়মিত করে, বিশুদ্ধ ধর্ম্ম দ্বারাই তেমনি বিকৃত-আত্মা প্রকৃতিস্থ হয়। ঔষধ যেমন রুগ্ন শরীরকে সুস্থ করে, ধর্ম্মই তেমনি আত্মার দুশ্চিকিৎস্য বিষম বিকার অপনয়ন করিতে সমর্থ হয়। ধাত্রীর ন্যায় ধর্ম্মই কেবল উদ্ধত চঞ্চল আত্মাকে শান্ত সংযত করিয়া সৎকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত করে। এই প্রাণ-স্বরূপ মধু-স্বরূপ ধর্ম্মের প্রতি যথাবিধি আস্থা অনুরাগ না থাকিলে মনুষ্য সংসার-আকর্ষণ ও পাপ-প্রলোভনের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে পারে না। হৃদয় ধর্ম্মের শাসনে সম্যক্ সংযত না হইলে দিক্‌ভ্রষ্ট হইয়া নানাবিধ অবস্থা-শৈলে সংহত হইয়া ক্ষতবিক্ষত হইতে থাকে।

বালক যেমন পিতা মাতার বশীভূত না হইলে, দুঃখে পতিত হয়, আত্মা সেই রূপ ধর্ম্মের আদেশ উপদেশ উপেক্ষা করিলে সংসার-আবর্ত্তে পতিত হওত মৃতকল্প হইয়া পড়ে। কৃষি বাণিজ্য কার্য্য সম্পাদন, বিষয় বিত্ত উপার্জ্জন এবং শারীরিক বল বীর্য্য প্রদর্শন প্রভৃতি ব্যাপারে নানা কারণে সকলের সমান সামর্থ্য বা পটুতা না থাকিলে না থাকিতে পারে এবং তাহার ন্যূনাতিরেক দ্বারা মনুষ্যের তত সাংঘাতিক অনিষ্টেরও সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ধর্ম্ম সাধন বিষয়ে সকলেরই সমান যত্নবান্ হওয়া উচিত। ধর্ম্ম-ধন রাজা প্রজা, পণ্ডিত বর্ব্বর, ধনী নির্ধন, সকলেরই পক্ষে সমান প্রয়োজন। তৎপ্রতি

সমধিক অনুরাগ ও বিরাগ দ্বারাই মনুষ্য মাত্রেই সদ্গতি দুর্গতি লাভ করে, তাহার দ্বারাই তাহার প্রকৃত উন্নতি ও অবনতি হয়। ন্যায়বান পিতার ন্যায় পরমেশ্বর ধর্ম্মের মূল সত্য সকল সকল-পুত্রেরই হৃদয় ভূমিতে তুল্য রূপে নিহিত করিয়া সকলকেই অমৃত ধামের অধিকারী করিয়াছেন। যে ব্যক্তি যত্ন চেষ্টা, অনুরাগ অধ্যবসায় সহকারে যত আত্মোৎকর্ষ সাধনে অনুরক্ত হয়, সে ততই তাঁহার সান্নিকর্ষ লাভ করিতে পারে। তৎপ্রতি উপেক্ষা ও ঔদাস্য প্রকাশ করিলে ধনসম্পদ, বিদ্যা বিত্ত সত্ত্বেও মনুষ্য ঈশ্বর হইতে দূরে পতিত হয়। আমরা যদি আমারদিগের বল বুদ্ধি, শক্তি সামর্থ্য, উৎসাহ অনুরাগ, কেবল বৈষয়িক কার্য্য সম্পাদনের জন্য, সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতার নিমিত্তই নিঃশেষিত করি, তবে আর অমৃত-ধামের প্রতি কি রূপে অগ্রসর হইব? আমরা যদি যত্ন পূর্ব্বক সংসার-শৃঙ্খলে চরণদ্বয় আবদ্ধ করি, তবে আর কেমন করিয়া মুক্তি লাভে সমর্থ হইব?

পরমেশ্বর এই সংসারের বিন্দু-প্রমাণ পঙ্কিল সুখ-সলিল হইতে আমারদিগকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার অপার প্রেম-সিন্ধু-নীরে বিচরণ করিবার নিমিত্তই আকর্ষণ করিতেছেন, তিনি ধূলি-মুষ্টি পরিত্যাগ করাইয়া সুবর্ণ আকরে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছেন, তিনি এখানকার সমস্ত বিষয়েই চির-তৃপ্তি ও চির-শান্তি বিধান না করিয়া প্রতিক্ষণেই আমারদিগকে আপনার প্রতি—সেই চির সুখ চির শান্তি সাগরের প্রতি আহ্বান করিতেছেন। আমরা তাঁহার আদেশ উপদেশ, আহ্বান আকর্ষণ, তুচ্ছ করিয়া তাঁহার উদার প্রেম, মহান্ লক্ষ্যের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া, দেখ, কেমন অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছি!

হে বিদ্বন্! কেবল সম্পদ সৌভাগ্য, বিদ্যাবিত্ত, যশোমান, মনুষ্যের প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের কারণ নহে। যদি তুমি ঈশ্বরকে ভুলিয়া, ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া ইহ-লোকে সহস্র বৎসর বিদ্যা অনুশীলন কর, তথাচ তোমার প্রকৃত সুখ-তৃষ্ণার শান্তি হইবে না। এখনও তুমি সুখের জন্য যেমন লালায়িত রহিয়াছ, সহস্র বৎসর পরেও তেমনি তোমার হৃদয় তাহারই জন্য হাহাকার করিবে। তুমি জ্ঞান-বলে নানা বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ কর, বিদ্যাবলে নানা বিষয়ে উৎকর্ষ সাধনই কর; তুমি সদ্বক্তাই হও, বা সুমন্ত্রীর পদ লাভ কর; তুমি মানব-কুলের রীতি নীতি, আচার ব্যবহার অবগত হইয়া সর্ব্বত্র যশস্বীই হও, বা সমুদায় শারীরিক ও ভৌতিক ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অবগত হইয়া ভাবী বিপৎপাত হইতে আপনার ও সাধারণের শরীর সম্পদই রক্ষা কর, যতক্ষণ তুমি তোমার আত্মার স্বরূপ ও অধিকার বিষয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ না করিবে—যতক্ষণ অন্তরতম প্রিয়তম পরমেশ্বরের সহিত তাহার সম্বন্ধ সম্যক্ অনুভব করিতে সমর্থ না হইবে, ততক্ষণ কিছুতেই তোমার জীবনের সাফল্য সম্পাদন হইবে না। তোমার বিদ্যা বিত্ত কোন কার্য্যকরই হইবে না।

আত্মার উন্নতি দুর্গতিতেই মনুষ্যের প্রকৃত সুখ দুঃখ, আত্মার সুস্থাসুস্থতাতেই মনুষ্যের প্রকৃত সম্পদ বিপদ। তুমি যদি জ্ঞানেতে উন্নত হইয়া আত্ম-হিত না বুঝিলে, যদি তুমি বুদ্ধি বৃত্তি সুমার্জ্জিত করিয়া আপনার স্রষ্টা পাতা উপাস্য দেবতাকেই সম্যক্ রূপে জানিতে না পারিলে, ভক্তি-ভরে তাঁর উপাসনাতে অনুরক্ত না হইলে, মর্ত্ত্যজীব হইয়া দেব-সদৃশ উচ্চ অধিকার লাভ করিয়াও যদি সে অধিকার রক্ষা করিতে না পারিলে, তবে

তোমার জ্ঞান বিজ্ঞান লাভের কি ফল দর্শি-ল? তোমার অধ্যয়ন অধ্যাপনার কি মহত্ত্ব প্রদর্শিত হইল? ঈশ্বর কি বাহ্য-জগতের শোভা সৌন্দর্য্য-সাধনের জন্য তোমার হৃদয়কে বহুবিধ সদ্‌বৃত্তি দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন? তিনি কি কেবল জড়ের উন্নতির জন্য পশু প্রকৃতির চরিতার্থতা সম্পাদনের নিমিত্তই তোমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন? যাঁর রাজ্যে এক বিন্দু বালুকণা, একটি তৃণও অকারণ সৃষ্ট হয় নাই, তিনি কি উন্নতি-শীল অবিনশ্বর আত্মাকে এখানে দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য সৃজন করিয়া ছেন? তিনি কি তাহার উন্নত ভাব উচ্চতর আশা সকলকে অরণ্য-কুসুমের ন্যায় অকারণ শুষ্ক হইবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন? কখনই না। তিনি কেবল উন্নতির জন্য—পরলোকের শ্রেষ্ঠতর উন্নততর অবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত, অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ধর্ম্মভাব পুণ্য-ভাব উপার্জ্জন করিয়া তাঁহার অধিকতর সন্নিকর্ষ লাভের জন্যই এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। জ্ঞান প্রীতি পবিত্রতা অর্জ্জন করিয়া লোকান্তরে দেবতা দিগের সহিত সমস্থলে সমস্বরে তাঁহার পূজার্চ্চনা করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্যই এখানে স্থাপন করিয়াছেন। অতএব মনোযোগী ছাত্রের ন্যায় সমুৎসুক-চিত্তে অনুরাগ সহকারে ব্রহ্ম-জ্ঞান উপার্জ্জন কর, বিদেশী বণিকের ন্যায় যত্ন-সহকারে শীঘ্র শীঘ্র পরলোকের সম্বল সংগ্রহ কর। সেই পরলোক —ব্রহ্ম লোকের প্রতি মনশ্চক্ষু স্থির রাখিয়া এখানকার কার্য্য-কলাপ সম্পাদন কর। দেখিবে যে, দিন দিন তোমার আত্মাতে ঈশ্বর অতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইবেন। পথিক যেমন দূর হইতে পর্ব্বত-মালাকে কেবল একটি রেখার ন্যায় সন্দর্শন করে, পরে যত নিকটস্থ হইতে থাকে, ততই যেমন তাহার প্রকৃত মহান্ ভাব তাহার দৃষ্টি গোচর হয়, তেমনি এখন যে পরলোক তোমার বিজ্ঞান-চক্ষুর সম্মুখে অপরিস্ফুট ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, বিষয়-লালসা ও সংসারাসক্তি খর্ব্ব করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান কর, তাহা অতি উজ্জ্বল-রূপে তোমার আত্মাতে প্রতিবিম্বিত হইবে। যে "শান্তং শিবমদ্বৈতং" পরমেশ্বরের মঙ্গল-জ্যোতির আভাস মাত্র এখন তোমার নিকট প্রকাশ পাইতেছে, ক্রমে তাঁহাকে প্রাতঃ-কালের সূর্য্যের ন্যায় পূর্ণ-প্রভায় অতি নিকটস্থ করিয়া দেখিতে পাইবে। এখন যে সকল সত্য, যে সমস্ত ভাব-কলিকা অপরিস্ফুট ভাবে অন্তর-নিহিত রহিয়াছে, ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ-রূপ বসন্ত-সমীরণে তৎসমূহ প্রস্ফুটিত হইবে, তখন সকলেরই স্বরূপ অর্থ, স্বরূপ-ভাব স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।

হে বিপদ-সাগরের পোত-কাণ্ডারি! তুমি আমার দিগকে নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদে তোমার সেই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধামে লইয়া যাও। আমরা এই সংসার-আবর্ত্তে পতিত হইয়া ঘূর্ণিত হইতেছি, হে অনাথ-গতি পতিত পাবন! তুমি আমার দিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর। আমরা প্রবাস-সুখে আসক্ত হইয়া তোমাকে ভুলিয়া এখানে দীন-ভাবে কালাতিপাত করিতেছি, হে করুণাময় পিতা, স্নেহময়ী মাতা! তুমি আমারদিগের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া ভ্রম প্রমাদ মোহ নিরসন করত প্রকৃত স্বদেশ-প্রেম পিতৃ-ভক্তির উদ্দীপন করিয়া দাও।

হে জগদীশ! তুমি সংসার-সাগরে ধ্রুব তারার ন্যায় আমাদিগের নিকট প্রকাশিত থাক, আমরা তোমার প্রতি মনশ্চক্ষু স্থির রাখিয়া এখানকার তরঙ্গ তুফান অতিক্রম করত একাদিক্রমে যেন তোমারই অভিমুখে ধাবিত হইতে পারি।

আমরা যেন বিদ্যামদে উন্মত্ত হইয়া, সংসার-সম্পদে স্ফীত হইয়া, বুদ্ধি-গৌরবে

গর্ব্বিত হইয়া হে "বিদ্যা সম্পদ বুদ্ধি বিধাতা!" তোমাকে বিস্মৃত না হই। তোমাকে প্রীতি পূজা করিতে, তোমার ধ্যান ধারণায় অনুরক্ত থাকিতে যেন কুণ্ঠিত না হই। তোমার দ্বারের চির-ভিখারী হইয়া—তোমার বিতরিত অন্ন পানে প্রতি দিন প্রতিপালিত হইয়া—তোমার জ্ঞান-ধর্ম্মে পরিপোষিত হইয়া—তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া, হে অন্নদাতা পিতা, জ্ঞান-দাতা-গুরু! যেন তোমার নিকট অকৃতজ্ঞ না হই। এখান কার অকিঞ্চিৎকর সম্পদ সুখে অভিভূত হইয়া, হে সুখ-শান্তির অনন্ত উৎস, হে প্রীতি-পবিত্রতার অশেষ প্রস্রবণ! যেন তোমাকে ভুলিয়া না যাই। তোমার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যেন পরলোক—ব্রহ্মলোকের জন্য প্রস্তুত হইতে—তোমার চিরসহবাসের উপযুক্ত হইতে দিবা রাত্র চেষ্টা করি। হে দীন-হীন-গতি! তুমি আমারদের এই আন্তরিক প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

জৈনমত।

ভারতবর্ষে জৈনেরা একটি বিস্তীর্ণ সম্প্রদায় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহারা বৌদ্ধদিগেরই শাখান্তর মাত্র। সুতরাং বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলে এই জৈন মত যে প্রচার হয় তাহাতে আর কোন শংসয় নাই। এই রূপ নিরূপিত হইয়াছে যে খৃষ্টের পাঁচ শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এবং সিংহল দ্বীপের বর্ষ আরম্ভ কালে বুদ্ধ দেবের মৃত্যু হয়, সুতরাং দুই হাজার বৎসর অতীত হইল বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। জৈন মত উৎপত্তির কাল যদিও নিঃশংসয়ে নিরূপিত হইতেছে না কিন্তু উহা বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তির কিছু পরেই প্রস্তুত হয়। এক সময়ে এই জৈন সংপ্রদায় ভারত বর্ষের মধ্যে নানা প্রদেশে বাস করিত, এক্ষণে দাক্ষিণাত্যই উহাদের প্রধান আশ্রয় স্থান হইয়াছে।

ইহারা পূর্ব্বে যে যে স্থানে বাস করিয়াছে, তত্তৎ স্থান প্রচলিত ভাষায় আপনাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল প্রস্তুত করিয়া গিয়াছে। কিন্তু যে সকল গ্রন্থ বিশেষ প্রামাণিক, তাহা সংস্কৃতের অপভ্রংশ প্রাকৃত ভাষায় রচিত আছে। বৌদ্ধ ও জৈনেরা এই ভাষাকেই বিশুদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ রচনার সম্যক উপযোগী বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। ইহাদিগের গ্রন্থ সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। পুরাণ[১], চরিত, ব্যাকরণ, অঙ্ক, জোতিষ ও বৈদ্যক গ্রন্থ সকল ইহাদিগের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিষ্ণু পুরাণ বায়ুপুরাণ প্রভৃতি পুরাণ হইতে জৈনেরা আপনাদিগের পুরাণে নানা প্রকার উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে যে সমস্ত সাধু সময়ে সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ইহারা তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। এই সকল সাধু তীর্থঙ্কর নামে প্রসিদ্ধ। জৈন-পুরাণে সেই সকল তীর্থঙ্করের চরিত্র সংরচিত হইয়াছে। কিন্তু যে সকল পুরাণ সর্ব্বপ্রধান, তৎসমুদায়ে জিনসেনের বিষয় বর্ণিত আছে। কেহ কেহ কহেন জিনসেন রাজা বিক্রমাদিত্যের সম কালে জন্ম গ্রহণ করেন কিন্তু দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস অনুসারে এই রূপ নিরূপিত হইয়াছে যে জিনসেন কাঞ্চী দেশের অধিপতি অমোঘবর্ষের ধর্ম্মোপদেষ্টা গুরু ছিলেন। এই রাজা খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর

---

১ পুরাণ দুই ভাগে বিভক্ত আদি ও উত্তর। যে সকল তীর্থঙ্কর অগ্রে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আদি পুরাণে তাঁহাদিগের বিষয় সঙ্কলিত হইয়াছে এবং যাঁহারা তাঁহারদিগের পরে জন্মিয়াছিলেন, উত্তর পুরাণে তাঁহা দিগেরই চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

শেষে জন্মেন। এই সমস্ত পুরাণাদি ভিন্ন জৈনদিগের আরও কতকগুলি গ্রন্থ আছে, তাহাতে ইহাদিগের ধর্ম্মসংক্রান্ত মত বিবৃত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ সিদ্ধান্ত ও অঙ্গ নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ জাতির বেদ-সংহিতা যে রূপ, জৈনদিগের সিদ্ধান্ত ও অঙ্গও সেই রূপ [১]। মহাবীর, গৌতমকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই গুলি সংগ্রহ করিয়া জৈনদিগের অনেক গ্রন্থ প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ ভিন্ন কোষকার হেমচন্দ্র অন্য কতকগুলি গ্রন্থকে "পূর্ব্ব" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ অঙ্গ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে গণধরদিগের দ্বারা রচিত হয়। ইহার সংখ্যা চতুর্দ্দশ [২]।

এই সমস্ত গ্রন্থ দ্বারা জৈনদিগের মত ও ব্যবহার জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা বৈদিক ধর্ম্ম স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের সহিত জৈনদিগের বিলক্ষণ মত ভেদ আছে। প্রথমত জৈনেরা বেদকে অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করে না। দ্বিতীয়ত ইহাদিগের মধ্যে যে সমস্ত মনুষ্য কঠোর তপস্যা দ্বারা দেবতাদিগের অপেক্ষাও উচ্চ পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তিকে পরম পবিত্র বোধ করিয়া ইহারা গাঢ়তর ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। তৃতীয়ত অহিংসাই ইহাদিগের মতে পরম ধর্ম্ম।

জৈনেরা যখন বেদ মানে না, তখন বেদ-প্রতিপাদ্য যাগ যজ্ঞাদি যে ইহাদিগের পরিত্যাজ্য ইহা সহজেই বোধগম্য হয়। যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে হইলে কাষ্ঠের ভিতর যে সকল অদৃশ্য-প্রায় কীট বাস করে তাহারা দগ্ধ হইবে, এই আশঙ্কায় উহারা যাগ যজ্ঞাদিতে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকে। ইহারা বেদ ও বৈদিক অনুষ্ঠান মানে না সত্য, কিন্তু এই দুইএর মধ্যে যে অংশে মত বিরোধ না থাকে, ইহারা তাহা অগ্রাহ্যও করে না। এমন কি ইহারা কখন কখন স্থল বিশেষে বেদকেও প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া থাকে।

মনুষ্য-বিশেষের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে জৈন ও বৌদ্ধদিগের একই প্রকার দেখা যায় [৩]। জৈনেরা মন্দির-মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া রাখে। এই সমস্ত প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে ইহারা পার্শ্বনাথ ও মহাবীরের প্রতিমূর্ত্তিকেই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক ভক্তি করে।

জৈনেরা এই সমস্ত লোককে কি রূপ ভাবে দেখিত, ইহাঁদিগের নামানুসারে তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়। ইহাঁদিগের মধ্যে কাহারও নাম জগৎপ্রভু, কাহারও নাম ক্ষীণ-

---

১ অভিধান চিন্তামণির প্রণেতা হেমচন্দ্র এক জন জৈন ছিলেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ইহাঁর জন্ম হয়। এই গ্রন্থকার অঙ্গ গ্রন্থের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশ বলিয়া নির্দেশ করেন। এই সমস্ত গ্রন্থের নাম আগারাঙ্গ, সূত্র কৃতাঙ্গ, স্থানাঙ্গ, সমভয়াঙ্গ, ভাগ বতাঙ্গ, জ্ঞাতধর্ম্মকথা, উপাসক দশ, অন্তকৃদ্দশ, অনুত্তরোপপত্তিকাদর, প্রশ্নব্যাকরণ ও বিপাকসূত্রে। এতদ্ভিন্ন আরও কতক গুলি উপাঙ্গ আছে। এই উপাঙ্গ আবার পাঁচ অংশে বিভক্ত—পরিকর্ম্ম, সূত্র, পুর্ব্বানুযোগ, পূর্ব্বগত, ও চূলিকা।

২ সূত্রিতানি গণধরৈ রঙ্গেভ্যঃ পূর্ব্বমেব যৎ।
পূর্ব্বানিত্যভিধীয়ন্তে তেনৈতানি চতুর্দশ॥
মহাবীর চরিত্র।

এই সকল গ্রন্থ অঙ্গ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, এই নিমিত্ত ইহাদিগের নাম পূর্ব্ব। ইহার সংখ্যা চতুর্দশ। অতি প্রবোধ, জ্ঞান প্রবোধ, সত্য প্রবোধ, আত্ম প্রবোধ, ক্রিয়া বিলাস ইত্যাদি।

৩ বৌদ্ধেরা বহু সংখ্য বুদ্ধের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে, কিন্তু সাত জন মাত্রকে অসাধারণ ভক্তি করে। কিন্তু জৈনেরা এই সংখ্যাটি পরিবর্দ্ধিত করিয়া চব্বিশটি করিয়াছে। ইহারা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান প্রত্যেক কালে এই সংখ্যা ক্রমে তীর্থঙ্করের আবির্ভাব কল্পনা করিয়া থাকে।

কর্ম্মা, এবং কেহ সর্ব্বজ্ঞ, কেহ বা দেবাদিদেব, ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ কার্য্যানুসারে কাহারও কাহারও বা বিশেষ বিশেষ নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা তীর্থকর, কেবলী, অর্হৎ ও জিন [৪]।

প্রথমাবস্থায় জৈনদিগের গুরু ছিল না। বৃষভনাথ তীর্থঙ্কর সর্ব্ব প্রথমে ইহাদিগের গুরুর পদবী গ্রহণ করিয়া ইহাদিগের দোষ সকল সংশোধন করিয়া নানা প্রকার সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন।

এই বৃষভনাথ অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন, ইনি জৈনদিগের হিতার্থে নানা প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সকল গ্রন্থ দ্বারা জৈন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান-নিয়ম ও ব্যবহার সমস্ত অবগত হওয়া যায়।

বৃষভনাথের পুত্রের নাম ভরত চক্রবর্ত্তী। জৈন গ্রন্থে এইরূপ উল্লিখিত আছে যে ভরত চক্রবর্ত্তী দ্বীপ উপদ্বীপের সহিত এই পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। বৃষভনাথ মৃত্যু কালে আপনার এই পুত্রকে জৈন সম্প্রদায়ের গুরুত্ব প্রদান করিয়া যান নাই। অজিত নামে তাঁহার এক প্রিয় শিষ্য ছিল। তিনি তাহাকেই আপনার কার্য্যের সম্যক উপযোগী জ্ঞান করিয়া তাহার উপরই সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া যান। এই রূপ কথিত আছে যে, কলিযুগের প্রারম্ভাবধি ক্রমান্বয়ে জৈনদিগের মধ্যে দ্বাদশ জন রাজা হইয়া পৃথিবী শাসন করিয়া ছিলেন। ইহাঁরা নর-চক্রবর্ত্তী নামে খ্যাত। এই দ্বাদশ জন ভিন্ন আরও নয় জন রাজা হন, তাঁহারা অর্দ্ধচক্রবর্ত্তী বলিয়া খ্যাত এবং বাসুদেব-কুল ইহাঁদিগের পদবী। ইহাঁদিগের হস্ত হইতে আর এক জাতি আসিয়া বল পূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করেন। ইহাঁরা প্রতি-বাসুদেব-কুল নামে খ্যাত। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি রাজা হন, তাঁহারা মণ্ডলাধীশ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। এই তিন শ্রেণীর রাজার মধ্যে প্রথম শ্রেণী সদ্বীপা সমগ্র পৃথিবীর, দ্বিতীয় শ্রেণী কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট খণ্ডের, এবং তৃতীয় শ্রেণী কিয়দংশ ভূভাগের উপর প্রভুত্ব করিতেন; এই কারণে উহাঁরা ঐ রূপ ভিন্ন ভিন্ন নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

বর্দ্ধমান স্বামী যখন তীর্থঙ্কর ছিলেন, তখন শ্রীনিক মহারাজ নামে এক জন মণ্ডলাধীশ রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজ্যকালে জৈন ধর্ম্ম ও জৈন সম্প্রদায় নানা প্রকার উপদ্রব হইতে রক্ষিত হয়। রাজগৃহ এই রাজার রাজধানী ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর চামুণ্ডা রায় ও জনান্ত রায় প্রভৃতি কত গুলি রাজা এই ভারতবর্ষ শাসন করেন। ইহাঁদিগের মধ্যে বিজ্বল রায় শেষ রাজা হইয়া ছিলেন। কল্যাণ রাজ্য ইহাঁর রাজধানী ছিল। ইহাঁর পরে দাক্ষিণাত্য প্রদেশ বেদোক্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অধিকারে আইসে। তৎপরে ভোরঙ্গল দেশের অধীশ্বর প্রতাপ-রুদ্র দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হস্তগত করেন, তাঁহার মৃত্যুর পর, বিজয় নগরের এক রাজা ঐ প্রদেশ শাসন করিয়া ছিলেন। ইহাঁর পরে কৃষ্ণ রায়, রাম রায় পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্য দেশ হিন্দুজাতির অধীনে থাকিয়া মুসলমানদিগের অধিকার-ভুক্ত হয়।

---

৪ তীর্য্যতে সংসার সমুদ্রোঽনেনেতি তীর্থঃ তৎকরোতি তীর্থকর। সর্ব্বথাবরণবিলয়ে চেতনস্বরূপাবির্ভাবঃ কেবলং তদস্যাস্তীতি কেবলিন্। সুরেন্দ্রাদিকৃতাং পূজাং অর্হতি অর্হন্। জয়তি রাগদ্বেষমোহানিতি জিনঃ।

যিনি সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হন তিনি তীর্থকর, আবরণ ও বিলয়াবস্থাতেও যাঁহার চেতন-স্বরূপের আবির্ভাব থাকে তিনি কেবলী। যিনি সুরেন্দ্রাদিকৃত পূজার উপযুক্ত তিনি অর্হৎ। যিনি রাগ দ্বেষাদি পরাজয় করেন তিনি জিন।

মুসলমান ধর্ম্ম ও তাহার বিস্তার।

বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান এই দুইটি মুসলমান ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। এই বিশ্বাস ছয় অংশে বিভক্ত—ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, দেবগণের প্রতি বিশ্বাস, ধর্ম্মশাস্ত্র কোরাণের প্রতি বিশ্বাস, ঈশ্বর-প্রেরিত ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস, পুনরুত্থান ও শেষ দিবসের বিচারের প্রতি বিশ্বাস ও ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস।

প্রথম ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস—মহম্মদ কহিতেন যে ঈশ্বর এক মাত্র অদ্বিতীয়; তিনি সকল বস্তুর স্রষ্টা, পাতা, তিনি অবিনাশী সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ ও অনন্ত। তাঁহার দয়া ও করুণার পার নাই। মহম্মদ কখন কখন তর্ক মুখে ঊর্দ্ধে এক অঙ্গুলি উত্তোলন পূর্ব্বক কহিতেন 'লা ইল্লা ইল্ আল্লা' ঈশ্বর এক মাত্র অদ্বিতীয় এবং 'মহম্মদ রসুলুল্ আল্লা' মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত।

দ্বিতীয় দেবগণের প্রতি বিশ্বাস—ইহা কেবল মুসলমানদিগের নয়, অতি প্রাচীন সম্প্রদায়েরও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত দেবতা নিরন্তর স্বর্গে বাস করেন। ইহাঁরা অতি পবিত্র-উপাদান অগ্নি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছেন। ইহাঁদিগের আকারে কিছু মাত্র অপূর্ণতা নাই। ইহাঁরা দেখিতে অতিশয় প্রিয়দর্শন; কিন্তু ইহাঁদিগের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ এই দুই প্রকার জাতি বিভাগ নাই। ইহাঁরা জিতেন্দ্রিয় এবং ইহাঁরা মনুষ্যের ন্যায় ক্ষুৎপিপাসার বশীভূত নহেন। যৌবন ইহাঁদিগের দেহের চির ও স্থির সম্পত্তি। ইহাঁরা শ্রেণি-বিশেষে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য করিয়া থাকেন এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহও ইহাঁদিগের প্রতি তারতম্যানুসারে নিপতিত হয়। এই সমস্ত দেবতার মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বরের পবিত্র সিংহাসনের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া তাঁহার উপাসনা কেহ কেহ নিরন্তর তাঁহার স্তুতি গান করিতেছেন। কেহ কেহ তাঁহার আজ্ঞা বহনে নিযুক্ত আছেন এবং কেহ কেহ বা মনুষ্যদিগের সহিত নানা প্রকারে যোগ নিবদ্ধ করিয়া রহিয়াছেন।

এই দেবগণের মধ্যে চারি জন অতিশয় প্রথিত। প্রথম গিব্রেল—ইনি অপৌরুষ বাক্য বহন করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় মিকাএল—ইনি এক জন যোদ্ধা, ধর্ম্ম যুদ্ধে ইহাঁর আবির্ভাব হইয়া থাকে। তৃতীয় আজ্রেল—ইনি মৃত্যুর দেবতা বা যম। চতুর্থ ইজরাফিল—ইনি পুনরুত্থানের দিবস ঢক্কা বাদন করিবেন। এই চারি জন দেবতা ব্যতিরেকে আজাজিল নামে এক দেবতা বিদ্রোহী বলিয়া বিশেষ খ্যাত আছেন। এক সময়ে ঈশ্বর দেবগণকে আদমের পূজা করিবার নিমিত্ত আদেশ করেন। এই রূপ প্রসিদ্ধি আছে যে আজাজিল এই আদেশ পাইয়া ঈশ্বরকে কহিয়া ছিলেন, প্রভো! আপনি আমারদিগকে অগ্নি দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন কিন্তু আদমের দেহ মৃণ্ময়, সুতরাং আদমের পূজা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে, এই বলিয়া তিনি ঈশ্বরের বাক্যে অবহেলা করিয়া ছিলেন। ঈশ্বর আজাজিলকে এই অপরাধে অভিশাপ দেন এবং তাঁহাকে স্বর্গ হইতে নির্বাসিত করেন। এক্ষণে এই দেবতা ঈশ্বরকে নির্যাতন করিবার নিমিত্ত মনুষ্যদিগকে কুপথে লইয়া যান এবং উহাদিগের ধর্ম্মে বিশ্বাস শিথিল করিয়া দেন।

এই কএকটি দেবতা ভিন্ন আরও দুই জন দেবতা আছেন। এই দুই দেবতা প্রত্যেক মনুষ্যের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে অবস্থান করিয়া উহার প্রত্যেক বাক্য ও প্রত্যেক কার্য্য লিখিয়া লন। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ইহাঁরা পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যান। মুসলমানদিগের বিশ্বাস এই যে এই দুই দেবতার মধ্যে যিনি

দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করেন, তিনি মনুষ্যের প্রত্যেক সৎকার্য্য দশ বার লিখিয়া থাকেন এবং মনুষ্য কোন প্রকার অসৎ কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে ইনি বাম পার্শ্বস্থ দেবতাকে কহেন তুমি সাত ঘণ্টা কাল এই কার্য্য লিপিবদ্ধ করিও না, কারণ, ইহার মধ্যে অনুতাপ আসিয়া এই মনুষ্যের চিত্ত বৃত্তি পরিবর্ত্তিত করিতে পারে।

মুসলমানেরা এই সকল দেবতা ব্যতীত কতকগুলি জেনির অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকে। ইহারা এক প্রকার ভূতযোনি বিশেষ। ইহারাও দেবতাদিগের ন্যায় তৈজস উপাদান দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু ইহারা মর্ত্ত্য জীবের ন্যায় ক্ষুৎপিপাসা ও ইন্দ্রিয়ের বশীভূত এবং উহাদিগেরই ন্যায় এক সময়ে জীবন-লীলা সংবরণ করিয়া থাকে। ইহাদিগের ন্যায় আর একটি ভূত-যোনি আছে। তাহারা সকলেই স্ত্রীজাতি। তাহারা দেখিতে অতি সুন্দর; সচরাচর তাহাদিগকে ভাগ্যদেবী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। মনুষ্যকে অপমানাদি হইতে রক্ষা করা এবং দৈববাণী করা তাহাদিগেরই কার্য্য।

তৃতীয় কোরাণে বিশ্বাস—মুসলমান দিগের মতে কোরাণ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বাক্য। সপ্তম স্বর্গে এই পুস্তক অনন্ত কাল হইতে বিদ্যমান ছিল। ইহাতে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালের বৃত্তান্ত এবং ঈশ্বরের আদেশ বাক্য সকল স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। গিব্রেল দূত সময়ে সময়ে এই গ্রন্থ হইতে ঈশ্বরের ইচ্ছা মহম্মদের নিকট ব্যক্ত করে। মহম্মদ এই দূতের নিকট যাহা শুনিতেন, লোকের নিকট তাহাই কহিতেন। আবুবেকর মহম্মদের মৃত্যুর পর এই সমস্ত বাক্য সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থবদ্ধ করেন। এই কোরাণ গ্রন্থে মুসলমানদিগের রাজশাসন-প্রণালী ও ধর্ম্ম-নিয়ম উভয়ই সঙ্কলিত আছে। ধার্ম্মিক মুসলমানেরা এই গ্রন্থকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। উহারা ইহা নানা প্রকারে সুসজ্জিত করত অতি যত্নের সহিত গৃহে রক্ষা করে এবং অশুচি ও অপবিত্র থাকিতে প্রাণান্তেও ইহাকে স্পর্শ করে না। ইহারা কহে কোরাণকে ভূতলে রাখিয়া পাঠ করিলে ইহার অবমাননা করা হয়। মুসলমানেরা কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করে এবং ভাবী শুভাশুভ ঘটনা স্থির করিতে হইলে এই গ্রন্থ উদ্‌ঘাটন করিয়া সর্ব্বাগ্রে যে বাক্যটি দেখে তদ্দ্বারাই উহার নির্ণয় করিয়া থাকে।

এই কোরাণ ভিন্ন মুসলমান দিগের আর এক খানি ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, তাহার নাম সোন্না। মহম্মদ যে সকল নীতি ও নীতিগর্ভ উপাখ্যান কহিয়াছিলেন, ইহাতে সেই গুলি সংগৃহীত আছে। মুসলমান দিগের একটি বিশেষ সম্প্রদায় আছে, তাহারা এই গ্রন্থকে কোরাণের ন্যায় পবিত্র বোধ করে। কিন্তু আর এক সম্প্রদায় ইহার পবিত্রতা স্বীকার করে না। এই উভয় সম্প্রদায় এই লইয়া ঘোরতর বিবাদ করিয়া থাকে এবং ইহারা যে পরস্পর বিভিন্ন মতাবলম্বী, তাহার নিদর্শন স্বরূপ এক দল শ্বেত বর্ণ উষ্ণীষ ও আর এক দল রক্ত বর্ণ উষ্ণীষ ধারণ করে।

যাহাই হউক, এই দুই খানিই মুসলমান দিগের ধর্ম্মগ্রন্থ। এই দুই খানি গ্রন্থে ত্বক ছেদ করিবার ব্যবস্থা দেখা যায় না। ইহা দ্বারা বোধ হয় এই ব্যবহারটি আরব দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। জনশ্রুতি আছে যে, আরব দেশীয় মুসলমানেরা এই ব্যবহার ইহুদি জাতি হইতে গ্রহণ করিয়াছে এবং মুষার পূর্ব্বাবধি এই ব্যবহার ঐ জাতি মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে। কোরাণে জীবিত বস্তুর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ

করিবার নিষেধ দেখা যায়। এই কারণে কেহ আপনার প্রতিকৃতি চিত্রিত করে না।

অনেকে কহিয়া থাকেন যে, মহম্মদ স্ত্রীলোকের আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। বস্তুতই এইরূপ ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে। কারণ মহম্মদ পুরুষদিগেরই স্বর্গ-ভোগের বিষয় বারংবার উল্লেখ করিয়া-ছেন, কিন্তু স্ত্রীলোকের বিষয় কিছুই কহেন নাই। কেবল কোরাণের একস্থলে ধর্ম্মশীলা নারীদিগের সৌভাগ্যের একটু আভাস দিয়া-ছেন। তদ্দ্বারা তাঁহার মনের ভাব এই মাত্র বোধ হয়, যেন উহারা স্বর্গের পরী হইবে।

চতুর্থ ঈশ্বর-প্রেরিতের প্রতি বিশ্বাস—মুসলমানেরা কহে যে, এই প্রেরিতের সংখ্যা দুই লক্ষ। কিন্তু তন্মধ্যে আদম, নোয়া, আব্রাহিম, মুষা, ঈষা ও মহম্মদ এই ছয় জন সর্ব্ব প্রধান।

পঞ্চম পুনরুত্থান ও শেষ বিচার দিবসে বিশ্বাস—মৃত্যুর দেবতা আজ্রেল মনুষ্যের দেহ হইতে প্রাণ অপহরণ করিলে মুসল-মানেরা সেই মৃত দেহের সমাধি করিয়া থাকে। মঙ্কার ও নাকীর নামে কৃষ্ণবর্ণ ভী-ষণাকার দুইটি দেবতা আছে। উহারা সমা-ধির অবসানে ঐ মৃত দেহের সন্নিহিত হয়। উহারা ঐ দেহের সন্নিহিত হইলে উহাতে পুনরায় আত্মার সঞ্চার হইয়া থাকে। তখন ঐ দুই দেবতা তাহাকে বশিতে আদেশ করে এবং এইরূপ তিনটি প্রশ্ন করিয়া থাকে—ঈশ্বর একমাত্র বলিয়া তোমার বিশ্বাস আছে কি না? মহম্মদের বাক্যে তোমার বিশ্বাস আছে কি না এবং তুমি জীবিতাবস্থায় কি কি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ছিলে? তৎকালে ঐ ব্যক্তি যেরূপ উত্তর দেয় উহারা তাহা লিখিয়া লয়। তৎপরে যদি উত্তর গুলি উহা-দিগের প্রীতিকর হয়, তাহা লইলে ঐ দেহ হইতে আত্মাকে অতিযত্নের সহিত পৃথক ক-রিয়া লয়; কিন্তু যদি উত্তর গুলি অপ্রীতিকর হয় তাহা হইলে লৌহ দণ্ড দ্বারা তাহাকে যার পর নাই যন্ত্রণা দিয়া থাকে। মুসলমা-নেরা পরীক্ষা গ্রহণের সুবিধা করিবার নিমিত্ত একটি গর্ত্ত করিয়া মৃত দেহের সমাধি করে এবং তাহাকে কেবল বস্ত্র খণ্ড দ্বারা আবৃত করিয়া রাখে।

মৃত্যু ও পুনরুত্থানের অন্তবর্ত্তি কালকে মুসলমানেরা বের্‌জাক্ কহে। এই সময়ে ঐ মৃত দেহ ভূগর্ভে বাস করে, কিন্তু আত্মা, অতঃপর কিরূপ ভাগ্য উপস্থিত হইবে স্বপ্ন-যোগে তাহা জ্ঞাত হইয়া থাকে।

প্রেরিতদিগের আত্মা দেহান্তে এককালে স্বর্গে উপনীত হয় এবং তথাকার নানা প্রকার ভোগ সুখ লাভ করিয়া থাকে। যাহারা ধর্ম্মযুদ্ধে জীবন সমর্পণ করিয়াছে তাহাদিগের আত্মা হরিদ্বর্ণ পক্ষীর দেহে প্রবিষ্ট হয় এবং স্বর্গের সুরতরুর সুস্বাদু ফল ও স্বচ্ছ জলে পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। আর যাঁহারা পরম ধার্ম্মিক তাঁহারা সেই সমাধি ক্ষেত্রেই স্বর্গের অনুরূপ সুখ ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু মুসলমানদিগের মধ্যে এই রূপও অনেকের বিশ্বাস আছে যে যাঁহারা ধর্ম্মে অকৃত্রিম অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারা দেহান্তে তুষারের ন্যায় শ্বেতাকার পক্ষীর আকার ধারণ করিয়া ঈশ্বরের সিংহাসনের অধস্তলে বাস করিবে-ন। কিন্তু যাহারা ধর্ম্মদ্বেষী নাস্তিক তাহা-দিগের যন্ত্রণার পরিসীমা থাকিবে না। দেব-তারা স্বর্গ ও পৃথিবী হইতেও তাহাদিগকে দূরীকৃত করিয়া দিবেন এবং বিচার-দিবস পর্য্যন্ত উহাদিগকে পৃথিবীর গভীর অন্ধকূপে নিমগ্ন থাকিতে হইবে।

মুসলমানদিগের মতে বিচার দিবসের আড়-ম্বর অতি ভয়ানক। ঐ দিবস চন্দ্রের পূর্ণ গ্রাস ও সূর্য্যের উদয় পশ্চিম দিক হইতে হইবে।

চতুর্দ্দিকে তুমুল সংগ্রাম ঘটিবে। সকলেরই ধর্ম্মে বিশ্বাস শিথিল হইবে। একটি গাঢ়তর অন্ধকার পৃথিবীকে আবৃত করিয়া রাখিবে। এই সময়ে ইজরাফিল দেবতা ভীষণ রবে ঢক্কা বাদন করিবেন। এই ঢক্কার শব্দে ভূকম্প ও উন্নত শৈল-শৃঙ্গ সকল ভূমিসাৎ হইবে। আকাশ দ্রবীভূত ও স্বর্গ অন্ধকারাবৃত হইয়া যাইবে এবং চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্র সকল স্খলিত হইয়া সমুদ্র-সলিলে নিপতিত হইবে। সমুদ্র হয় এক কালে শুষ্ক হইয়া যাইবে, না হয় প্রবল বাত্যা-যোগে উর্ম্মিমালা বিস্তার করিয়া প্রবাহিত হইবে। এই সময়ে মনুষ্যের মধ্যে একটি বিশৃঙ্খলতা ঘটিবে। সকলেই পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী ও পুত্র কলত্রকে পরিত্যাগ করিয়া ভয়ে পলায়ন করিবে। আরণ্য ও গ্রাম্য পশু চির-পরিচিত বৈর পরিত্যাগ করিয়া একত্র দলবদ্ধ হইয়া থাকিবে।

তৎপরে আর একবার ঢক্কা বাদিত হইবে। এই ঢক্কার শব্দে স্বর্গ ও পৃথিবীর সমুদায় জীব নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। সর্ব্বশেষে মৃত্যুর দেবতা আজেলও মৃত্যুগ্রস্ত হইবেন। তৎকালে ঈশ্বর যে কএকজনকে রক্ষা করিবেন তাহারাই জীবিত থাকিবে।

চল্লিশ দিবস, কেহ কেহ কহেন চল্লিশ বৎসর মুষলধারে পৃথিবীতে বৃষ্টি হইবে। তৎপরে পুনরায় ঢক্কা-ধ্বনি হইতে থাকিবে। এই সময়ে মৃত ব্যক্তিদিগের আত্মা সকল আপন আপন দেহ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে ক্রমাগত ধাবমান হইবে। পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এবং তাহার মধ্য হইতে কঙ্কাল সকল সঙ্কলিত হইয়া সমস্ত দেহ পুনরায় নির্ম্মিত হইবে। জীবন কালে যে দেহের যে রূপ সৌষ্ঠব ছিল ঐ সময় তাহার কিছু মাত্র ব্যত্যয় হইবে না। তখন আত্মা সকল স্বস্ব দেহ নির্ব্বাচন করিয়া লইবে এবং তন্মধ্যে প্রবেশ করিবে। উহারা জননীর গর্ভ হইতে যেমন উলাঙ্গ হইয়া আসিয়া ছিল তৎকালে সেইরূপ ভাবেই থাকিবে। নাস্তিকেরা কেবল পৃথিবীতে মুখ ঘর্ষণ করিবে এবং ধার্ম্মিকেরা প্রীতমনে শ্বেত বর্ণ উষ্ট্রে আরোহণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিবেন। অনন্তর সকলেরই শুভাশুভ কার্য্যের পরীক্ষা হইবে।

এই পরীক্ষা কালে গিব্রেল দুইটি মানদণ্ড আনায়ন করিবে; ইহার একটির নাম আলোক আর একটির নাম অন্ধকার। পুণ্য কর্ম্ম সমুদায় আলোকের উপর এবং পাপ কর্ম্ম সকল অন্ধকারের উপর স্থাপিত হইবে। যাহারা অন্যের প্রতি পাপাচরণ করিয়াছে তৎকালে উহাদিগের পুণ্যের অংশ ঐ অপকৃত ব্যক্তিরা পাইবে এবং উহাদিগের যদি পুণ্য না থাকে তাহা হইলে ঐ অপকৃত ব্যক্তিদিগের পাপের অংশ উহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

ইহার পর সকলকেই একটি সেতু পার হইতে হইবে। এই সেতু তরবারির ধারার ন্যায় সূক্ষ্ম। ইহা নরকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সেতু পার হইবার কালে মহম্মদ সর্ব্বাগ্রে যাইবেন, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলকেই যাইতে হইবে। যাহারা অধার্ম্মিক নাস্তিক, তাহারা ঐ অন্ধকারাচ্ছন্ন সেতুর উপর দিয়া যাইতে যাইতে অতলস্পর্শ নরকের হ্রদে নিপতিত হইবে। কিন্তু যাঁহারা পুণ্যশীল তাঁহারা পক্ষীর ন্যায় দ্রুতবেগে উহা অনায়াসে পার হইবেন। এই সেতু পার হইলেই স্বর্গ।

যে নরকের উপর দিয়া সেতু চলিয়া গিয়াছে ঐ স্থান অতি ভয়ানক। তথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কতকগুলি বৃক্ষ আছে। ভীষণ অজগর সকল উহার শাখা এবং বিকটাকার রাক্ষসের মস্তক সকল উহার ফল। এই নরক সপ্ততল। উহার প্রত্যেক অধস্তন তলে অপেক্ষাকৃত যন্ত্রণার আধিক্য হইয়া থাকে।

যাহারা নাস্তিক তাহারা প্রথম তলে, যাহারা দ্বৈতবাদী তাহারা এবং যাহারা মহম্মদের জীবন কালে আরব দেশ মধ্যে পৌত্তলিক বলিয়া পরিচিত হইত, তাহারা দ্বিতীয় তলে, ভারতবর্ষের বেদোক্তধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণেরা তৃতীয় তলে, ইহুদিরা চতুর্থ তলে খৃষ্ট-মতাবলম্বীরা পঞ্চম তলে, পারশ্য দেশীয় মাগী সম্প্রদায় ষষ্ঠ তলে এবং যাহারা ধর্ম্ম-কঞ্চুকধারী তাহারা সপ্তম তলে বাস করিবে।

মুসলমানেরা কহে যে যাহারা এক মাত্র ঈশ্বর ও ঈশ্বর-প্রেরিতের প্রতি বিশ্বাস করে তাহাদিগের কাহাকেও অনন্ত নরক ভোগ করিতে হইবে না। কাল সহকারে ইহাদিগের সকলেরই পাপ ক্ষয় হইবে। ইহাদিগের মধ্যে আবার এই রূপ মতও দেখিতে পাওয়া যায় যে পাপী যে রূপ হউক না কেন, ঈশ্বর যখন দয়াময় তখন তিনি সকলকেই উদ্ধার করিবেন; এমন কি যাহারা ঘোর পাষণ্ড নাস্তিক, তাহারাও এক সময়ে তাঁহার কৃপায় উদ্ধার হইবে।

যখন প্রকৃত ধার্ম্মিকেরা পূর্ব্বোক্ত সমস্ত পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হন, যখন সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাঁহাদিগের পাপ শান্তি হইয়া যায়, তখন তাঁহারা একটি হ্রদের নিকট উপনীত হইয়া থাকেন। এই হ্রদ অতি বিস্তীর্ণ। ইহা প্রদক্ষিণ করিতে এক মাস অতীত হয়। ইহাতে অল্ কদর নামে এক নদী স্বর্গ হইতে নিপতিত হইতেছে। এই হ্রদের জল সদ্গন্ধময়, মধুর ন্যায় মধুর, তুষারের ন্যায় শীতল ও হীরকের ন্যায় স্বচ্ছ। যিনি একবার এই জল পান করেন তাঁহার পিপাসা এক কালে নিবৃত্ত হইয়া যায়।

ধার্ম্মিকেরা এই হ্রদের জল পান করিয়া স্বর্গে উপস্থিত হন। এই স্বর্গের দ্বারে রস্ওান নামে এক দেবতা দণ্ডায়মান আছে। এই দেবতা যাত্রীদিগকে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। স্বর্গের কুট্টিম শ্বেতবর্ণ সুগন্ধময় এবং হীরক-রেণু-পূর্ণ। উহার চতুর্দ্দিকে স্রোতস্বতী মন্দ মন্দ বেগে প্রবাহিত হইতেছে। ঐ সকল নদীর তট হরিদ্বর্ণ ও নানা প্রকার সুগন্ধি পুষ্পে পরিপূর্ণ। ঐ সকল নদী দুগ্ধ মদ্য ও মধু প্রবাহিত করিতেছে। ইহাদিগের তীরদেশ কর্পূরময়। এই স্থানেই টাবা অর্থাৎ জীবন বৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষ এমনি প্রশস্ত, যে দ্রুতগামী অশ্বও এক শত বৎসরে ইহার ছায়া অতিক্রম করিতে পারে না। ইহার শাখা প্রশাখা সকল ফল-ভরে সন্নত হইয়া আছে এবং যাহারা ইহার ফল গ্রহণে অভিলাষ করে ঐ সকল শাখা তাহাদিগের হস্তে স্বয়ংই সন্নত হইয়া থাকে।

এই স্থানের অধিবাসিরা নানা প্রকার রত্ন-খচিত পরিচ্ছদ ও মস্তকে উজ্জ্বল রত্নময় কিরীট ধারণ করিয়া থাকে। শত শত দাস দাসী ইহাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছে। পরী সকল ইহাদিগের নিকট নৃত্যগীত করিয়া সততই ইহাদিগকে আনন্দিত করিতেছে। ধার্ম্মিকেরা এই স্থানে পার্থিব সহধর্ম্মিণীর সহিত মিলিত হন এবং স্বর্গীয় ভোগ্যা স্ত্রী সকলও তাঁহারদিগের সেবা করিয়া থাকে। এই সমস্ত স্ত্রী লোকের গর্ভে যে সমস্ত সন্তান উৎপন্ন হয় তাহারা মুহূর্ত্তের মধ্যে রূপ গুণ প্রভৃতি সকল বিষয়েই পিতা মাতার অনুরূপ হইয়া থাকে। স্বর্গবাসী কি স্ত্রী কি পুরুষ কাহাকেই বৃদ্ধ দশার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক।

অনুষ্ঠান-পদ্ধতি .. .. ॥০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে) .. ॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম খণ্ড (টীকা ও বাঙ্গলা তাৎপর্য্য সহিত) .. .. .. ॥০
ঐ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (লাল কাল অক্ষরে) .... ১॥০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) .. ।০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম .. .. .. ।০
ঐ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ৶০
ঐ ঐ তাৎপর্য্য সহিত .. ॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস .. .. ॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ ॥০
ঐ ঐ দ্বিতীয় প্রকরণ ॥০
মাঘোৎসব ১
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা ৴০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .... ।৶০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ... ॥০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .. .. ।৶০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা .. .. ॥০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .. ।৶০
তত্ত্ববিদ্যা প্রথম খণ্ড ১
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড .. .. ।৶০
ঐ তৃতীয় খণ্ড .. .. ।৶০
ঐ তিন খণ্ড একত্র বাঁধান .. ১॥০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা—প্রথম ভাগ .. ১
ঐ দ্বিতীয় ভাগ ১
আত্মোৎকর্ষ বিধান .. .. ১।৶০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা ৶০
ব্রহ্মোপাসনা ৴০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি ৴০
ব্রহ্ম-স্তোত্র ৴১০
প্রার্থনা এবং সঙ্গীত ৴০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা ৷০
ধর্ম্ম-শিক্ষা ৶০
পৌত্তলিক প্রবোধ .. .. .. ।০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ দেবনাগর অক্ষরে ৶০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায় ৶০
ত্রিসন্ধ্যাস্তোত্র ৶০
ধর্ম্ম চর্চ্চা .. .. ।০
প্রবচন সংগ্রহ ৴১০
সংগীত মুক্তাবলী .. .. .. ।০
সুভাব সঙ্গীত .. .. ।০
প্রশ্ন মঞ্জরী ৷৷০
উদ্বোধনাঞ্জলি ৴০
গৃহ কর্ম্ম ৶০
স্তোত্রমালা .. .. ।০
ধর্ম্ম দীক্ষা ৴০
ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা ১৭৮৭ শকের একত্র বাঁধান ৸০
ঐ ঐ ১৭৮৬। ৮৭ শকের ৸০
ঐ ঐ ১৭৮৮ শকের .. ১॥০
দীপ্ত-শিরার অভিষেক ৷১০
ব্রহ্মসাধন ৴১০
ব্রাহ্ম ব্যবহার ৴০
দুর্গোৎসব ৴০
বর্ণমালা—প্রথম সংখ্যা ৷১০
ঐ দ্বিতীয় সংখ্যা ৴০
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা—১৭৯। ৭১। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮২। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। শকের একত্রবাঁধান প্রতি খণ্ডের মূল্য .... ৫ টাকা

	Rs.	As
Defence of Brahmoismdan the Brahmo Soaj		4
Selections from Vaidanta		2
Hindoo Theism.		1
Theists Prayer Book		1
Signs of the Times		1
Vaidantic Doctrines Vindicated ..		2
Doctrine of Christian Ressurrection		
Lectures on Patholgy of Fever..................	1	4

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৫। কলিগতাব্দ ৪৯৬৯। ১ আশ্বিন বুধ বার।

সপ্তম কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

কার্ত্তিক ১৭৯০ শক।

৩০৩ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৩৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য পঞ্চদশানুবাকে তৃতীয়ং সূক্তং।

কুৎস ঋষিঃ জগতীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা।

১০১০৫

১১। অধ স্বনাদুত বিভ্যুঃ পতত্রিণো দ্রপ্সা যত্তে যবসাদো ব্যস্থিরন্। সুগং তত্তে তাবকেভ্যো রথেভোঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব॥

১১। হে অগ্নে 'অধ' দগ্ধং বনপ্রবেশানন্তরং 'স্বনাৎ' ত্বদীয়াৎ পূর্ব্বোক্ত গম্ভীর শব্দাৎ। উত শব্দোঽপ্যর্থঃ। 'পতত্রিণঃ' পক্ষিণোঽপি 'বিভ্যুঃ' বিভ্যতি ভয়ং প্রাপ্নুবন্তি। উৎপতনেন দেশান্তরং গন্তুং সমর্থাঃ পক্ষিণোঽপি যদা ভয়ং প্রাপ্নুবন্তি কিমু বক্তব্য মন্যেষাং তত্রত্যানাং বৃকাদীনাং ভীতির্জ্জায়তে ইতি। অতস্ত্বয়ি বনং প্রবিশতি সর্ব্বে প্রাণিনো ভয়ং প্রাপ্নুবন্তি ইত্যর্থঃ। তাদৃশস্য 'তে' তব 'দ্রপ্সা' জ্বালৈকদেশা 'যবসাদঃ' যবসানাং অরণ্যে বর্ত্তমানানাং তৃণানামত্তারঃ সন্তঃ 'যৎ' যদা 'ব্যস্থিরন্' বিবিধং অবতিষ্ঠন্তে 'তৎ' তদা 'তে' তব সর্ব্বং অরণ্যং 'সুগং' সুখেন গন্তুং শক্যং 'অতঃ 'তাবকেভ্যঃ' ত্বদীয়েভ্যঃ 'রথেভ্যশ্চ' তদরণ্যং সুগং ভবতি। পূর্ব্বং প্রবৃত্তৈ র্জ্বালাগ্রৈ স্তৃণাদিষু দগ্ধেষু সৎসু ত্বদীয়া রথাঃ প্রতিবন্ধমন্তরেণ পশ্চাদ্গচ্ছন্তীতি ভাবঃ। অন্যৎসমানং।

১১। হে অগ্নি তুমি বন প্রবেশ করিলে তোমার গম্ভীর শব্দে পক্ষীরাও ভীত হইয়া থাকে। তুমি যখন জ্বালা বিস্তার পূর্ব্বক তৃণ দগ্ধ কর তখন বন অতিশয় সুগম হয়। তোমার রথও অপ্রতিহত গতি দ্বারা তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। তোমার সহিত সখ্য থাকিলে কদাচই আমাদিগের অনিষ্ট হইবে না।

১০১০৬

১২। অয়ং মিত্রস্য বরুণস্য ধায়সেঽবযাতাং মরুতাং হেড়ো অদ্ভুতঃ। মৃড়া সু নো ভূত্বেষাং মনঃ পুনরগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব॥

১২। 'অয়ং' অগ্নেঃ স্তোতা 'মিত্রস্য' অহরভিমানিনো দেবস্য 'বরুণস্য' রাত্র্যভিমানিনশ্চ সম্বন্ধিনে 'ধায়সে' ধারণায় অবস্থাপনায় ভবতু। মিত্রাবরুণাবিমমগ্নেঃ স্তোতারং ধারয়তামিত্যর্থঃ। 'অবযাতাং' অবস্তাৎ গচ্ছতাং স্বর্গলোকস্যাধস্তাদন্তরিক্ষে বর্ত্তমানানাং 'মরুতাং' এতৎ সজ্ঞানাং দেবানাং 'হেড়ঃ' ক্রোধঃ 'অদ্ভুতঃ' মহান্ ভবতি। অদ্ভুত ইত্যেতৎ মহন্নাম। তস্মাৎ ক্রোধাদিমমগ্নেঃ স্তোতারং মিত্রাবরুণৌ রক্ষতামিতি শেষঃ। অপিচ 'নঃ' অস্মান্ হে 'অগ্নে' 'সুমৃড়' সুষ্ঠু মৃড়য় সুখয়। 'এষাং' মরুতাং 'মনঃচ' 'পুনঃ' 'ভূত্বু' পুনরপি প্রসন্নং ভবতু। অন্যৎ সমানং।

১২। হে অগ্নি! মিত্র ও বরুণ তোমার স্তুতিবাদককে ধারণ করুন। অন্তরিক্ষচর

বায়ু সকলের ক্রোধ অতি মহৎ, ঐ দুই দেবতা সেই ক্রোধ হইতে তোমার স্তাবককে রক্ষা করুন। হে অগ্নি তুমি আমাদিগকে সুখিত কর এবং এই মরুৎগণের মন পুনরায় প্রসন্ন হউক। তোমার সহিত সখ্য থাকিলে কদাচই আমাদিগের অনিষ্ট হইবে না।

১০।১০৭

১৩। দেবো দেবানামসি মিত্রো অদ্ভুতো বসুর্বসূনামসি চারুরধ্বরে। শর্ম্মন্‌ৎস্যাম তব সপ্রথস্তমেঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব॥

১৩। হে অগ্নে 'দেবঃ' দ্যোতমানঃ ত্বং 'দেবানাং' সর্ব্বেষাং 'অদ্ভুতঃ' মহান্ 'মিত্রোসি' প্রৌঢ়ঃ সখা ভবসি। তথা 'চারুঃ' শোভনঃ ত্বং 'অধ্বরে' যজ্ঞে 'বসূনাং' সর্ব্বেষাং ধনানাং 'বসুঃ' 'অসি' নিবাসয়িতা ভবসি। অতোঽস্মাকং বসুনি দেহীত্যর্থঃ। কিঞ্চ 'সপ্রথস্তমে' সর্ব্বতঃ পৃথুতমেঽতিশয়েন বিস্তীর্ণে 'তব' ত্বৎসম্বন্ধিনি 'শর্ম্মণি' যজ্ঞগৃহে 'স্যাম' প্রবর্ত্তমানা ভবেম। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

১৩। হে অগ্নি তুমি দীপ্তিশীল, তুমি দেবগণের মহৎ মিত্র তুমি অতি সুশোভন এবং যজ্ঞে ধনের নিবাসয়িতা। আমরা তোমার বিস্তীর্ণ যজ্ঞগৃহে প্রবৃত্ত হই। তোমার সহিত সখ্য থাকিলে কদাচই আমাদিগের অনিষ্ট হইবে না।

১০।১০৮

১৪। তত্তে ভদ্রং যৎসমিদ্ধঃ স্বে দমে সোমাহুতো জরসে মৃড়য়ত্তমঃ। দধাসি রত্নং দ্রবিণং চ দাশুষেঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব॥

১৪। হে অগ্নে 'তে' ত্বৎসম্বন্ধি 'তৎ' খলু 'ভদ্রং' ভজনীয়ং প্রশস্তমিত্যর্থঃ কিং পুনস্তৎ 'স্বে' 'দমে' স্বকীয়ে উত্তরবেদিলক্ষণে নিবাসস্থানে। তস্যৈষ স্বো লোকো যদুত্তর বেদীনাভিরিতি শ্রুতেঃ। 'তস্যাং' উত্তর বেদ্যাং 'সমিদ্ধঃ' সম্যক ইদ্ধঃ প্রজ্বলিতঃ 'সোমাহুতঃ' হুতেন সোমরসেন সন্তর্পিতঃ সন্ 'জরসে' ঋত্বিগ্‌ভিঃ স্তূয়সে ইতি যদস্তি তদ্ভদ্রমিত্যর্থঃ। এবং প্রশস্তঃ ত্বং 'মৃড়য়ত্তমঃ' অতিশয়েন অস্মাকং সুখয়িতা ভূত্বা 'রত্নং' রমণীয়ং কর্ম্ম ফলং বা 'দ্রবিণং' ধনং চ 'দাশুষে' হবির্দত্তবতে যজমানায় 'দধাসি' প্রযচ্ছসি। অন্যৎ সমানং।

১৪। হে অগ্নি তুমি আপনার নিবাস স্থানে সম্যক্ প্রজ্বলিত ও সোমরসে পরিতৃপ্ত হইয়া ঋত্বিকগণ দ্বারা যে সংস্তুত হইয়া থাক তাহা অতি সুন্দর। এক্ষণে তুমি আমাদিগের সুখপ্রদ হইয়া রমণীয় কার্য্য ও ধন যজমানকে প্রদান কর। তোমার সহিত সখ্য থাকিলে কদাচই আমাদিগের অনিষ্ট হইবে না।

১০।১০৯

ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ।

১৫। যস্মৈ ত্বং সুদ্রবিণো দদাশোঽনাগাস্ত্বমদিতে সর্ব্বতাতা। যং ভদ্রেণ শবসা চোদয়াসি প্রজাবতা রাধসা তে স্যাম॥

১৫। হে 'সুদ্রবিণ' শোভনধন 'অদিতে' অখণ্ডনীয়াগ্নে 'সর্ব্বতাতা' সর্ব্বাসু কর্ম্মততিষু যদ্বা সর্ব্বেষু যজ্ঞেষু বর্ত্তমানায় 'যস্মৈ' যজমানায় 'অনাগাস্ত্বং' অপাপত্বং পাপরাহিত্যেন কর্ম্মার্হতাং ত্বং 'দদাশঃ' প্রযচ্ছসি স যজমানঃ সমৃদ্ধো ভবতি। 'যং' চ যজমানং 'ভদ্রেণ' ভজনীয়েন কল্যাণেন 'শবসা' বলেন 'চোদয়াসি' সংযোজয়সি সোঽপি সমৃদ্ধো ভবতি। বয়ং চ স্তোতারঃ 'প্রজাবতা' প্রজাভিঃ পুত্র পৌত্রৈর্যুক্তেন 'তে' রাধসা ত্বয়া দত্তেন ধনেন যুক্তাঃ 'স্যাম' ভবেম।

১৫। হে অগ্নি তুমি শোভন ধনযুক্ত ও অখণ্ডনীয়, তুমি যজ্ঞকার্য্য প্রবৃত্ত যে যজমানকে নিষ্পাপ কর সে সমৃদ্ধ হয় এবং যাহাকে কল্যাণ ও বল দ্বারা যোজিত কর সেও সমৃদ্ধ হয়। এক্ষণে আমরা যেন পুত্র পৌত্র ও ধনযুক্ত হই।

১০।১০১০

১৬। স ত্বমগ্নে সৌভগত্বস্য বিদ্বানস্মাকমায়ুঃ প্রতিরেহ দেব। তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তাম-

ঽদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ। ।১।৬।৩২।

১৬। হে 'দেব' দানাদি গুণযুক্ত অগ্নে 'স' পূর্ব্বোক্ত গুণবিশিষ্টঃ 'ত্বং' 'সৌভগত্বস্য' সুভগত্বং সৌভাগ্যং 'বিদ্বান' জানন্ 'ইহ' অস্মিন কর্ম্মণি 'অস্মাকং' 'আয়ুঃ' 'প্রতির' প্রবর্দ্ধয়। প্রপূর্ব্বস্তিরতির্ব্বর্দ্ধনার্থঃ। ত্বয়া প্রবর্দ্ধিতং 'নঃ' অস্মাকং 'তৎ' আয়ুঃ মিত্রাদয়ঃ ষট্ দেবতা 'মামহন্তাং' পূজয়ন্তাং রক্ষন্ত্বিত্যর্থঃ'মিত্রঃ' প্রমীতেস্ত্রাতা 'বরুণঃ' অবশিষ্টানাং নিবারয়িতা 'অদিতিঃ' অদীনা অখণ্ডনীয়া বা দেবমাতা 'সিন্ধুঃ' স্যন্দনশীলোদকাত্মা দেবতা 'পৃথিবী' প্রথিতা ভূদেবতা 'উত' ইতি সমুচ্চয়ে 'দ্যৌঃ' প্রকাশমানা দ্যুলোকাত্মা দেবতা এত শ্চ সর্ব্বা অগ্নিনা প্রবর্দ্ধিত মায়ুর্ম্মামহন্তা মিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ ।১।৬।৩২।

১৬। হে দেব সেই তুমি সৌভাগ্য জ্ঞাত হইয়া এই কার্য্যে আমাদিগের আয়ু পরিবর্দ্ধিত কর এবং মিত্র বরুণ অদিতি সিন্ধু পৃথিবী ও দ্যুলোক ইহাঁরা আমাদিগের সেই আয়ু রক্ষা করুন। ১। ৬। ৩২।

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

১ ভাদ্র রবিবার ১৭৯০ শক।

"অসতোমা সদ্গময়"

এই প্রশান্ত পবিত্র সময়ে আত্মা ঈশ্বরের শরণাগত হইয়া প্রশান্ত ও পবিত্র ভাব ধারণ করিয়াছে। সেই "মহতো মহীয়ানের" আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া আত্মা মহৎ ও উন্নত হইতেছে। দিন দিন ঈশ্বরের সহবাস-জনিত আরো উন্নততম ধর্ম্ম-ভাব—পুণ্য-ভাব উপার্জ্জনে দৃঢ়ব্রত হওয়াই আমারদের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কার্য্য। বিদ্যুতের ন্যায় ঈশ্বরের যে মঙ্গল-জ্যোতিঃ আমারদের বিজ্ঞান নয়নের সম্মুখে এক এক বার প্রকাশ পায়, অবাধে তাঁহার সেই মঙ্গল-কিরণ অধিকাধিক রূপে নিরীক্ষণ করিবার জন্য চেষ্টা করাই আমারদের গুরুতর তপস্যা। মৃত্যুর পরে কোন দিব্য ধামে উপনীত হইয়া মহত্তর ইন্দ্রিয়-সুখ সম্ভোগ করিব, উৎকৃষ্টতর বিষয় বিভব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব, কিন্নরী ও অপ্সরোগণ দ্বারা সর্ব্বক্ষণ পরিবেষ্টিত থাকিব, এই হীন লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমারদের ব্রহ্ম-সাধন নয়। আমারদের সকল ব্রত ধর্ম্ম, তপস্যা কর্ম্মের এক মাত্র তাৎপর্য্য এই যে আমরা ঈশ্বরকে দিন দিন উজ্জ্বলরূপে সন্দর্শন করিব। রজনীর অন্ধকারের পর যেমন সূর্য্যালোকে এখন চারি দিক্ সমুজ্জ্বল দেখিতেছি, তেমনি ইহ-লোক হইতে লোকান্তরে উপনীত হইয়া আমরা সূর্য্য-প্রকাশের ন্যায় ঈশ্বরের উজ্জ্বল-প্রকাশ সন্দর্শন করিব, তাঁহার আরো গাঢ়তর সন্নিকর্ষ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে থাকিব, এই আমারদের একান্ত আকিঞ্চন ও প্রয়োজন। এই মহত্তর লক্ষ্য সাধনের নিমিত্তই তন্মনা একাগ্রমনা হইবার জন্য দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের নিত্য আবশ্যক। তাঁহার সহিত আত্মার নিত্য যোগ রক্ষা করাই আমারদের প্রাত্যহিক কার্য্য।

ওষধিগণ যেমন এক বার মাত্র পুষ্প-ফল প্রসব করিয়া পরিশুষ্ক হয়, বনস্পতি সকল যেমন বর্ষান্তে এক এক বার ফল-ফুলে সুশোভিত হয়, অবশিষ্ট কাল নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থান করে, আত্মার উন্নতির পদ্ধতি সে রূপ নহে। সাপ্তাহিক বা মাসিক্ নিয়মে ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা-জনিত ক্ষণিক উন্নতি, সাময়িক ধর্ম্ম-ভাব—পুণ্য-ভাব আত্মার ভূষণ নহে। পর্য্যায় ক্রমে উন্নতি দুর্গতি, উত্থান পতনের জন্যও আত্মার সৃষ্টি নয়। আত্মা ক্রমাগত প্রীতি পবিত্রতাতে, জ্ঞান ধর্ম্মে বর্দ্ধমান হইবে, ঈশ্বরের প্রসন্নতা রূপ চিরবসন্তে ক্রমশঃ উন্নত ভাবে উৎকৃষ্ট ভূষণে অলঙ্কৃত হইতে থাকিবে এই জন্যই ঈশ্বর আত্মার সৃষ্টি করিয়াছেন। আত্মার শ্রদ্ধা প্রীতি দামোদর-নদের ন্যায় এক বার উচ্ছ্বসিত হইয়া দিগ্‌দিগন্ত প্লাবিত করিবে, আ-

বার পরক্ষণেই মরুভূমির ন্যায় নীরস হইয়া পড়িবে এ জন্য আত্মার সৃষ্টি নহে। আত্মার শ্রদ্ধা প্রীতি গঙ্গা নদীর ন্যায় সমুদ্রসহ চির-সংযুক্ত থাকিয়া—চির দিন পূর্ণতা লাভের জন্য একাদিক্রমে ঈশ্বর-অভিমুখে প্রবাহিত হইতে থাকিবে এই জন্যই তাহার সৃষ্টি। ব্রহ্মসাধনের ফল ক্ষণস্থায়ী নহে। ব্রহ্মোপাসনার পুরস্কার ঈশ্বরের সহিত আত্মার অক্ষয় অনন্ত যোগ।

এই পবিত্র সময়ে পবিত্র স্বরূপের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া সকলে পবিত্রতা লাভ করিতেছি, আবার এই ব্রহ্ম-মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া যদি সংসার-পাতালে অবতরণ করি, এখন এখানে সাধু-সঙ্গে চিত্ত-প্রসাদ লাভ করিতেছি, সদ্‌ভাবে সাধু ভাবে সমুন্নত হইতেছি, ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ লাভ করিয়া কৃত-পুণ্য হইতেছি, অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে সংসারের অনুরোধে এ সকলই জলাঞ্জলি দিয়া যদি ঘোর বিষয়ীর ন্যায় ভূমণ্ডলে ভ্রাম্যমাণ হই, শঠ প্রবঞ্চকের সঙ্গে একীভূত হইয়া যাই, তবে ধর্ম্মের বল—ঈশ্বর-প্রীতির বল—এই সমুন্নত তপস্যার বল আর কোথায় থাকে।

সংসারই ধর্ম্ম-জনিত শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শনের এক মাত্র স্থল; সংসার-সমরই ধর্ম্ম-বল প্রদর্শনের একমাত্র প্রশস্ত ভূমি। যোদ্ধা যদি রণ-বিদ্যা শিক্ষার সময় বিশেষ পারদর্শিতা প্রকাশ করে, এবং যুদ্ধ-কালেই পরাভূত হয়, ছাত্র যদি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সময়েই সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে কিন্তু পরীক্ষা বা কার্য্য কালে উপার্জ্জিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অণুমাত্র পরিচয় প্রদানেও সমর্থ না হয়, তবে আর শিক্ষা-জনিত কষ্ট ক্লেশ সম্ভোগের কি প্রয়োজন? মনুষ্য যদি সেই রূপ ধর্ম্ম-মন্দিরে উপাসনা কালে ধার্ম্মিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে কিন্তু কর্ম্ম-ক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াই ধর্ম্মকে ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয়, ঈষৎ সংসার আকর্ষণে—পাপ-প্রলোভনেই অবনত হইয়া পড়ে, তবে আর তাহার আন্তরিক ঈশ্বর-প্রীতি ও ধর্ম্মানুরাগ কোথায় থাকে?

উৎক্ষিপ্ত জড়-পিণ্ড যেমন পৃথিবীর আকর্ষণ ও বায়ুর অবরোধকতা দ্বারা ভূতলশায়ী হয়, উন্নত আত্মাও তেমনি বিষয়-আকর্ষণ পাপ প্রলোভন দ্বারা ধর্ম্ম-পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, উন্নতি-পথ হইতে অধোগতি লাভ ক'রে। প্রতিকূল স্রোতে যাইবার সময় নাবিক যদি এক বার ক্ষেপণী সঞ্চালন করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করে, তাহা হইলে নৌকা যেমন এক পদ অগ্রসর হইয়া প্রবাহ-বলে সহস্র পদ পশ্চাতে পতিত হয়, আত্মা তেমনি এই প্রলোভনপূর্ণ ভয়াবহ সংসারে কিয়ৎকাল ধর্ম্ম-সাধনে অনুরক্ত ও উন্নতি পথে শত হস্ত উত্থিত হইয়া যদি সাধু সঙ্গ, ধর্ম্ম-সাধন পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সংসার আকর্ষণ বিষয়-স্রোত তাহাকে সহস্র হস্ত নিম্নে নিক্ষেপ করে। আমরা এখানে নানা প্রকার বাধা বিঘ্নের মধ্যে পতিত হইয়াছি, ইহার মধ্য হইতে আমারদিগকে ব্রহ্মধামে গমন করিতেই হইবে। সহস্র প্রকার প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া আমারদিগকে একাদিক্রমে ঈশ্বরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেই হইবে। আমরা চারি দিকে অসৎ ও অন্ধকারে পরিবেষ্টিত রহিয়াছি, এ সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া সেই সৎকে—জ্যোতিকে লাভ করিতেই হইবে। আমরা সর্ব্বক্ষণ নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্তমনা হইতেছি, এ সমস্ত বিষয় হইতে বুদ্ধি বৃত্তি ও ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি সমুদায়কে নিবৃত্ত করিয়া পরব্রহ্মে চিত্তের অভিনিবেশ পূর্ব্বক যুক্তাত্মা না হইলে আমারদের আর প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনা নাই। দেখ বিদ্যার্থী বিদ্যা লাভের

জন্য দিবারাত্র কত কষ্ট ক্লেশ সহ্য করিয়াও সিদ্ধকাম হইতে পারে না. বিষয়ী সমস্ত জীবন প্রাণপণে অনন্য চিত্তে বিষয়ের অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াও. প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

সপ্তাহ বা মাসান্তে দুই এক ঘণ্টা কালের জন্য ধর্ম্ম-চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়া সেই ভূমা মহান্‌কে আর কত দূর লাভ করিব? অত্যল্প কালের তপস্যা-বলে সেই দেব-দুর্লভ পরম ধন, ও চরম গতিকে কেমন করিয়া সম্যক্‌ রূপে উপার্জ্জন করিব। যাহা আমারদিগের নিত্য কর্ম্ম, জীবনের সার কার্য্য, তাহার প্রতিই আমারদিগের এত উপেক্ষা ও অযত্ন। যিনি আমারদিগের চিরাশ্রয় ও চির সুহৃৎ, যাঁহার সঙ্গে আমারদিগের চির কালের সম্বন্ধ, তাঁহার সহিত নিত্য যোগ নিবদ্ধ করিতে আমারদের যথোচিত চেষ্টা নাই। আমারদিগের দুর্ব্বল চিত্ত অসৎ বিষয়েই ধাবিত হয়, আপাতরম্য ব্যাপারেই আসক্ত হয়। সেই সত্য সুন্দর মঙ্গল স্বরূপের পূর্ণ প্রভা সে সম্যক্‌ অনুভব করিতে পারে না।

হে জ্যোতির্ম্ময়! তুমি আমারদিগের নিকট প্রকাশিত হও। তুমি তোমার মঙ্গল কিরণে আমাদিগের মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ কর। তুমি পাপ-তাপ হইতে আমারদিগকে তোমার কল্যাণময় পথে লইয়া যাও। অসৎ হইতে আমারদিগকে সৎ ও মঙ্গলের আকর যে তুমি তোমার প্রতি আকর্ষণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ভাগলপুরে ব্রহ্মোপাসনার বক্তৃতা।

কার্ত্তিক ১৭৮৯ শক।

প্রীতি জগৎসৃষ্টি করিয়াছে; প্রীতির দ্বারা তাহা রক্ষিত হইতেছে। ঈশ্বর আপনার আনন্দ অন্যকে বিতরণ করিবার জন্য জীবের সৃষ্টি করিলেন তিনি এক্ষণে সকলকে আপনার স্নেহ গুণে বদ্ধ করিয়া জননীর ন্যায় সকলকে পালন করিতেছেন। প্রীতিতে আমরা জীবিত রহিয়াছি; প্রীতি আমাদিগের সকল উদ্বোধ, ভাব ও কার্য্যের মূল; প্রীতি দ্বারা আমাদিগের মন ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। প্রীতি নিরাকার পদার্থ। গাঢ় হস্ত-স্পর্শ, প্রফুল্লকর ঈষৎ হাস্য, অমৃতময় মধুর শব্দ বন্ধুর প্রীতি প্রকাশ করে; কিন্তু সে সকল প্রীতি নহে, সে সকল অন্তরস্থ প্রীতির বাহ্য চিহ্ন-স্বরূপ; প্রীতি স্বয়ং নিরাকার পদার্থ। প্রীতি নিরাকার পদার্থ, কিন্তু জীবন, যৌবন, ধন, মন, প্রাণ সকলই উহার বশীভূত। প্রীতি সুখের সার; তাহা আমাদিগের চিত্তকে পরিত্যাগ করিলে সকলি নীরস বোধ হয়, আমরা জীবনে যেন মৃত-প্রায় হইয়া থাকি। যেমন রসনা পরিতৃপ্তি জন্য বিবিধ প্রকার অন্ন আছে এবং জ্ঞানের পরিতৃপ্তি জন্য জ্ঞানের বিবিধ বিষয়ীভূত পদার্থ আছে, তেমনি প্রীতি বৃত্তির চরিতার্থতা জন্য নানাবিধ পদার্থ আছে। যেমন অন্ন বিবিধ, জ্ঞান বিবিধ তেমনি প্রীতিও বিবিধ। পিতার প্রতি প্রীতি এক রূপ, সন্তানের প্রতি প্রতি অন্য রূপ; স্ত্রীর প্রতি প্রীতি এক রূপ, বন্ধুর প্রতি প্রীতি অন্য রূপ; গুরুর প্রতি প্রীতি এক রূপ, শিষ্যের প্রতি প্রীতি অন্য রূপ; প্রভুর প্রতি প্রীতি এক রূপ, ভৃত্যের প্রতি প্রীতি অন্যরূপ; বন্ধুর প্রতি প্রীতি একরূপ, শত্রুর প্রতি প্রীতি অন্যরূপ; স্বদেশের প্রতি প্রীতি একরূপ, সমস্ত জগতের প্রতি প্রীতি অন্যরূপ; অচেতন পদার্থের প্রতি প্রীতি একরূপ, সচেতন পদার্থের প্রতি প্রীতি অন্যরূপ; বিশুদ্ধ প্রীতি এক রূপ অবিশুদ্ধ প্রীতি অন্যরূপ। যেমন জল একই পদার্থ, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন আধারে পতিত হইয়া বিশুদ্ধ কিম্বা অবিশুদ্ধ আকার